ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

নূতন পুস্তক

"পঞ্জিকা-দর্শনবিভ্রাট-সংশোধক"

ইহা আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বি-সভ্যগণের প্রত্যেকের পাঠ্য, জ্ঞাতব্য; অতএব গ্রহীতব্য। সাধারণ-সভ্য মহোদয়-গণের করকমলে পাঠার্থ অকাতরে এই পুস্তক প্রদান হইবে, আদ্যন্ত পাঠ করিয়া প্রীতিকর ও প্রয়োজনীয় বোধ হইলে, করুণ হৃদয়ে সকলে এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়া বিনা কষ্টে নিষ্ক্রয় প্রদানে উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন; নতুবা পুস্তকের গ্লানি লিখিয়া এই পুস্তক প্রত্যর্পণের কোন আপত্তি নাই। তবে পুস্তক খানি নষ্ট (খারাপ) না করিয়া প্রত্যর্পিত হইলে সন্তুষ্ট হইব। নাটক বা নভেল হইলে আধুনিক সভ্যবর্গের পাঠে সুখকর হইত; কিন্তু সেরূপ নহে। ইহা পাঠ করিতে হইলে, বাগবাদিনী পরম পূজ্যা শ্রীশ্রী৺ ঈশ্বরী সরস্বতী দেবী সহ পুত্র-সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন,
শ্যামবাজার কলিকাতা।

বিনীতভাবাপন্ন নিবেদক
শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন।

Copyright reserved.] [Registered. No

পঞ্জিকা-দর্শনবিভ্রাট-সংশোধক।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীদ্বারকা নাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
সংগৃহীত, ব্যাখ্যাত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা শ্যামবাজার দেবনারায়ণ দাসের লেন
১০ নং ভবন হইতে প্রকাশিত।

Registered under Act XX of 1847.

কলিকাতা
৩১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট আর্য্য-যন্ত্রে
শ্রীগিরীশচন্দ্র দাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১১ সাল।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ।
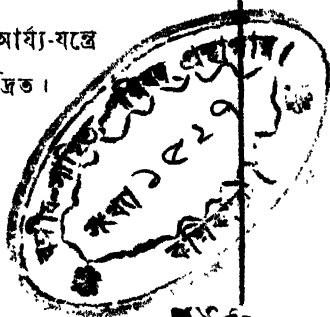
মূল্য ১॥০ টাকা।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং।

পরম পূজ্যাস্পদ
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন ভট্টাচার্য্য
মহোদয় শ্রীশ্রীচরণাম্বুজেষু।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার-পত্রমেতৎ। যথা—

আমার এই পঞ্জিকা-দর্শনবিভ্রাট-সংশোধক পুস্তক খণ্ড পাণ্ডুলিপি করণানন্তর অর্থাভাব-বশতঃ মুদ্রাঙ্কণে, অসমর্থ হইয়া দুঃখিত হৃদয়ে কালাতিপাত করিতে ছিলাম; এরূপ সময়ে রাজধানী কলিকাতা বড় বাজার শিবু ঠাকুরের বর্ত্ম (গলি) ৫২ নং ভবনবাসি-স্বর্গীয় পরম পূজ্য কুলাবধূতাচার্য্য তন্ত্রবিৎ পণ্ডিত চূড়ামণি জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ভট্টাচায্য মহাশয়ের, বংশ-তিলক তন্ত্রশাস্ত্রবেত্তা পূজ্যতম শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ তন্ত্ররত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় করুণ-হৃদয়ে মৎকৃত এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া "ইহা অতি পবিত্র ও আবশ্যকীয় গ্রন্থ হইয়াছে ইত্যাদি" প্রশংসাবাদসহ মুদ্রাঙ্কণব্যয় সাহায্যার্থ অকাতরে প্রফুল্ল হৃদয়ে শত মুদ্রা সাহায্যদানে তাঁহার চরণ যুগলে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। ইতি সন ১৩১১ সাল ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

১০নং দেবনারায়ণ দাসের বর্ত্ম (লেন)
শ্যামবাজার, কলিকাতা নিবাসিনঃ
বিনয়াবনত বিদ্যারত্নোপাধিক-
শ্রীদ্বারকানাথ দেব-শর্ম্মণঃ।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং।

পরম প্রীতিভাজন

শ্রীমদ্দ্বারকা নাথ বিদ্যারত্ন

মহাশয় সমীপেষু।

পরম স্নেহাস্পদ মহাশয়!

আপনার সংগৃহীত এবং ব্যাখ্যাত "পঞ্জিকা-দর্শনবিভ্রাট-সংশোধক" নামক গ্রন্থ পাঠে পরম পুলকিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি যে, ইহা অতি পবিত্র ও সুন্দর গ্রন্থ হইয়াছে; অত্র বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহা দ্বারা চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি পূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণে-ই যাত্রিক পবিত্র দিন নির্ব্বাচনাদি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইবেন। পঞ্জিকার লিখিত শুভদিন যে, সর্ব্বসাধারণের চন্দ্র ও তারা শুদ্ধিপূর্ব্বক শুভদিন, তাহা কদাপি হইতে পারে না; অতএব আপনার এই পুস্তকের সাহায্যে পণ্ডিতবৎ যাত্রিক শুভদিন নির্ব্বাচনে এবং স্বীয় স্বীয় পুত্র ও কন্যার স্বল্প জন্ম-পত্রিকা (ঠিকুজি) প্রস্তুত ও প্রশ্ন গণনায় সমর্থ হইবেন। ইহা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। সন ১৩১১ সাল, ২৯ শে বৈশাখ।

সাং হুগলি জেলা, চৌকি শ্রীরামপুর
চাতরা গ্রাম নিবাসিনঃ।
ন্যায়ালঙ্কারোপাধিকস্য
শ্রীকৃষ্ণমোহন শর্ম্মণঃ

জেলা বর্দ্ধমান,
থানা সাংগাছিয়া পোঃ, গ্রাম গোবিন্দপুর, নিবাসিনো
বিদ্যারত্নোপাধিকস্য
শ্রীমহেন্দ্রনাথ শর্ম্ম জ্যোতিষিণঃ

৩২ নং শিবু ঠাকুর বস্তু (লেন) বড় বাজার কলিকাতা রাজধানী নিবাসিনঃ
তত্ত্বরত্নোপাধিকস্য
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

নবদ্বীপনিবাসিনস্তর্ক-বাগীশোপাধিকস্য
শ্রীঅহিভূষণ দেব-শর্ম্মণঃ।

সাং জেলা বাঁকুড়া চৌকি কোতলপুর অন্তর্গত
সাগর মেথাখ্য গ্রামবাসিনঃ
তর্করত্নোপাধিকস্য
শ্রীরামদাস শর্ম্মণঃ

সাং জেলা নোয়াখালী
পোঃ সেন বাগ, কল্যাণদি গ্রামনিবাসিনঃ
বিদ্যালঙ্কারোপাধিকস্য
শ্রীভুবনেশ্বর দেব-শর্ম্মণঃ

শুদ্ধিপত্রমেতৎ।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৭	মৃগশীর্ষং স্তথা	মৃগশীর্ষস্তথা
১	১১	কথিতা-পুনঃ	কথিতা পুনঃ।
১	১৪	বিজ্ঞাপিতু মিচ্ছামি	বিজ্ঞাপয়িতু মিচ্ছামি
৩	৮	ভরণীস্তুচ	ভরণীষুচ।
৫	৮	বধাঃ সংজ্ঞকা	বধ-সংজ্ঞকা।
৫	৯	মর্ম্মাথো যথা	মর্ম্মার্থো যথা।
৫	১২	প্রত্যরি-তায়া	প্রত্যরি-তারায়া।
৫	১৬	প্রদায়িণী	প্রদায়িনী।
৭	৬	রেবত্যা	রেবত্য।
৩২	৬	ব্যাখ্যাযামি	ব্যাখ্যাস্যামি।
৩২	১৬	ব্যাখ্যাষ্যামি	ব্যাখ্যাস্যামি।
৩৬	১৩	করিষামি"	করিষ্যামি
৫২	২৩	কর্ম্ম-কর্ত্তু জন্ম	কর্ম্মকর্ত্তুর্জন্ম।
৮৫	১৮	অম্যাবস্থার	অমাবস্থার।
/০	১৯	দৃত	দৃষ্ট।

এই গ্রন্থ হইবার হেতু। যথা—

আমি নবদ্বীপে দ্বাদশবর্ষ অবস্থিতি করিয়া বহুবিধ পাঠ করিয়াছিলাম, এবং অন্যান্য স্থানেও নানাপ্রকার শিক্ষা ও অধ্যয়ন করিয়াছি সত্য; কিন্তু চিরকাল জ্যোতিষশাস্ত্রকে উপেক্ষা ও নিষ্প্রয়োজন বোধে শিক্ষা করি নাই। কোন সময়ে বিশেষ কার্য্য-বশতঃ পঞ্জিকার লিখিত শুভদিনে ও শুভক্ষণে মাতৃহীনা অতএব প্রিয়তমা বর্ষত্রয়-বয়স্কা বালিকা সহ দূরদেশে শুভকর্ম্মে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে (ষ্টেসনে) ঐ বালিকার ভেদ ও বমন (কলেড়া) আরম্ভ হইল, নিজের কিঞ্চিৎ চিকিৎসাজ্ঞান থাকা জন্য-ই ভীত না হইয়া, সঙ্গে যে সকল ঔষধ ছিল, তাহাতে-ই কন্যাটীকে সুস্থ করিয়া ট্রেণে উদ্দেশ্যদূরদেশে গমন হইল। জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ গ্রীষ্ম ও তাপন-সময়ে দিবা একাদশ (১১) ঘটিকা-সময়ে মরু-ভূমিবৎ জল শূন্যদেশের ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া, কোন একটী স্থান আশ্রয় গ্রহণানন্তর ক্লান্ত-দেহ ও ক্লিস্ট বালিকা লইয়া অনু-সন্ধান পূর্ব্বক এক সাহেবের সখের সরোবরে প্রচ্ছন্নভাবে কন্যাসহ অবগাহন ও স্নান করিতেছি, এমন সময়ে ইংরাজ দূত কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া লাঞ্ছিত হইলাম; তৎপরে বিলক্ষণ সমারোহে উদ্দেশ্য স্থানে গমন করিয়া বিশেষ সমাদৃত হইলাম সত্য; কিন্তু আহারান্তে নিশাযোগে অদ্ভুত জ্বরাক্রান্ত এবং চৈতন্যরহিত হইলাম; পরে জ্বরের শেষাবস্থায় গাত্রময় বহুতর বসন্ত প্রকাশ দেখিয়া-ই অতিকষ্টে ও ব্যয়ে স্বস্থানে প্রত্যাগত হইয়া অসীম-যত্নে আরোগ্য প্রাপ্তি হইয়া পঞ্জিকা ও জ্যোতিষশাস্ত্রের গ্লানি পূর্ব্বক পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া যখন জ্ঞান লাভ হইল যে, পঞ্জিকার লিখিত ঐ শুভ দিনের তারা শুভ হইলেও আমার পক্ষে বধতারা এবং চন্দ্র শুদ্ধি হয় নাই। সেই জন্য আমার পক্ষে এরূপ ভীষণ ব্যাপার ঘটিয়াছে। তখন হইতে-ই চেষ্টা ও শিক্ষা করিয়া সাধারণের ঐরূপ দুঃখ বিমোচন করণোদ্দেশে এই "পঞ্জিকা-দর্শনবিভ্রাট-সংশোধক" নামক গ্রন্থ মুদ্রিত করিলাম।

নিবেদক শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন শ্যামবাজার কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আর্য্য (হিন্দু) সমাজে প্রাঞ্জল বঙ্গ-ভাষায় চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি-পূর্ব্বক শুভদিন নির্ব্বাচন-শক্তিলাভের উপযুক্ত এবং পাঠোপযোগী সুখকর পুস্তক না থাকায়, " কিং কর্ত্তব্যম্ বিমূঢ় !" হইয়া মুদ্রিত পঞ্জিকার লিখিত শুভদিনে সকলেই যাত্রাদি শুভকর্ম্ম করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম, সেই বিষয় সংক্ষেপে ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে—

"যোগিনী ও দিক্‌শূল দোষ রহিত এবং চন্দ্র তারা শুদ্ধি পূর্ব্বক শুভবার, তিথি ইত্যাদি হইলে-ই যাত্রাদি বিষয়ে পবিত্র ও শুভ দিন হইবে, ইহা-ই স্থির সিদ্ধান্ত ;—"

কিন্তু সপ্তবিংশতি (২৭) প্রকার নক্ষত্র ও দ্বাদশ (১২) রাশি বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই হেতুক মানব মাত্রেরই জন্ম-নক্ষত্র ও জন্ম-রাশি সকলের-ই পৃথক্ পৃথক্ হইতেছে। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি চলিবে না।

অতএব নিবেদন এই যে, মুদ্রিত পঞ্জিকায় শুভবার ও তিথি ইত্যাদি অনুসারে যাত্রাদি বিষয়ে যে দিনকে শুভদিন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; পঞ্জিকার লিখিত নির্দ্দিষ্ট সেই শুভ দিনটী পৃথিবীর যাবতীয় সাধারণ মানব বৃন্দের পক্ষে চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি পূর্ব্বক কিরূপে পবিত্র শুভদিন বলিয়া গণ্য হইতে পারে ? অর্থাৎ হয় না।

যেহেতুক মানবমাত্রের জন্ম নক্ষত্র জন্ম-রাশি সকলের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান হইতেছে : সেই হেতুক এক দিবসে পৃথিবীর যাবতীয় লোকের চন্দ্র তারা শুদ্ধি পূর্ব্বক পবিত্র ও শুভদিন হওয়া অসম্ভব। তবে কতিপয় মনুষ্যের পক্ষে শুভদিন আর কতিপয় মানবের পক্ষে অশুভ দিন হইয়া থাকে, ইহা-ই স্থির।

পঞ্জিকার লিখিত সেই শুভ দিনটি যাঁহাদের পক্ষে চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি পূর্ব্বক শুভ দিন হইয়াছে ; তাঁহারা ঐ দিনে যাত্রাদি শুভ কার্য্য করিলে শুভফল প্রাপ্তি হইবেন।

কিন্তু যাঁহাদের পক্ষে পঞ্জিকার লিখিত ঐ শুভ দিনটি চন্দ্র ও তারা বিরুদ্ধ অর্থাৎ ঘাতচন্দ্র ও বধ তারা ইত্যাদি সংঘটিত দিন হইয়াছে, তাঁহারা পঞ্জিকার লিখিত উক্ত শুভ দিনে বিশ্বাস পূর্ব্বক যাত্রাদি শুভ কর্ম্ম করিলে, কি ভীষণ ব্যাপার হইয়া থাকে, তাহা বর্ণনাতীত। যথা——কেহবা মৃত, কেহবা মৃতবৎ, কেহ বা ক্ষতি-গ্রস্ত ও কেহবা কার্য্যধ্বংস পূর্ব্বক হতাশ হইয়া দুঃখিত হৃদয়ে নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ আর্য্য-ধর্ম্ম, জ্যোতিষ আদি ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বহুল গ্লানি করিতে থাকেন; এবং বলেন যে "আমি পঞ্জিকা দেখিয়া শুভ দিনে যাত্রা করিয়া আমার যখন এরূপ ভয়ঙ্কর ফল ঘটিয়াছে, তখন আর্য্য-ধর্ম্ম, স্মৃতি ও জ্যোতিষ আদি সম্যক মিথ্যা।" ইত্যাদি রূপে নিন্দাবাদ করেন।

এই বিষম ভ্রম দূরীকরণার্থ বহুকষ্টে, বহু যত্নে ও বহু ব্যয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রান্তর্গত শুদ্ধিদীপিকা, জ্যোতিষসাগর, সারচন্দ্রিকা সময়প্রদীপ, সৎকৃত্য-মুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ও স্মৃতি শাস্ত্রান্ত-র্গত তিথিতত্ত্ব ইত্যাদি গ্রন্থ হইতেও প্রমাণ সূচক বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় অনুবাদ পুরঃসরে দিগ্‌দেশীয় অধ্যাপক-বর্গের মতানুসারে সাধারণ জন সমাজের মঙ্গল কামনায় যাত্রাদি বিষয়ে চন্দ্র তারা শুদ্ধিপূর্ব্বক পবিত্র বা শুভ দিন নির্ব্বাচন-শক্তি লাভের সোপান যোগ্য এই "পঞ্জিকা-দর্শনবিভ্রাট-সংশোধক" নামক পুস্তক খানি মুদ্রিত করিলাম।

আশা করি,—ইহা সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য, জ্ঞাতব্য ও গ্রহীতব্য হইবে; যেহেতু পঞ্জিকার সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন
শ্যামবাজার, কলিকাতা।

বিনীতভাবাপন্ন নিবেদক
শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন।

সূচীপত্র।

—০—

বিষয়			পত্রাঙ্ক

বিষয়	পত্রাঙ্ক

---o---

সদ্‌রঞ্জ কৌতুক।

৩। বিবিধ-তীব্র-মুষ্টিযোগ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে।

মূল্য ॥০ আনা, ডাকমাশুল ৵০ আনা।

ইহা পাঠে দুর্জ্জয় রোগ সমূহকে সামান্য প্রতিকারে (মুষ্টিযোগে) নিবৃত্তি করিতে পারা যায়। এই পুস্তকে লিখিত এক একটী মুষ্টিযোগের মূল্য সহস্র সহস্র মুদ্রা হইতেও অধিকতর। ইহা পাঠে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইলে পুস্তক ফেরতে মূল্য প্রত্যর্পিত হইবে।

—o—

৪। আর্য্যচিকিৎসক ৩ খণ্ড।

মূল্য ৪৸০ আনা, ডাকমাশুল ॥০ আনা।

চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতিরেকে, ইহা দ্বারা সকল রোগের সুন্দররূপে চিকিৎসা করিতে পারা যায়।

৫। যিনি উত্তম উত্তম গুণকর প্যাটেণ্ট ঔষধ শিক্ষা করিতে বা কোন উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য লাভের ইচ্ছা করেন, তিনি গুরুদক্ষিণা স্বীকার পূর্ব্বক টিকিট সহ পত্র লিখিলে হর্ষজনক উত্তর প্রাপ্ত হইবেন; এবং শিক্ষা ইত্যাদিও পাইতে পারেন।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন
শ্যামবাজার, কলিকাতা।

চিকিৎসক, বহুবিধ প্যাটেণ্ট ঔষধ
আবিষ্কারক নানাবিধ হিতকর
গ্রন্থলেখক এবং প্যাটেণ্ট
ঔষধের শিক্ষক
শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন।

গ্রাহকগণের নিয়মাবলী।

যে ভদ্রলোক পঞ্জিকা-দর্শনবিভ্রাট-সংশোধক-প্রথম-খণ্ড 'আর বিবিধ-তীব্রমুষ্টিযোগ পুস্তকের প্রথম খণ্ড গ্রহণেচ্ছুক হইয়া স্বাক্ষর প্রদান করিবেন। তাঁহাকে ঐ পুস্তকদ্বয় ১৷৷০ টাকা মূল্যে প্রদত্ত হইবে।

বিবিধ-তীব্র-মুষ্টিযোগ খণ্ডে খণ্ডে ৮ ফর্ম্মা করিয়া মুদ্রিত হইবে। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৷৷০ আনা; কিন্তু গ্রাহকবর্গ ।৵০ আনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

নিবেদক শ্রীদ্বারকা নাথ বিদ্যারত্ন।

১'০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন শ্যামবাজার কলিকাতা।

শ্রীদ্বারকা নাথ বিদ্যারত্নের

ঠিকানা সমূহ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

প্রথম;—১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্যামবাজার কলিকাতা।

(গাঁজাগলী বা মোহনলাল মিত্রের বায় লেন)।

এখানে না থাকিলে—

দ্বিতীয়;—জেলা ২৪ পরগণা ভায়া মগরা হাট, পোষ্ট ও গ্রাম দক্ষিণ-বারাশত, খাটখাড়া শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে পিতা শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধেয়।

তৃতীয়;—কলিকাতা নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, ফার্স্ট লেন ৬১ নং ভবনস্থ শ্রীযুক্ত বাবু নিশাপতি চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অনুসন্ধেয়।

এখানে না পাইলে—

চতুর্থ;—জেলা হুগলি. পোষ্ট বন্দীপুর, গজাগ্রাম পশ্চিমপাড়ায় শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমীপে অনুসন্ধেয়।

নিবেদক

শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যারত্ন।

১০ নং দেবনারায়ণ দাসের লেন, শ্যামবাজার কলিকাতা।

ওঁ কৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ।

পঞ্জিকা-দর্শনবিভ্রাট-সংশোধক।

শুভাশুভ যাত্রা বিষয়ে,

নক্ষত্রশুদ্ধি-বিচারঃ।

সপ্তবিংশতি-নক্ষত্রাণাং নামানি।
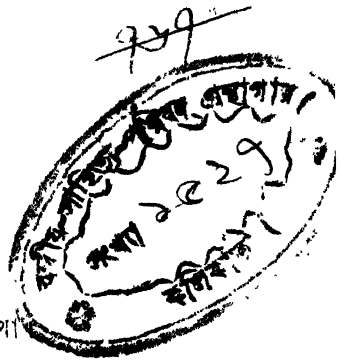
অশ্বিনী ভরণী চৈব, কৃত্তিকা রোহিণী তথা।
মৃগশীর্ষংস্তথার্দ্রাচ, তথা প্রোক্তা পুনর্ব্বসুঃ।
পুষ্যাঽশ্লেষা মঘা পূর্ব্ব, ফল্গুন্যুত্তর-ফল্গুনী।
হস্তা চিত্রা স্বাতয়শ্চ, বিশাখা চানুরাধিকা।
জ্যেষ্ঠা মূলা তথা প্রোক্তা, পূর্ব্বাষাঢ়া তথোত্তরা।
শ্রবণাচ ধনিষ্ঠাচ, শতভিষা কথিতা পুনঃ।
পূর্ব্বভাদ্রোত্তরাভাদ্রে, রেবতীচ ভ-সংজ্ঞকাঃ।
ইতি সুগমং অতএবান্বয়ং ন করোমি।

অতো বঙ্গভাষয়া বিজ্ঞাপয়িতুমিচ্ছামি।

১ অশ্বিনী। ২ ভরণী। ৩ কৃত্তিকা। ৪ রোহিণী।
৫ মৃগশীর্ষা। ৬ আর্দ্রা। ৭ পুনর্ব্বসু। ৮ পুষ্যা। ৯ অশ্লেষা।
১০ মঘা। ১১ পূর্ব্বফল্গুনী। ১২ উত্তরফল্গুনী। ১৩ হস্তা।
১৪ চিত্রা। ১৫ স্বাতি। ১৬ বিশাখা। ১৭ অনুরাধা।

১৮ জ্যেষ্ঠা। ১৯ মূলা। ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া। ২১ উত্তরাষাঢ়া। ২২ শ্রবণা। ২৩ ধনিষ্ঠা। ২৪ শতভিষা। ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ। ২৬ উত্তরভাদ্রপদ। ২৭ রেবতী।

উপদেশ যথা। য়্যাকে (১) অশ্বিনী, দুয়ে (২) ভরণী, (৩) তিনে কৃত্তিকা ইত্যাদি ক্রমে রেবতী পর্য্যন্ত বিলক্ষণ অভ্যাস করা আবশ্যক। এইরূপ সকল নক্ষত্রে গুলিন শিক্ষা করিয়া অভ্যাস রাখিলে, যাত্রিক দিন নির্ব্বাচনে পণ্ডিত হইতে পারিবেন।

এতেষাং নক্ষত্রাণাং মধ্যে যাত্রায়াং যানি প্রশস্তানি,
তানি বক্তব্যানি যথা—

যাত্রা-বিষয়ে উত্তম-নক্ষত্রাণি।

অশ্বিনী মৈত্ররেবত্যো, মৃগো মূলা পুনর্বসুঃ।
পুষ্যা হস্তা তথা জ্যেষ্ঠা, যাত্রায়াং উত্তমাঃ স্মৃতাঃ॥

অশ্বিনী (১), মৈত্রনক্ষত্র অর্থাৎ অনুরাধা নক্ষত্রে (১৭), রেবতী (২৭), মৃগ অর্থাৎ মৃগশীর্ষ নক্ষত্র (৫), মূলা (১৯), পুনর্বসু (৭), পুষ্যা (৮), হস্তা (১৩), জ্যেষ্ঠা (১৮), এই ৯ নয়টী নক্ষত্র যাত্রা-বিষয়ে অতি সুপ্রশস্ত; কিন্তু সর্ব্বসাধারণ সম্বন্ধে কদাপি সুপ্রশস্ত হইতে পারে না। তাহার বিচার পশ্চাৎ লেখ্য এবং জ্ঞাতব্য।

যাত্রাবিষয়ে মধ্যম নক্ষত্রাণি।

রোহিণী ত্রীণি পূর্ব্বাণি, চিত্রা স্বাতীচ বারুণী।
ধনিষ্ঠা শ্রবণাচৈব, যাত্রায়াং মধ্যমাঃ স্মৃতাঃ॥

রোহিণী (৪), পূর্ব্বফল্গুনী (১১), পূর্ব্বাষাঢ়া (২০), পূর্ব্বভাদ্রপদ (২৫), চিত্রা (১৪), স্বাতি (১৫), বারুণী (২৪) অর্থাৎ শতভিষা, ধনিষ্ঠা (২৩), শ্রবণা (২২), এই ৯ নয়টী নক্ষত্র, যাত্রা-বিষয়ে মধ্যম ; কিন্তু সাধারণ পক্ষে মধ্যম হইবে না ; তদ্‌বিষয় পশ্চাৎ লেখ্য।

যাত্রা-বিষয়ে অধম-নক্ষত্রাণি চ।

১২।২১।২৬।
উত্তরাসু বিশাখায়াং, মঘার্দ্রা ভরণীসুচ।
কৃত্তিকাহশ্লেষনোশ্চৈব, প্রস্থানে মরণং ধ্রুবং ॥

উত্তরফল্গুনী (১২), উত্তরাষাঢ়া (২১), উত্তরভাদ্রপদ (২৬), বিশাখা (১৬), মঘা (১০), আর্দ্রা (৬), ভরণী (২), কৃত্তিকা (৩), অশ্লেষা (৯) ; এই ৯ নয়টী নক্ষত্রে যাত্রা করিলে মৃত্যু বা মৃতবৎ অথবা লাঞ্ছিত হইতে হয়। কিন্তু সকলের পক্ষেই হইবে, এরূপ নহে। তাহার মীমাংসা কথঞ্চিৎ পশ্চাৎ লিখিত হইবে।

নক্ষত্রাণাং সদসদ্‌ বিচারঃ।

জন্ম সম্পৎ বিপৎ ক্ষেমং, প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ।
মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ, নব তারাঃ পুনঃ পুনঃ ॥

জন্ম, সম্পৎ, বিপৎ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র, পরমমিত্র ; এই ৯টী নাম পূর্ব্বোক্ত অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্য্যন্ত ২৭টী নক্ষত্রের হইবে। তাহার নিয়ম সকলকে হৃদয়ঙ্গম করণার্থে নিম্নে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। পাঠক ! মহোদয় ! স্থিরপ্রকৃতিতে হৃদ্‌বোধার্থ চেষ্টা করুন্।

এক্ষণে বিবেচনা করুন্ যে, যাঁহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, তাঁহার জন্মনক্ষত্র অশ্বিনী-নক্ষত্র, ভরণী নক্ষত্র সম্পৎ নক্ষত্র, কৃত্তিকা নক্ষত্র বিপৎ নক্ষত্র, রোহিণী নক্ষত্র ক্ষেম নক্ষত্র, মৃগশিরা নক্ষত্র প্রত্যরি নক্ষত্র, আর্দ্রা নক্ষত্র সাধক নক্ষত্র, পুনর্ব্বসু বধ নক্ষত্র, পুষ্যা নক্ষত্র মিত্রনক্ষত্র, অশ্লেষা নক্ষত্র পরমমিত্র নক্ষত্র; এইরূপে সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম প্রাপ্তি হয়।

ঐ সংস্কৃত বচনে "পুনঃ পুনঃ" এই শব্দ থাকায় আর দুই বার এইরূপে মঘা নক্ষত্র হইতে নাম করণ করিতে হইবে। যথা—পূর্ব্বোক্ত ঐ অশ্বিনী নক্ষত্র জাতকের পক্ষেই আবার মঘা নক্ষত্র জন্ম নক্ষত্র, পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্র সম্পৎ নক্ষত্র ইত্যাদি রূপে নক্ষত্রের নামকরণ করিলে ১৮ সংখ্যার জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের নাম পরমমিত্র নক্ষত্র হইবে।

পাঠক! যাঁহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম, তাঁহার আবার একবার ১৯ সংখ্যার মূলা নক্ষত্রকে জন্ম নক্ষত্র ধরিয়া ঐরূপে নামকরণ আরম্ভ করিলে ২৭ সংখ্যার রেবতী নক্ষত্র পরমমিত্র নক্ষত্র হইবে।

যাঁহার যে নক্ষত্রে জন্ম হইবে, সেই নক্ষত্রকে জন্ম নক্ষত্র ধরিয়া ঐ রূপে তিনবার নামকরণ করিলে প্রত্যেক লোকের-ই ৩ তিনটী জন্ম নক্ষত্র, ৩ তিনটী সম্পৎ নক্ষত্র, ৩ তিনটী বিপৎ নক্ষত্র, ৩টী ক্ষেম-নক্ষত্র, ৩টী প্রত্যরি নক্ষত্র, ৩টী সাধক নক্ষত্র, ৩টী বধ নক্ষত্র, ৩টী মিত্র নক্ষত্র আর ৩টী পরম মিত্র নক্ষত্র; এইরূপে পূর্ব্বোক্ত ২৭টী নক্ষত্রের নাম-করণ সকল মনুষ্যের পক্ষেই করিতে হইবে; অতএব মনুষ্য-

মাত্রের ৩ তিন ৩ তিন নক্ষত্রের ১ এক নাম হইবে। তাহা হইলে-ই ঐ ৯ নয় প্রকার নামে ৩ লম্ ২৭টী নক্ষত্রের ৯ নয়টী নামকরণ হইল।

জন্ম সম্পৎ ইত্যাদি ঐ নয় প্রকারের মধ্যে কোন কোন নাম ধারি-নক্ষত্রে গমনে শুভাশুভ ফল হইবে, তাহার বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

শুদ্ধদীপিকায়াং যথা—আসাং তারাণাং মধ্যে জন্ম-বিপৎ-প্রত্যরি-বধ-সংজ্ঞকাশ্চতস্রস্তারা বর্জ্জনীয়াঃ।

অস্য মর্ম্মার্থো যথা—ইহাদের মধ্যে জন্ম নক্ষত্র, বিপদ নক্ষত্র, প্রত্যরি নক্ষত্র আর বধ নক্ষত্র এই চারি নক্ষত্রকে বর্জ্জন করিয়া যাত্রাদি শুভ কর্ম্ম করিবেন।

শুদ্ধদীপিকায়াং প্রত্যরিতারায়া বিশেষসংজ্ঞা বিদ্যতে। যথা—সিদ্ধিফলা বৃদ্ধিকরী বিনাশ সংজ্ঞা।

অস্যার্থো যথা—সকলের পক্ষেই প্রত্যরি নক্ষত্র ৩টী হইয়া থাকে; কিন্তু তন্মধ্যে প্রথম প্রত্যরিতারা সিদ্ধিফলা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যসিদ্ধি প্রদায়িনী হয়। দ্বিতীয় প্রত্যরিতারা বৃদ্ধিকরী সংজ্ঞা প্রাপ্ত পূর্ব্বক কার্য্যবৃদ্ধি-কারিণী হইয়া থাকেন। তৃতীয় প্রত্যরি বিনাশ সংজ্ঞা হইয়া কার্য্য নাশিনী হয়, অথাৎ তৃতীয় প্রত্যরি তারাতে যাত্রাদি শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন না।

১ জন্ম নক্ষত্রে যাত্রা নিষেধ। ২ সম্পৎ নামধারি--নক্ষত্রে যাত্রা হইলে শুভ ফল হয়। ৩ বিপৎ নামধারি-নক্ষত্রে গমনে বিশেষ রূপে বিপন্ন হইতে হয়। ৪ ক্ষেম নাম-

ধারি-নক্ষত্রে যাত্রা হইলে মঙ্গলময়ী যাত্রা হয়। ৫ প্রত্যরি নামধারি-নক্ষত্রে গমন করিলে অহিতকর ফল হইয়া থাকে। ৬ সাধক নামধারি নক্ষত্রে যাত্রা হইলে কার্য্যসাধক-ফল সম্ভব। ৭ বধ নামক নক্ষত্রে যাত্রা হইলে প্রাণনাশক-প্রায়-পীড়ায় কাতর বা মৃত্যু সঙ্গত। ৮ মিত্র নামধারি-নক্ষত্রে যাত্রা হইলে শুভকরী যাত্রা হয়। ৯ পরম-মিত্র নামক নক্ষত্রে যাত্রা হইলে অতিশয় শুভ ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই নববিধ নামধারি-নক্ষত্রে গমনে, এই নববিধ শুভাশুভ ফল নরলোকে প্রাপ্ত হইবেন। ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। ইহাকেই তারা শুদ্ধি কহে।

উপায়ান্তরে সর্ব্বসাধারণের জন্ম সম্পৎ ইত্যাদি

নয় (৯) প্রকার নক্ষত্র নিরূপণ।

প্রথম (১) পৃষ্ঠায় লিখিত নক্ষত্রগণের নাম ও সংখ্যা স্মরণ পূর্ব্বক ঐ রুলের মধ্যগত অঙ্কপাত দৃষ্টি করিয়া স্বীয় স্বীয় জন্ম-নক্ষত্র ধরিয়া সকলে-ই জন্ম, সম্পৎ, বিপদ্, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরম-মিত্র নক্ষত্র নিশ্চয় করিতে পারিবেন। উদাহরণ যথা—

১। যাহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে। তাহার ১।১০।১৯ সংখ্যার নক্ষত্র অর্থাৎ অশ্বিনী, মঘা ও মূলা এই তিন (৩) নক্ষত্র, জন্ম-নক্ষত্রে হয়।

২। যাহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে; তাহার পক্ষে ২।১১।২০ সংখ্যা নক্ষত্র অর্থাৎ ভরণী, পূর্ব্বফল্গুনী ও পূর্ব্বাষাঢ়া এই তিন নক্ষত্রকে সম্পৎ নক্ষত্র কহে।

৩। যাহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম; তাহার পক্ষে ৩।১২।২১ সংখ্যার নক্ষত্রে অর্থাৎ কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী ও উত্তরাষাঢ়া এই তিন নক্ষত্রকে বিপদ্ নক্ষত্র কহে।

৪। যাহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম, তাহার পক্ষে ৪।১৩।২২ সংখ্যার নক্ষত্রকে (রোহিণী, হস্তা ও শ্রবণা এই তিন নক্ষত্রকে) ক্ষেম নক্ষত্র কহে।

৫। যাহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে; তাহার ৫।১৪।২৩ সংখ্যার নক্ষত্রকে অর্থাৎ মৃগশিরা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা এই তিন নক্ষত্রকে প্রত্যরি নক্ষত্র কহে।

৬। যাহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, তাহার পক্ষে

৬। ১৫। ২৪ সংখ্যার নক্ষত্রকে অর্থাৎ আর্দ্রা, স্বাতি ও শতভিষা এই তিন নক্ষত্রকে সাধক নক্ষত্র কহে।

৭। যাহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, তাহার পক্ষে ৭।১৬।২৫ সংখ্যার নক্ষত্রকে অর্থাৎ পুনর্ব্বসু, বিশাখা ও পূর্ব্ব-ভাদ্রপদ এই তিন নক্ষত্রকে বধ নক্ষত্র কহে।

৮। যাহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, তাহার পক্ষে ৮। ১৭। ২৬ সংখ্যার নক্ষত্রকে অর্থাৎ পুষ্যা, অনুরাধা ও উত্তরভাদ্রপদ এই তিন নক্ষত্রকে মিত্র নক্ষত্র কহে।

৯। যাহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, তাহার পক্ষে ৯। ১৮। ২৭ সংখ্যার নক্ষত্রকে অর্থাৎ অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও রেবতী এই তিন নক্ষত্রকে পরম-মিত্র নক্ষত্র কহে।

একমাত্র অশ্বিনী নক্ষত্র-জাতকের জন্ম, সম্পৎ ও বিপদ্ ইত্যাদি নক্ষত্র নির্ব্বাচনের বিষয় লিখিয়া দিলাম। কিন্তু ভরণী ইত্যাদি নক্ষত্রগণের মধ্যে, যাহার যে নক্ষত্রে জন্ম, সেই জন্ম-নক্ষত্র ধরিয়া আশা করি, এইরূপে অর্থাৎ ঐ অশ্বিনী নক্ষত্র জাতকের ন্যায় সকলে-ই অতি সহজে (সরলে) ঐ ৬। ১ পৃষ্ঠায় রুলের মধ্যে প্রদর্শিত অঙ্কপাত দৃষ্টি করিয়া স্বীয় স্বীয় জন্ম, সম্পদ্, বিপদ্, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরমমিত্র নক্ষত্র অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারিবেন।

পঞ্জিকাতে প্রতিদিন যে যে নক্ষত্রকে ঐরূপ গণনায় পবিত্র দেখেন, সেই সেই নক্ষত্রের অঙ্কপাত (২।৬।১০।১১ ইত্যাদি অর্থাৎ ভরণী, আর্দ্রা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ইত্যাদি) করিয়া তারাশুদ্ধি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

অতএব এক্ষণে বিচার করুন্ যে, পূর্ব্বকথিত "অশ্বিনী মৈত্র রেবত্য ইত্যাদি" বচনানুসারে অশ্বিনী, অনুরাধা, রেবতী, মৃগশিরা, মূলা, পুনর্বসু, পুষ্যা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা; এই নয়টী যাত্রিক উত্তম নক্ষত্রের মধ্যে যে কোন একটী উত্তম নক্ষত্র, যে দিন পঞ্জিকাতে উল্লেখ হইয়াছে; কিন্তু সেই দিনে বিচার করিয়া দেখুন? যে,—"জন্ম সম্পৎ বিপৎ ক্ষেমং" ইত্যাদি বচন দ্বারা সেই দিনের সেই উত্তম নক্ষত্রটী কাহার পক্ষে জন্ম-নক্ষত্র বা কাহার পক্ষে বিপৎ নক্ষত্র বা কাহার পক্ষে প্রত্যরি-নক্ষত্র বা কাহারও পক্ষে বধ-নক্ষত্র ইত্যাদি রূপে ভয়ানক তারা বলিয়া সপ্রমাণ হইলে কদাপি যাত্রা হইতে পারে না। বধ বিপদ্ ইত্যাদি নামধেয় নক্ষত্রে যাত্রা (গমন) হইলে সুজাতকের পক্ষে অবশ্যই ভয়ানক বিপদ হইবে। তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শুদ্ধদীপিকায়াং। কৃষ্ণপক্ষীয়-পঞ্চমীপরতশ্চন্দ্রো ন কিঞ্চিদেতৎ।

অস্যার্থোযথা—কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথির পর চন্দ্রশুদ্ধি হইলেও চন্দ্রশুদ্ধিজন্য ফল লাভ হয় না; বস্তুতঃ কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথির পর যাত্রিক নক্ষত্র হইয়া "জন্মসম্পৎ" ইত্যাদি বচনানুসারে নক্ষত্রশুদ্ধি-ই যাত্রাবিষয়ে প্রাধান্য। যদি চন্দ্রশুদ্ধিও হয়, তাহা হইলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দিন হইবে; তাহাতে সংশয় কি?

শুদ্ধদীপিকায়াং। শুক্ল-পক্ষীয়-পঞ্চমী-পূর্ব্বতশ্চন্দ্রো ন কিঞ্চিদেতৎ।

অস্যার্থো যথা—শুক্ল-পক্ষীয়-পঞ্চমীর পূর্ব্ব চন্দ্রশুদ্ধি হই- -লেও চন্দ্রশুদ্ধি জন্য ফল লাভ হয় না। বস্তুতঃ অত্রস্থলে তারাশুদ্ধি পূর্ব্বক যাত্রা-ই প্রশংসনীয়। ভাগ্যক্রমে চন্দ্রসহ তারাশুদ্ধি হয়; অত্যুত্তম বলিয়া জানিতে হইবে।

চন্দ্রশুদ্ধির ফলাফল পশ্চাৎ বর্ণনীয়; এক্ষণে তারাশুদ্ধি বিচারে চন্দ্রশুদ্ধির ফল অলেখ্য বলিয়া বোধ করিলাম।

শুক্ল ও কৃষ্ণ এই পক্ষদ্বয়ে কোন পক্ষে, কে বলী, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

কৃষ্ণে বলবতী তারা, শুক্লে চন্দ্র-বলোত্তমঃ।
তারাচন্দ্রানুকুল্যেতু, সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥
গ্রহাণামপি সর্ব্বেষাং তদ্বিশুদ্ধৌ বিশুদ্ধতা।

অস্যার্থঃ। কৃষ্ণপক্ষে যাত্রা করিতে হইলে নক্ষত্রশুদ্ধি পূর্ব্বক যাত্রা করিলে সকল কর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়। শুক্ল পক্ষে যাত্রা করিতে হইলে চন্দ্রশুদ্ধি পূর্ব্বক যাত্রা হইলে সর্ব্বকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যেহেতু তারা ও চন্দ্র শুদ্ধি হইলে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন কোন গ্রহ থাকিলেও তাঁহার পবিত্রতা জন্মাইয়া সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করেন।

কৃষ্ণ পক্ষে পঞ্চমী তিথির পর চন্দ্রশুদ্ধি হইলে বিশেষ ফলদায়ক হয় না। সেস্থলে নক্ষত্র শুদ্ধির প্রয়োজন। চন্দ্র ও তারা উভয় শুদ্ধিতে ফলাধিক্য।

শুক্লপক্ষে পঞ্চমীতিথির পূর্ব্ব চন্দ্র-শুদ্ধিতে ফলদায়ক হয় না; সে স্থলে নক্ষত্র শুদ্ধির প্রয়োজন। এই বিচারে যাত্রাদি শুভানুষ্ঠান বৈধ।

উপদেশ; যথা—পঞ্জিকা-দর্শন সোপান না জানিলে অর্থাৎ পঞ্জিকা দেখার কৌশল শিক্ষা না থাকিলে কদাপি পঞ্জিকা দেখিতে শক্তিশালী হইতে পারেন না।—নিতান্ত নির্ব্বোধ (মূঢ়) না হইলে আধুনিক চলিত মুদ্রিত পঞ্জিকার লেখা মত শুভ দিনে যাত্রা করিয়া বিপন্ন হয় না। এই সকল উপদেশে যাঁহার অবিশ্বাস জন্মাইবে; তিনি যেন বিপদ্ বা বধ নক্ষত্রে যাত্রা করিয়া ফলাফল অনুমান করেন। যদি ঐ দিনে লগ্নশুদ্ধি, চন্দ্রশুদ্ধি না থাকে আর বধ বিপদ্ ইত্যাদি অপবিত্র নক্ষত্রে গমন হয়, তাহা হইলে বিলক্ষণ চৈতন্য লাভের সম্ভব।

ইতি নক্ষত্রশুদ্ধি-বিচারঃ পরিসমাপ্তঃ।

অথ বারশুদ্ধিনিরূপণং কথয়ামি।

রবিঃ সোমো মঙ্গলশ্চ বুধো জীবঃ সিতঃ শনিঃ।
এতেষাং নামতো বারাঃ সপ্তৈব কথিতাঃ পুরা॥

রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি;—এই সাতটী বার নামে অভিহিত হইয়াছে।

উদয়াদোদয়াদ্ ভানোর্ভৌমিঃ সাবনবাসর ইতি।

সূর্য্যের উদয় হইতে অপর উদয়ের পূর্ব্ব সময় অবধি একটী সাবন দিন হয়।

শুক্রেন্দু বুধ-জীবানাং, বারাঃ সর্ব্বত্র শোভনাঃ।
ভানু-ভূসুত-মন্দানাং, শুভকর্ম্মসু কেম্বপি॥

শুক্র, সোম, বুধ ও বৃহস্পতি;—এই চারি বার, সকল

কার্য্যে শুভ হয় এবং কার্য্যবিশেষে রবি মঙ্গল ও শনি এই তিনবারও প্রশস্ত ; ইহা যাত্রাবিষয়ে শুভ হয় না ; কিন্তু এই বারত্রয়ে সিদ্ধি যোগ বা অমৃত যোগাদি মিলিত হইলে উত্তম হইতে পারে।

বারবেলা কথনং।

রবৌ বর্জ্যং চতুঃ পঞ্চ, সোমে সপ্তদ্বয়ং তথা।
কুজে ষষ্ঠং দ্বয়ঞ্চৈব, বুধে বাণং তৃতীয়কং॥
গুরৌ সপ্তাষ্টকঞ্চৈব, ত্রি-চত্বারি চ ভার্গবে।
শনাবাদ্যং তথাচান্ত্যং, ষষ্ঠঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ।

দিবাকে ৮ ভাগ করিয়া তাহার চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগকে রবিবারের বারবেলা কহে ; সোমবারে সপ্তম আর দ্বিতীয় ভাগকে বারবেলা কহে ; মঙ্গলবারে ষষ্ঠ আর দ্বিতীয় ভাগকে বারবেলা কহে। বুধবারে পঞ্চম ও তৃতীয় ভাগকে বারবেলা কহে ; বৃহস্পাতিবারে সপ্তম ও অষ্টম ভাগকে বারবেলা কহে ; শুক্রবারে তৃতীয় ভাগ ও চতুর্থ ভাগকে বারবেলা কহে ; শনিবারে প্রথম-ভাগ, ষষ্ঠ-ভাগ ও শেষ-ভাগ অর্থাৎ অষ্টম ভাগকে বারবেলা কহে ; এই বারবেলায় যাত্রা বা কোন শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। যদি কেহ করেন ; তাহা হইলে সুজাতকের পক্ষে প্রায় অশুভ ঘটনা হইয়া থাকে।

যাত্রায়াং শুভানুষ্ঠানেচ বারবেলা কালবেলাচ নিষিদ্ধা।

তৎ প্রমাণং বর্ণয়ামি।

যাত্রায়াং মরণংকালে, বৈধব্যং পাণি-পীড়নে।
ব্রতে ব্রহ্মবধঃ প্রোক্তঃ, সর্ব্ব-কর্ম্মসু তং ত্যজেৎ॥

অস্য মর্ম্মার্থো যথা ;—পূর্ব্ব-বচনোক্ত বারবেলা এবং কালরাত্রিতে যাত্রাদি করিলে মৃত্যু সম্ভব, বিবাহে বৈধব্য সম্ভব, উপনয়নাদি-ব্রতে ব্রহ্মবধ-জন্য দুর্ভাগ্য-সদৃশ দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে ; অতএব সকল কর্ম্মেতেই বারবেলা এবং কালরাত্রি বর্জ্জন করিয়া কার্য্য করিবেন। ইহাই শাস্ত্রের মত।

কালরাত্রি কথনং।

রবৌ ষষ্ঠং বিধৌ বেদং, কুজবারে দ্বিতীয়কং।
বুধে সপ্ত গুরৌ পঞ্চ, ভৃগুবারে তৃতীয়কং।
শানাবাদ্যং তথাচান্ত্যং, রাত্রৌ কালং বিবর্জ্জয়েৎ।

অস্য মর্ম্মার্থো যথা ; নিশাভাগকে ৮ ভাগ করিয়া এক এক ভাগের নাম যামার্দ্ধ।

রবিবারের রাত্রির ঐ ৮ ভাগের মধ্যে ষষ্ঠ ভাগ, সোমবারে রাত্রির চতুর্থ ভাগ, মঙ্গলবারে রাত্রির দ্বিতীয় ভাগ, বুধবারে রাত্রির সপ্তম ভাগ, বৃহস্পতিবারে রাত্রির পঞ্চম ভাগ, শুক্রবারে রাত্রির তৃতীয় ভাগ, শনিবারে রাত্রির আদ্য ভাগ ও অন্ত্যভাগ, এই সকল বারে রাত্রির ঐ ঐ ভাগ সমূহকে কালরাত্রি কহে।

এই কালরাত্রিতে যাত্রা, বিবাহ বা ব্রতাদি কোন শুভকর্ম্ম করিবে না। যাত্রায় মৃত্যু, বিবাহে বিধবা, অন্যান্য কর্ম্মে ব্রহ্ম-হত্যা জন্য পাপ-সদৃশ পাপ হইয়া থাকে।

সামান্যাকারে খোনা-মতে দিক্‌শূল বর্ণনা।

সোমঃ শনৈশ্চরঃ পূর্ব্বে বাধে ;
শুক্রাদিত্যশ্চ পশ্চিমে রোধে।
কুজে বুধে উত্তরে বিরুদ্ধে ;
একো বৃহস্পতি দক্ষিণে বাধে।
কেষাঞ্চিন্মতে একো বৃহস্পতিঃ কোণে বাধে।

সোমবারে আর শনিবারে পূর্ব্বাভিমুখে দিক্‌শূল ; অতএব পূর্ব্বদিকে সোম ও শনিবারে যাত্রা নিষেধ। শুক্রবারে এবং রবিবারে পশ্চিমদিকে দিকশূল, এজন্য শুক্র ও রবিবারে পশ্চিমে যাত্রা নিষিদ্ধ। মঙ্গলবারে ও বুধবারে উত্তরমুখে দিকশূল, এজন্য মঙ্গল ও বুধবারে উত্তরে যাত্রা বিরুদ্ধ। বৃহস্পতিবারে দক্ষিণে দিকশূল, এজন্য বৃহস্পতিবারে দক্ষিণে যাত্রা অমঙ্গলকরী। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৃহস্পতি-বারে,কোন কোণে-ই অর্থাৎ ঈশান কোণ, অগ্নি কোণ, নৈঋতি কোণ ও বায়ুকোণ ; এই চতুর্বিধ কোন মধ্যে কোন কোণে-ই যাত্রা করিবে না। যেহেতু চারি কোণেই বৃহস্পতিবারে দিকশূল বলিয়া বর্ণনা করেন।

ইতি খোণামতে দিক্‌শূল নিরূপণং।

তিথীনাং নামানি।

১ শুক্লা প্রতিপৎ, ২ শুক্লা দ্বিতীয়া, ৩ শুক্লা তৃতীয়া, ৪ শুক্লা চতুর্থী, ৫ শুক্লা পঞ্চমী, ৬ শুক্লা ষষ্ঠী, ৭ শুক্লা সপ্তমী, ৮ শুক্লা অষ্টমী, ৯ শুক্লা নবমী, ১০ শুক্লা দশমী, ১১ শুক্লা

একাদশী, ১২ শুক্লা দ্বাদশী, ১৩ শুক্লা ত্রয়োদশী, ১৪ শুক্লা চতুর্দ্দশী, ১৫ পৌর্ণমাসী অর্থাৎ পূর্ণিমা।

১৬ কৃষ্ণা প্রতিপৎ, ১৭ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ১৮ কৃষ্ণা তৃতীয়া, ১৯ কৃষ্ণা চতুর্থী, ২০ কৃষ্ণা পঞ্চমী, ২১ কৃষ্ণা ষষ্ঠী, ২২ কৃষ্ণা সপ্তমী, ২৩ কৃষ্ণা অষ্টমী, ২৪ কৃষ্ণা নবমী, ২৫ কৃষ্ণা দশমী, ২৬ কৃষ্ণা একাদশী, ২৭ কৃষ্ণা দ্বাদশী, ২৮ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, ২৯ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, ৩০ অমাবস্যা।

অথ যাত্রায়াং শুভাশুভ-তিথিং নিরূপয়ামি এবং তিথি বিশেষে যাত্রায়াং ফলবিশেষং ব্রবীমি চ। যথা—

অজাত-চন্দ্রাপ্রতিপৎ তিথির্যা, সা সর্ব্বদা সিদ্ধিকরী ন পুংসাং।
কলোনচন্দ্রা প্রতিপৎ তিথির্যা, সা সর্ব্বদা সিদ্ধিকরী নিযুক্তা॥
প্রতিপৎ স্থ প্রযাতানাং, সিদ্ধিরেব ন সংশয়ঃ।
দ্বিতীয়ায়াং শুভঃ পন্থা, স্তৃতীয়ায়াং ধনাগমঃ।
বধ-বন্ধন সংক্লেশং, চতুর্থ্যাং নাত্র সংশয়ঃ।
পঞ্চম্যামীপ্সিতার্থঃ স্যাৎ, ষষ্ঠ্যাং কার্য্য-বিনাশনং।
সপ্তম্যামর্থলাভঃ স্যা, দষ্টম্যাং চিত্ত-পীড়নং।
নবম্যাং মৃত্যু-সংযোগান্, ন গন্তব্যং কদাচন।
দশম্যাং ভূমিলাভঃ স্যা, দেকাদশ্যামরোগিতা।
দ্বাদশ্যাং নিষ্ফলা যাত্রা, সর্ব্বসিদ্ধা ত্রয়োদশী।
কৃষ্ণা বা যদি বা শুক্লা, বর্জ্জনীয়া চতুর্দ্দশী।
পক্ষান্তে নিষ্ফলা যাত্রা, মাসান্তে মরণং ধ্রুবং॥

১। অস্যার্থঃ। পুরুষের পক্ষে কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপৎ তিথির যাত্রা কদাপি হিতকরী নহে; কিন্তু শুক্ল পক্ষের প্রতিপৎ-তিথির যাত্রা সর্ব্বদা কার্য্যদায়িনী হইয়া থাকে।

২। দ্বিতীয়া তিথির যাত্রা হইলে পথিমধ্যে শুভ ফল হয়।

৩। তৃতীয়া তিথিতে যাত্রা করিলে ধনাগম সম্ভব।

৪। চতুর্থী তিথির যাত্রা হইলে বিনাশ ও বন্ধন ভয় সম্বন্ধীয় ক্লেশ সম্ভব।

৫। পঞ্চমীতে যাত্রা করিলে অভিলষিত বস্তুর লাভ সম্ভব।

৬। ষষ্ঠী তিথিতে যাত্রা হইলে কার্য্যধ্বংস হইয়া থাকে।

৭। সপ্তমীতে গমন করিলে অর্থ লাভ সম্ভব।

৮। অষ্টমী তিথিতে যাত্রা হইলে মনঃক্লেশ হইয়া থাকে।

৯। নবমী তিথিতে যাত্রা করিলে মৃত্যুপর্য্যন্ত সঙ্গত।

১০। দশমীতে যাত্রা হইলে ভূমি-লাভাদির আশা।

১১। একাদশীতে গমন করিলে নীরুগ্ন থাকিবার সম্ভব।

১২। দ্বাদশীর যাত্রা নিষ্ফলা হইয়া থাকে।

১৩। ত্রয়োদশীর যাত্রা হইলে সকল কার্য্যে শুভ ফল হয়।

১৪। চতুর্দ্দশী তিথিতে যাত্রা করিলে অশুভ ফল হয়।

১৫। পূর্ণিমার যাত্রা নিষ্ফলা।

১৬। অমাবস্যায় যাত্রা হইলে মরণ পর্য্যন্ত সম্ভব।

অমাবস্যানিরূপণং।

সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যঃ পরঃ সন্নিকর্ষঃ সাঽমাবস্যা ইতি।

যেকালে সূর্য্য এবং চন্দ্র এক রাশিতে অবস্থান করেন; অর্থাৎ সূর্য্যগ্রহ উপরি বাস করেন; আর চন্দ্র নিম্নে সমভাবে অবস্থিতি করেন। সেই সময়ের নাম অমাবস্যা; সেই দিনে চন্দ্র-গ্রহ, সূর্য্য-কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন থাকেন বলিয়া সেই

হেতুক এতদ্দেশে সেই অমাবস্থার রাত্রি অতিশয় অন্ধকারময়ী হইয়া থাকে।

কতিপয় অযাত্রিক দিন বর্ণনা।

ষষ্ঠ্যষ্টমী দ্বাদশীষু, ন গচ্ছেৎ ত্রি-দিনস্পৃশি।
পূর্ণিমা প্রতিপদ্দর্শ, রিক্তাহবম-দিনেষু চ॥
তথা যম-দ্বিতীয়ায়াং, যাত্রায়াং মরণং ধ্রুবং।
বিহায় বিষ-রৌদ্রাণি, বিষ্টিং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ॥

অস্য মর্ম্মার্থো যথা ;—

ষষ্ঠী অষ্টমী দ্বাদশী; এই তিন তিথিতে, ত্রিস্পর্শ দিনে অর্থাৎ পঞ্জিকায় যে দিনকে ত্র্যহঃস্পর্শ বলে, সেই দিনে; পূর্ণিমা প্রতিপৎ ও দর্শ অর্থাৎ অমাবস্থা এই তিন তিথিতে, রিক্তা তিথিতে অর্থাৎ চতুর্থী নবমী চতুর্দ্দশী তিথিতে, অবম-দোষ যুক্ত দিনে অর্থাৎ যে দিনে দুই তিথির ক্ষয় হইয়াছে, সেই দিনে, আর যমদ্বিতীয়া অর্থাৎ ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া তিথিতে যাত্রা করিলে নিশ্চয় মরণ বা মরণ-সদৃশ ক্লেশ হইয়া থাকে। বিষদোষ যুক্ত দিনে, রৌদ্র নক্ষত্র দিনে অর্থাৎ পূর্ব্বফল্গুনী পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ মঘা এবং ভরণী,—এই পঞ্চবিধ নক্ষত্র যুক্ত দিনে এবং বিষ্টিভদ্রাদোষ যুক্ত দিনে যাত্রা নিষেধ; যেহেতু ইহাতেও যাত্রা করিলে মৃত্যু বা মৃত্যু-সদৃশ ফল প্রাপ্তি সম্ভব।

সৎকৃত্যমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে "উগ্রঃ পূর্ব্ব-মঘান্তকাঃ" ইত্যাদি বচনে "পূর্ব্ব" শব্দে পূর্ব্বফল্গুনী পূর্ব্বাষাঢ়া পূর্ব্বভাদ্রপদ এই তিন নক্ষত্রকে লক্ষ করিয়াছেন। মঘা শব্দে মঘা নক্ষত্রের জ্ঞান হয়। অন্তক শব্দে ভরণী নক্ষত্রের জ্ঞান হইয়া

থাকে ; এই পঞ্চবিধ নক্ষত্রকে শাস্ত্রকারগণ উগ্র বা রুদ্র নাম প্রদান করিয়া, উগ্র বা রুদ্র শব্দ উল্লেখ দ্বারা এই পঞ্চবিধ নক্ষত্র লাভ করিয়া থাকেন।

পূর্ণিমা নিরূপণং।

সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যঃ পরো বিপ্রকর্ষঃ সা পৌর্ণমাসীতি।

যে সময়ে সূর্য্য ও চন্দ্রমার পরম বিয়োগ অর্থাৎ সপ্তম রাশিতে চন্দ্র অবস্থান করিতে থাকেন ; সেই সময়ের নাম পৌর্ণমাসী।

তিথীনাং বিশেষ নামানি।

প্রতিপদেকাদশী ষষ্ঠী, নন্দাজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।
দ্বিতীয়া দ্বাদশীচৈব, ভদ্রা প্রোক্তাচ সপ্তমী॥
ত্রয়োদশ্যষ্টমী চৈব, তৃতীয়াচ তথা জয়া।
চতুর্থী নবমী চৈব, রিক্তা চতুর্দ্দশী তথা॥
পঞ্চমী দশমী চৈব, অমাবস্যাচ পূর্ণিমা।
পূর্ণা হি তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ, সর্ব্বদাচ মনীষিভিঃ॥

অস্যার্থঃ। প্রতিপৎ, একাদশী ও ষষ্ঠী, এই তিন তিথি নন্দা নামে অভিহিত হয়। দ্বিতীয়া, দ্বাদশী ও সপ্তমী এই তিন তিথিকে ভদ্রা কহে। ত্রয়োদশী, অষ্টমী ও তৃতীয়া এই তিন তিথিকে জয়া বলিয়া অভিহিত করেন। চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী, এই তিন তিথি রিক্তা নামে অভিহিত হইয়াছে। পঞ্চমী, দশমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই চারি তিথি পূর্ণা তিথি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অন্যং অর্থাৎ অন্যপ্রকারেণোক্তং। যথা;—

নন্দা ভদ্রা জয়া রিক্তা পূর্ণাঃ প্রতিপদঃ ক্রমাৎ ইতি।

অস্যার্থঃ। প্রতিপৎ হইতে পঞ্চদশ তিথির নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা সংজ্ঞা হয়। তন্মধ্যে প্রতিপৎ, একাদশী, ষষ্ঠী এই তিন তিথি নন্দা সংজ্ঞা হইয়া থাকে। দ্বিতীয়া, দ্বাদশী, সপ্তমী এই তিন তিথি ভদ্রা সংজ্ঞা হয়। তৃতীয়া, ত্রয়োদশী, অষ্টমী এই তিন তিথি জয়া সংজ্ঞা হয়। চতুর্থী, চতুর্দ্দশী, নবমী এই তিন তিথি রিক্তা সংজ্ঞা হয়। পঞ্চমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও দশমী; এই চারি তিথি পূর্ণা নামে কথিত হইয়া থাকে।

এই পঞ্চদশ তিথির মধ্যে নন্দা অর্থাৎ প্রতিপৎ, ষষ্ঠী, একাদশী; এই তিন তিথির মধ্যে প্রতিপৎ ও একাদশী এই দুই তিথি যাত্রা বিষয়ে হিতকরী। ষষ্ঠী অগ্রাহ্য যেহেতু দোষান্বিতা। প্রতিপদের মধ্যে অমার পি অর্থাৎ কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপৎ যাত্রার্থ পরিগণিত নহে।

ভদ্রা অর্থাৎ দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী; এই তিন তিথি-ই যাত্রা বিষয়ে নিন্দনীয়া। তবে ইহাতে সিদ্ধিযোগ, অমৃতযোগ বা নক্ষত্রামৃতযোগ ইত্যাদি কোন যোগ হইলে শুভকরী হইতে পারে।

জয়া অর্থাৎ তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী; এই তিন তিথি মধ্যে অষ্টমী ভিন্ন তৃতীয়া ত্রয়োদশী যাত্রা বিষয়ে হিতদায়িনী হইয়া থাকে; কিন্তু যোগিনীর দৃষ্টি ও দিক্‌শূল দোষ যে দিকে থাকিবে, সেই দিকে কোন তিথিতেই যাত্রা হইবে না।

অষ্টমী ও ষষ্ঠী তিথির দোষকথন "ষষ্ঠ্যষ্টমী দ্বাদশীষু" ইত্যাদি বচনে ১৫ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

রিক্তা অর্থাৎ চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী ; এই তিন তিথি দেবী পূজাদি ভিন্ন যাত্রা বা অন্যান্য কোন শুভকার্য্যে অগণ্য। "ন রিক্তা সর্ব্বকর্ম্মসু" ইত্যাদি প্রমাণ-বশতঃ রিক্তা তিথিতে কোন কার্য্য করিবে না। তবে সিদ্ধিযোগ ইত্যাদি, যদি কোন যোগ বিশেষ উপস্থিত থাকে, তাহা হইলে যাত্রা ইত্যাদি শুভ কার্য্য হইতে পারে।

পূর্ণা অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী ও পূর্ণিমা বা অমাবস্যা এই চারি তিথির নাম পূর্ণা ; ইহার মধ্যে পঞ্চমী ও দশমী যাত্রার্থ অতি-প্রশস্ত ; তদ্দিনে দিকৃশূল এবং যোগিনীর দৃষ্টিপাতের দিক ও বারবেলা পরিত্যাগ বৈধ।

অথ সিদ্ধিযোগ কথনং।

শুক্রে নন্দা বুধে ভদ্রা, শনৌ রিক্তা কুজে জয়া।
গুরৌ পূর্ণাচ সংযুক্তা, সিদ্ধিযোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

"শুক্রে নন্দা" শুক্রবারে নন্দাতিথি হইলে অর্থাৎ প্রতিপৎ, ষষ্ঠী বা একাদশী তিথি হইলে, কিম্বা "বুধে ভদ্রা" বুধবারে ভদ্রা তিথি হইলে অর্থাৎ দ্বিতীয়া, সপ্তমী বা দ্বাদশী তিথি হইলে, কিম্বা "শনৌ রিক্তা" শনিবারে রিক্তা তিথি হইলে অর্থাৎ চতুর্থী, নবমী বা চতুর্দ্দশী তিথি হইলে, কিম্বা "কুজে জয়া" মঙ্গলবারে জয়া তিথি হইলে অর্থাৎ মঙ্গলবারে তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী তিথি হইলে, কিম্বা "গুরৌ পূর্ণাচ সংযুক্তা" বৃহস্পতিবারে পূর্ণা-তিথি হইলে অর্থাৎ পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথি হইলে সিদ্ধিযোগ হইয়া থাকে।

এই সিদ্ধিযোগের উপরি নির্ভর করিয়া যাত্রা করিলে সকল দোষ খণ্ডন হইতে পারে। ইহাতে সংশয়মাত্র নাই। তবে বারবেলা বা দিক্‌শূল ও যোগিনীর দিক্‌ত্যাগ করা অবশ্য বৈধ।

তিথ্যমৃতযোগ কথনং।

চন্দ্রার্কয়োর্ভবেৎ পূর্ণা, কুজে ভদ্রা জয়া গুরৌ।
বুধমন্দৌ চ নন্দায়াং, শুক্রে রিক্তাঽমৃতাতিথিঃ॥

সোম ও রবিবারে পূর্ণা তিথি হইলে অর্থাৎ পঞ্চমী দশমী পূর্ণিমা বা অমাবস্যা উপস্থিত হইলে, কিম্বা মঙ্গলবারে ভদ্রা তিথি হইলে অর্থাৎ দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথি উপস্থিত হইলে, কিম্বা বৃহস্পতিবারে জয়া তিথি হইলে অর্থাৎ তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী তিথি উপস্থিত হইলে, কিম্বা বুধবারে আর শনিবারে নন্দা তিথি হইলে অর্থাৎ প্রতিপৎ, ষষ্ঠী একাদশী তিথি উপস্থিত হইলে, কিম্বা শুক্রে রিক্তা তিথি হইলে অর্থাৎ শুক্রবারে চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথি উপস্থিত হইলে তিথ্যমৃতযোগ হইয়া থাকে।

এই তিথ্যমৃত-যোগে যাত্রা হইলে অপরাপর দোষ বিদ্যমান্ থাকিলেও অনিষ্টকরী যাত্রা হইবে না।

নক্ষত্রাণাং পূজ্যদেব (সংজ্ঞা) কথনং।

অশ্বি যম দহন কমলজ শশি শূলভৃৎ অদিতি জীব ফণি পিতরঃ।
যোন্যর্যমা দিনকৃৎ তষ্টৃ পবন শক্রাগ্নিমিত্রাঃ॥
শক্রো নিঋতি স্তোয়ং বিশ্ব বিরিঞ্চি হরির্বসুর্বরুণঃ,
অজপদোঽহির্ব্রধ্নঃ পূষা চেতীশ্বরা ভানাং॥

অস্ত মর্ম্মার্থো যথা—

১। অশ্বিনী নক্ষত্রের অধীশ্বর অশ্বি।
২। ভরণী নক্ষত্রের দেবতা যম।
৩। কৃত্তিকা নক্ষত্রের দেবতা অগ্নি (দহন)।
৪। রোহিণী নক্ষত্রের অধিপতি ব্রহ্মা।
৫। মৃগশিরা নক্ষত্রের অভীষ্টদেব্ চন্দ্র।
৬। আর্দ্রা নক্ষত্রের দেব শূলধারী মহাদেব।
৭। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের দেবতা অদিতি।
৮। পুষ্যা নক্ষত্রের দেবতা বৃহস্পতি।
৯। অশ্লেষা নক্ষত্রের দেব ফণি (অনন্ত)।

—o—

১০। মঘা নক্ষত্রের দেব পিতৃগণ।
১১। পূর্ব্ব ফল্গুনী নক্ষত্রের দেবতা যোনি।
১২। উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রের দেবতা অর্য্যমা (সূর্য্য)।
১৩। হস্তা নক্ষত্রের অধিপতি দিবাকর (দিনকৃৎ)।
১৪। চিত্রা নক্ষত্রের দেব তস্টৃ বা তস্টা (বিশ্বকর্ম্মা)।
১৫। স্বাতি নক্ষত্রের উপাস্যদেব পবন।
১৬। বিশাখা নক্ষত্রের পূজ্যদেব শক্রাগ্নি।
১৭। অনুরাধা নক্ষত্রের অধিপতি মৈত্রদেব।
১৮। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের দেবতা ইন্দ্র।

—o—

১৯। মূলা নক্ষত্রের অধিপতি নিঋতি।
২০। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের দেব তোয়।
২১। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের অধীশ্বর বিশ্ববিরিঞ্চি।

২২। শ্রবণা নক্ষত্রের দেবতা হরি।

২৩। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের দেবতা বসু।

২৪। শতভিষা নক্ষত্রের উপাস্য বরুণ।

২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের দেব অজপদ।

২৬। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের পূজ্য অহির্ব্রধ্ন।

২৭। রেবতী নক্ষত্রের অধিপতি পূষা (সূর্য্য)।

এই সপ্তবিংশতি (২৭) নক্ষত্রের সপ্ত বিংশতি (২৭) দেবতা। ইহা বিশেষ রূপে না জানিলে নক্ষত্রামৃত যোগ বা ত্র্যমৃতযোগের সংস্কৃত বচনাদি হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ হইবে। সুতরাং জ্ঞাতব্য।

নক্ষত্রগণ নিরূপণং।

উগ্রঃ পূর্ব্বমঘান্তকা ধ্রুবগণ স্ত্রীণ্যুত্তরাণিস্বভূ,
র্বাতাদিত্য হরিত্রয়ং চরগণঃ পুষ্যাশ্বিহস্তালঘুঃ।
চিত্রামিত্রমৃগান্ত্যভং মৃদুগণস্তীক্ষ্ণোঽহিরুদ্রেন্দ্রযুক্,
মিশ্রোঽগ্নিঃ সবিশাখভঃ শুভকরাঃ সর্ব্বে স্বকৃত্যে গণাঃ॥

অস্য মর্ম্মার্থঃ ;—উগ্রগণং ব্রবীমি। যথা ;—

১১ পূর্ব্বফল্গুনী, ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ, ১০ মঘা, ২ ভরণী এই পঞ্চ নক্ষত্র উগ্র নামে অভিহিত হইয়াছে।

ধ্রুবগণো যথা ;—ধ্রুবশব্দে যে যে নক্ষত্রের জ্ঞান হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে। ১২ উত্তরফল্গুনী, ২১ উত্তরাষাঢ়া, ২৬ উত্তরভাদ্রপদ, ৪ রোহিণী, এই চতুর্ব্বিধ নক্ষত্রের নাম ধ্রুব ; এই হেতুক ধ্রুবশব্দে বা ধ্রুবগণ শব্দে এই চারি নক্ষত্রের জ্ঞান হইয়া থাকে।

চরগণো যথা,—শাস্ত্রকারগণ চরশব্দে যে যে নক্ষত্র ধরিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন; তাহা কথিত হইতেছে। ১৫ স্বাতি, ৭ পুনর্ব্বসু, ২২ শ্রবণা, ২৩ ধনিষ্ঠা ও ২৪ শতভিষা এই পঞ্চ নক্ষত্রকে চরগণ কহে।

লঘুগণো যথা ;—লঘু শব্দে জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে যে নক্ষত্রের জ্ঞান করিতে হয়। তাহা বর্ণিত হইতেছে। ৮ পুষ্যা, ১ অশ্বিনী, ১৩ হস্তা এই তিন নক্ষত্রের নাম লঘু।

মৃদুগণো যথা ;—মৃদু শব্দে যে যে নক্ষত্র গ্রহণ করিতে হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে। ১৪ চিত্রা, ১৭ অনুরাধা, ৫ মৃগশিরা ও ২৭ রেবতী এই চারি নক্ষত্রকে মৃদু বলিয়া জ্যোতিষে উল্লেখ করিয়া থাকেন। সুতরাং ইহার নাম মৃদুগণ।

তীক্ষ্ণগণো যথা ;—জ্যোতিষশাস্ত্রে ৯ অশ্লেষা, ৬ আর্দ্রা, ১৮ জ্যেষ্ঠা, ১৯ মূলা—এই চারি নক্ষত্রকে তীক্ষ্ণগণ কহে।

মিশ্রগণো যথা ;—জ্যোতিষে মিশ্র শব্দে যে যে নক্ষত্র গ্রহণীয় ; তাহা বর্ণিত হইতেছে। ৩ কৃত্তিকা আর ১৬ বিশাখা এই দুই নক্ষত্রের নাম মিশ্র কহে।

"শুভকরাঃ সর্ব্বে স্ব-কৃত্যে গণাঃ"

অস্য মর্ম্মার্থং কথয়ামি যথা ;—সর্ব্বে গণাঃ
স্ব-কৃত্যে স্ব-স্ব-কর্ম্মণি শুভকরা ভবন্তীত্যর্থঃ।

পূর্ব্বোক্ত উগ্রগণ, ধ্রুবগণ, চরগণ, লঘুগণ, মৃদুগণ, তীক্ষ্ণ-গণ ও মিশ্রগণ এই সপ্তগণোল্লিখিত নক্ষত্র সমূহ স্বীয় স্বীয় শক্তিপ্রকাশে শুভ হইয়া থাকে অর্থাৎ যে নক্ষত্র শুভফল-

দাতা, তিনি শুভফল প্রদানে সমর্থ, আর যে নক্ষত্র অশুভ-ফলদাতা, তিনি অশুভ ফলপ্রদানে সমর্থ হইয়া থাকেন।

"অশ্বি যম দহন ইত্যাদি" আর "উগ্রঃ পূর্ব্ব-মঘান্তকা ইত্যাদি" এই বচনদ্বয় বিশেষরূপে শিক্ষা না হইলে নক্ষত্রা-মৃতযোগ বা ত্র্যমৃতযোগাদির সংস্কৃত বচন ব্যাখ্যা করিতে কেহ সমর্থ হইবেন না; সেই হেতুক বিশেষ করিয়া লিখিতে হইল। আর এই দুই বচন পণ্ডিতগণের সতত প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহার অর্থও অতি দুরূহ। যথা সাধ্য সরল করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির দৃশ্যও বিবেচ্য।

অথ নক্ষত্রামৃত যোগ কথনং।

ধ্রুব গুরু করমূলা পৌষ্ণ-ভান্যর্কবারে,
হরিযুগ বিধিযুগ্মে ফল্গুনী ভাদ্রযুগ্মে।
দিবসকর-তুরঙ্গৌ শর্ব্বরীনাথ বারে,
গুরুযুগনলবাতোপান্ত্যপৌষ্ণানি কৌজে।
দহনবিধিশতাখ্যা মৈত্রভং সৌম্যবারে,
মরুদদিতিভ-পুষ্যা মৈত্রভং জীববারে।
ভগযুগহজযুগহশ্বো বিষ্ণু-মৈত্রে সিতাহে,
শ্বসন-কমলযোনিঃ সৌরিবারেঽমৃতানি॥

অত্র বচনোক্ত ধ্রুব শব্দে ১২ উত্তরফল্গুনী, ২১ উত্তরাষাঢ়া, ২৬ উত্তরভাদ্রপদ ও ৪ রোহিণী—এই চতুর্বিধ নক্ষত্রের জ্ঞান হইবে; অতএব এই চারি নক্ষত্র আর গুরুশব্দে ৮ পুষ্যা, করশব্দে ১৩ হস্তা, মূলা শব্দে ১৯ মূলা, পৌষ্ণ শব্দে ২৭ রেবতী নক্ষত্রের জ্ঞান হইবে। এই ৮ নক্ষত্রের মধ্যে যে কোন নক্ষত্র ভান্যর্কবারে অর্থাৎ রবিবারে হইলে;—

হরিযুগশব্দে ২২ শ্রবণা ও ২৩ ধনিষ্ঠা, বিধিযুগ্ম শব্দে ৪ রোহিণী ও ৫ মৃগশিরা; ফল্গুনী শব্দে ১১ পূর্ব্বফল্গুনী ও ১২ উত্তরফল্গুনী, ভাদ্রযুগ্ম-শব্দে ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ ও ২৬ উত্তরভাদ্রপদ; দিবস কর-শব্দে ১৩ হস্তা; তুরঙ্গ শব্দে ১ অশ্বিনী; শর্ব্বরী নাথবারে অর্থাৎ সোমবারে এই দশ নক্ষত্রের মধ্যে যে কোন নক্ষত্র উপস্থিত হইলে;—

গুরু যুগ শব্দে ৮ পুষ্যা ও ৯ অশ্লেষা; অনল শব্দে ৩ কৃত্তিকা; বাত শব্দে ১৫ স্বাতি; উপান্ত্যপৌষ্ণ শব্দে ২৬ উত্তরভাদ্রপদ ও ২৭ রেবতী এই ছয় নক্ষত্র মধ্যে কোন নক্ষত্র কৌজে অর্থাৎ মঙ্গলবারে হইলে;—

দহন শব্দে ৩ কৃত্তিকা; বিধি শব্দে ৪ রোহিণী; শতাখ্যা শব্দে ২৪ শতভিষা; মৈত্র-শব্দে ১৭ অনুরাধা; সৌম্যবারে অর্থাৎ বুধবারে এই চারি নক্ষত্রের মধ্যে কোন নক্ষত্র উপস্থিত হইলে;—

মরুৎ শব্দে ১৫ স্বাতি; অদিতিভ-শব্দে ৭ পুনর্ব্বসু; পুষ্যা-শব্দে ৮ পুষ্যা; মৈত্রভ-শব্দে ১৭ অনুরাধা এই চারি নক্ষত্র জীববারে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে উপস্থিত হইলে;—

সিতাহে অর্থাৎ শুক্রবারে, ভগযুগ শব্দে ১১ পূর্ব্বফল্গুনী ও ১২ উত্তরফল্গুনী; অজযুগ শব্দে ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ ও ২৬ উত্তর-ভাদ্রপদ, অশ্ব-শব্দে ১ অশ্বিনী; বিষ্ণু শব্দে ২২ শ্রবণা; মৈত্র শব্দে ১৭ অনুরাধা এই সপ্ত নক্ষত্র উপস্থিত হইলে;—

সৌরিবারে অর্থাৎ শনিবারে শ্বসন শব্দে ১৫ স্বাতি নক্ষত্র; কমলযোনি শব্দে ৪ রোহিণী এই দুই নক্ষত্র উপস্থিত হইলে;—

"অমৃতানি ভবন্তীতি" অর্থাৎ অমৃত যোগ হয়। এই যোগ, নক্ষত্র দ্বারা অমৃত সদৃশ হয় বলিয়া শাস্ত্রকারগণ ইহাকেই নক্ষত্রামৃত যোগ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

প্রকারান্তরে নক্ষত্রামৃতযোগ কথনং।

রবিবারে ;—উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, হস্তা, মূলা, রেবতী (১২।২১ ২৬।৪।৮।১৩। ১৯।২৭) এই কয়েকটী (৮টী) নক্ষত্র উপস্থিত হইলে ;—

সোমবারে ;—শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মৃগশিরা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, হস্তা ও অশ্বিনী (অর্থাৎ সোমবারে ২২।২৩।৪।৫।১১।১২।২৫।২৬।১৩।১) এই ১০টী নক্ষত্র উপস্থিত হইলে ;—

মঙ্গলবারে ;—পুষ্যা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, স্বাতি, উত্তরভাদ্রপদ, ও রেবতী (অর্থাৎ ৮।৯।৩।১৫।২৬।২৭) এই ছয়টী (৬) নক্ষত্র উপস্থিত হইলে ;—

বুধবারে—কৃত্তিকা, রোহিণী, শতভিষা, অনুরাধা (অর্থাৎ ৩।৪।২৪।১৭) এই চারি (৪) নক্ষত্র উপস্থিত হইলে ;—

বৃহস্পতিবারে স্বাতি, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা ও অনুরাধা (অর্থাৎ ১৫।৭।৮।১৭) এই ৪ চারি নক্ষত্র উপস্থিত হইলে ;—

শুক্রবারে পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, অশ্বিনী, শ্রবণা ও অনুরাধা (অর্থাৎ ১১।১২।২৫।২৬। ১।২২।১৭) এই ৭ সাতটী নক্ষত্র উপস্থিত হইলে ;—

শনিবারে স্বাতি ও রোহিণী (অর্থাৎ ১৫।৪) এই ২ দুই নক্ষত্র উপস্থিত হইলে ;—

এই সপ্তবিধবারে পূর্ব্বোক্ত সপ্তবিধ নক্ষত্র উপস্থিত হইলে নক্ষত্রামৃত যোগ হইয়া থাকে।

যে দিনে এই নক্ষত্রামৃত যোগ উপস্থিত হয়; সেই দিন শুভ বলিয়া গণ্য আছে সত্য; তত্রাপি সে দিনে যদি বিশেষ দোষের উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে সহসা সাহস করিয়া প্রায় কেহ যাত্রাদি করিতে উৎসাহ করিবেন না; এইরূপ ব্যবহার আছে।

ত্র্যমৃতযোগ কথনং।

ভূমি-পুত্রার্কয়োরহ্নি নন্দামরুদ্;
বারুণার্দ্রাস্ত্যমিত্রাহহি মূলাগ্নিভিঃ।
ভার্গবৈণাঙ্কয়োরহ্নি ভদ্রা ভবেৎ;
ফল্গুযুগ্মাজ-যুগ্মোড়ুভিঃ সংযুতাঃ॥

রবিবারে বা মঙ্গলবারে নন্দা তিথি হইলে অর্থাৎ প্রতিপৎ ষষ্ঠী ও একাদশী হইলে এবং ঐ দিনে ১৫ স্বাতি, ২৪ শতভিষা, ৬ আর্দ্রা, ২৭ রেবতী, ১৭ অনুরাধা, ৯ অশ্লেষা, ১৯ মূলা ও ৩ কৃত্তিকা; এই ৮ আট নক্ষত্রের মধ্যে যদি কোন নক্ষত্র উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ত্র্যমৃত যোগ হয়।

শুক্রবারে আর সোমবারে ভদ্রা তিথি অর্থাৎ দ্বিতীয়া সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথিতে ১১ পূর্ব্বফল্গুনী, ১২ উত্তরফল্গুনী, ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ ও ২৬ উত্তরভাদ্রপদ এই চতুর্ব্বিধ নক্ষত্র মধ্যে যে কোন নক্ষত্র উপস্থিত হইলেও ত্র্যমৃত যোগ হইয়া থাকে।

সোমপুত্রস্তবারে জয়াস্ত্যাম্ভৃগোপেন্দ্রগুর্ব্বিন্দ্রযাম্যাহভিজিদ্ বাজিভিঃ।
গীষ্পতেরহ্নি রিক্তাচ যুক্তা যদা বিশ্বশক্রাগ্নিযুক্ পিত্র্যাদিত্যাম্বুভিঃ।

বুধবারে জয়া তিথিতে অর্থাৎ তৃতীয়া অষ্টমী ও ত্রয়োদশী

তিথিতে ৫ মৃগশিরা, ১৭ অনুরাধা, ১৮ জ্যেষ্ঠা, ৮ পুষ্যা, ২২ শ্রবণা, ২ ভরণী, অভিজিৎ (২১ উত্তরাষাঢ়ার শেষ—পাদ আর ২২ শ্রবণা নক্ষত্রের প্রথম ৪ চারি দণ্ড এই দুই নক্ষত্রের অংশের নাম অভিজিৎ সংজ্ঞা হইয়া থাকে), আর ১ অশ্বিনী—এই আট নক্ষত্র মধ্যে কোন নক্ষত্র উপস্থিত হইলেও ত্র্যমৃত যোগ হয়।

বৃহস্পতিবারে রিক্তা তিথিতে অর্থাৎ চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে যদি ২১ উত্তরাষাঢ়া, ১৬ বিশাখা, ১৭ অনুরাধা, ১০ মঘা, ৭ পুনর্ব্বসু, ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া এই ছয় নক্ষত্র মধ্যে কোন নক্ষত্র উপস্থিত হয়। তাহা হইলেও ত্র্যমৃতযোগ হইয়া থাকে।

এই বচনে দুই বার ইন্দ্র শব্দ উল্লেখ থাকায় প্রথম ইন্দ্র শব্দে সহজেই ১৮ জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের জ্ঞান হয়। আর শেষোক্ত ইন্দ্র শব্দে প্রধান দেবতা অর্থাৎ হরি ধরিয়া ব্যাখ্যা করিলে ২২ শ্রবণা নক্ষত্রের অধিপতি হরি এই জ্ঞান হইবে; সেই হেতুক শেষোক্ত ইন্দ্র শব্দে শ্রবণা নক্ষত্র ব্যাখ্যা হইয়াছে।

সূর্য্যসুতস্যদিনে পূর্ণা ব্রহ্মদিনাধিপতি-দ্রবিণৈঃ স্যাৎ।
যোগবরা স্ত্রিভিরেব সমেতাঃ সর্ব্বসমীহিত-সিদ্ধি-নিযুক্তাঃ।

শনিবারে পূর্ণা তিথিতে অর্থাৎ পঞ্চমী দশমী অমাবস্যা বা পৌর্ণমাসী তিথিতে ৪ রোহিণী, ১৩ হস্তা ও ২৩ ধনিষ্ঠা এই তিন নক্ষত্র মধ্যে কোন নক্ষত্র উপস্থিত হইলেও ত্র্যমৃতযোগ হইয়া থাকে। এই বচনে দ্রবিণশব্দ বসু-বাচক অর্থাৎ ধন-বাচক; ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের অধিপতি বসু; এই হেতুক দ্রবিণ শব্দে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র ধৃত হইয়াছে।

সর্ব্বামৃতযোগ ফলং।

যদিবিষ্টিব্যতীপাতৌ, দিনং বাপ্যশুভং ভবেৎ।
হন্যতেহমৃতযোগেন, ভাস্করেণ তমো যথা॥

বিষ্টিভদ্রা ও ব্যতীপাতযোগ দ্বারা কিম্বা অন্যান্য দোষ দ্বারা অশুভ দিন হইলে, সেই অশুভ দিনে যদি অমৃত যোগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ অশুভ দিনও শুভ দিন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; যেহেতু সূর্য্যোদয়ে সমস্ত তিমির যেমন এককালে বিধ্বংস হইয়া যায়, সেইরূপ অমৃতযোগ দ্বারা বিষ্টিভদ্রা প্রভৃতি দোষ সমূহকে এককালে বিনষ্ট করিয়া সেই অশুভ দিনেরও পবিত্রতা সম্পাদন করে।

বিষদোষ কথনং।

(মিলিত-সিদ্ধিযোগামৃতযোগ ফলং।)

অমৃতং সিদ্ধিযোগশ্চ, যদ্যেকস্মিন্ দিনে ভবেৎ।
তদ্দিনস্তু ভবেদ্ দুষ্টং, মধু সর্পির্যথা বিষং॥

এক দিবসে অমৃতযোগ ও সিদ্ধিযোগ হইলে বিষবৎ অহিতকর হয়; যেমন ঘৃত ও মধু,—এই দুই উপাদেয় সামগ্রী একত্র করিলে বিষতুল্য হয়; এই হেতুক সেই মধু মিশ্রিত ঘৃত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার সেই বিষদোষান্বিত দিনও পরিত্যক্ত হয় অর্থাৎ যে দিনে সিদ্ধিযোগ ও অমৃতযোগ, এই উভয় যোগ উপস্থিত হয়, সেই দিনে কেবল যাত্রা করিবে না। যেহেতু সেই দিন বিষ-সদৃশ অহিতকর হইয়া থাকে।

মৃত্যুযোগ কথনং।

আদিত্য-ভৌময়োর্নন্দা, ভদ্রা শুক্র-শশাঙ্কয়োঃ।
বুধে জয়া গুরৌ রিক্তা, শনৌ পূর্ণাচ মৃত্যুদা॥

রবি ও মঙ্গলবারে নন্দা অর্থাৎ প্রতিপৎ ষষ্ঠী ও একাদশী তিথি হইলে; শুক্রবারে ও সোমবারে ভদ্রা অর্থাৎ দ্বিতীয়া সপ্তমী ও দ্বাদশী তিথি হইলে; বুধবারে জয়া অর্থাৎ তৃতীয়া অষ্টমী ও ত্রয়োদশী তিথি হইলে; গুরুবারে রিক্তা অর্থাৎ চতুর্থী নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথি হইলে; শনিবারে পূর্ণা অর্থাৎ পঞ্চমী দশমী ও পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথি হইলে মৃত্যুযোগ হয়। ইহাতে কদাচিৎ যাত্রা করা কর্ত্তব্য নয়। এই মৃত্যু-যোগে যাত্রা হইলে ভীষণ ব্যাপার উপস্থিত হইতে পারে।

বার-নক্ষত্র-যোগে মৃত্যুযোগ কথনং।

ত্যজ রবি মনুরাধে, বৈশ্বদেবঞ্চ সোমে।
শতভিষমপি ভৌমে, চন্দ্রজে চাশ্বিনীঞ্চ।
মৃগশিরসমপীজ্যে, সর্পদেবঞ্চ শুক্রে।
রবিসুত মপি হস্তে, মৃত্যুযোগশ্চ সংজ্ঞা।

অস্যসর্ম্মার্থো যথা,—

রবিবারে অনুরাধা নক্ষত্র হইলে, সোমবারে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্র হইলে, মঙ্গলবারে শতভিষা নক্ষত্র হইলে, বুধবারে অশ্বিনী নক্ষত্র হইলে, বৃহস্পতিবারে মৃগশিরা নক্ষত্র হইলে, শুক্রবারে অশ্লেষানক্ষত্রে হইলে ও শনিবারে হস্তা নক্ষত্রে হইলে, মৃত্যুযোগ হয়। ইহাতে যাত্রা করিলে সুজাতকের পক্ষে মৃত্যু পর্য্যন্ত সম্ভব।

তিথি নক্ষত্র যোগে মৃত্যুযোগ কথনং।

প্রতিপদুত্তরাষাঢ়া, নবম্যাং কৃত্তিকা যদি।
পূর্ব্বভাদ্রপদাষ্টম্যা, মেকাদশ্যাঞ্চ রোহিণী॥
দ্বাদশ্যাঞ্চ যদাশ্লেষা, ত্রয়োদশ্যাং মঘা ভবেৎ।
এভির্যাতা প্রণশ্যন্তি, যদি শক্রসমা নরাঃ॥

অস্যমর্ম্মার্থো যথা;—প্রতিপৎ তিথিতে উত্তরাষাঢ়া হইলে, নবমী তিথিতে কৃত্তিকা নক্ষত্র হইলে, অষ্টমী তিথিতে পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র হইলে, একাদশী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্র হইলে, দ্বাদশী তিথিতে অশ্লেষা নক্ষত্র হইলে, ত্রয়োদশী তিথিতে মঘা নক্ষত্র হইলে মৃত্যুযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে যাত্রা করিলে ইন্দ্র সদৃশ মানব হইলেও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন।

দিনদগ্ধা।

দ্বাদশ্যেকাদশী চৈব, দশমীচ ত্রিষষ্ঠিকা।
দ্বিতীয়া সপ্তমী চৈব, দগ্ধা সূর্য্যাদিবারতঃ॥

রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী, বুধবারে তৃতীয়া, বৃহস্পতিবারে ষষ্ঠী, শুক্রবারে দ্বিতীয়া এবং শনিবারে সপ্তমী হইলে দিনদগ্ধা নামক এক ভীষণ দোষোৎপত্তি হইয়া থাকে; অতএব এই দিনদগ্ধা দোষে যাত্রাদি শুভ কর্ম্ম হইতে পারে না। যেহেতু এই দিনদগ্ধা-দোষ যুক্ত দিনে কার্য্য হইলে কদাপি শুভ ফল হয় না। নানা স্থানে নিষেধ আছে।

কালঘণ্ট যোগকথনং।

ষষ্ঠীং শীতাংশুবারে পরিহর দশমীং সপ্তমীং ভার্গবেঽপি,
অষ্টম্যাং দেবপূজ্যং বুধদিন নবমীং সৌরিবারে দশম্যাং।

একাদশ্যাঞ্চ ভৌমং দশশত-কিরণে বর্জ্জয়েদ্ দ্বাদশীঞ্চ,
সর্ব্বারম্ভং ন কুর্য্যাৎ জনয়তি বিপদং কালঘণ্টো হি যোগঃ।

সোমবারে ষষ্ঠী, শুক্রবারে দশমী ও সপ্তমী, গুরুবারে অষ্টমী, বুধবারে নবমী, শনিবারে দশমী, মঙ্গলবারে একাদশী এবং রবিবারে দ্বাদশী তিথি হইলে কালঘণ্ট যোগ হয়। এই কালঘণ্ট যোগে যাত্রা বা কোন শুভ কর্ম্ম করিলে বিপদ হইবার বিশেষ সম্ভব।

অবম-ত্র্যহস্পর্শৌ।

তিথ্যন্তদ্বয়মেকো দিন-বারঃ স্পৃশতি, তদ্ ভবত্যবম-দিনং,
ত্রিদিন স্পৃক্ তিথি ত্রয়স্পর্শনাদহ্নঃ।

এক দিনে দুই তিথির অন্ত অর্থাৎ শেষ হইলে, সেই দিন অবম সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয়; এবং যদি এক দিনে তিন তিথি হয়, সেই দিনের নাম ত্র্যহঃস্পর্শ।

ত্র্যহঃস্পর্শ ফলং।

ত্র্যহস্পৃশং নাম যদেতদুক্তং, অত্র প্রযত্নঃ কৃতিভি র্বিধেয়ঃ।
বিবাহ যাত্রোৎসব পুষ্টিকর্ম্ম, সর্ব্বং ন কুর্য্যাৎ ত্রিদিন স্পৃশেতু॥

যে দিনে ত্র্যহস্পর্শ হইবে, সেই দিনে বিবাহ, যাত্রা, উৎসব কার্য্য এবং পুষ্টিকর কার্য্য নিষিদ্ধ।

মাসদগ্ধা কথনং।

দ্বিতীয়া মীন ধনুষোশ্চতুর্থী বৃষকুম্ভয়োঃ।
মেষ কর্কটয়োঃ ষষ্ঠী কন্যামিথুনকেঽষ্টমী॥
দশমী বৃশ্চিকে সিংহে দ্বাদশী মকরে তুলে।
রাশ্যোশ্চন্দ্রস্তচ রবেঃ স্থিত্যা বাচ্যং ফলং বুধৈঃ।
শুক্লাস্তু বিষমে রাশৌ সমেকৃষ্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

এভির্জাতো ন জীবেত যদিশক্র সমো ভবেৎ ।
বিবাহে বিধবা নারী যাত্রায়াং মরণং ধ্রুবং ॥
কৃষ্যারম্ভে ফলং নাস্তি বাণিজ্যে মূল নাশনং ।
সঙ্গমে গর্ব্ভপাতশ্চ বিদ্যারম্ভেচ মূর্খতা ।
ভ্রমাৎ কিঞ্চিৎ ন কর্ত্তব্যং মাসদগ্ধ ইতি স্মৃতং ।

অস্যমর্ম্মার্থং ব্যাখ্যাষ্যামি ।

অত্র শ্লোকে ক্রমান্বয়ো জ্ঞেয়ঃ ;

শুক্লাস্তু বিষমেরাশৌ সমেকৃষ্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
প্রথমতোঽনয়োশ্চরণয়োর্ব্যাখ্যা শ্রূয়তাং ।

বিষমে রাশৌ অর্থাৎ অযুগ্ম রাশৌ, তু কিন্তু, শুক্লাঃ শুক্ল-পক্ষীয়-পূর্ব্ব পূর্ব্বচরণোল্লিখিত-তিথয়ঃ সর্ব্বাঃ মাসদগ্ধা প্রকীর্ত্তিতাঃ কথিতাঃ ; ইত্যন্বয়-শেষঃ ।

অপরন্তু ;—সমে রাশৌ যুগ্ম-রাশৌ, কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণ-পক্ষীয় পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-চরণোল্লিখিত-তিথয়ঃ সর্ব্বাঃ মাসদগ্ধা প্রকীর্ত্তিতাঃ কথিতাঃ ।

বঙ্গভাষয়া বিশেষেণ ব্যাখ্যাষ্যামীতি শ্রূয়তাং । যথা—

বিষমরাশি প্রকরণ ।	সমরাশি প্রকরণ ।
১ । বৈশাখে মেষরাশি ।	২ । জ্যৈষ্ঠে বৃষরাশি ।
৩ । আষাঢ়ে মিথুনরাশি ।	৪ । শ্রাবণে কর্কটরাশি ।
৫ । ভাদ্রে সিংহরাশি ।	৬ । আশ্বিনে কন্যা রাশি ।
৭ । কার্ত্তিকে তুলা রাশি ।	৮ । অগ্রহায়ণে বৃশ্চিক রাশি ।
৯ । পৌষে ধনুরাশি ।	১০ । মাঘে মকররাশি ।
১১ । ফাল্গুনে কুম্ভরাশি ।	১২ । চৈত্রে মীনরাশি ।

অযুগ্মমাসের রাশিগণকে বিষমরাশি বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে; অর্থাৎ ১ মেষ, ৩ মিথুন, ৫ সিংহ, ৭ তুলা, ৯ ধনুঃ, ১১ কুম্ভ; এই ৬টী রাশিকেই বিষমরাশি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ফলকথা, এই অযুগ্ম মাসের এই বচনোল্লিখিত তিথি হইলে মাসদগ্ধা বিচারে শুক্ল পক্ষের তিথি জানিবেন। ইহা ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যায় বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইবে।

যুগ্ম মাসের রাশিগণকে সমরাশি বলিয়া স্মরণ পূর্ব্বক কার্য্য করিতে হইবে; অর্থাৎ ২ বৃষ, ৪ কর্কট, ৬ কন্যা, ৮ বৃশ্চিক, ১০ মকর, ১২ মীন; এই ৬ রাশিকে সমরাশি বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবেন। বস্তুতঃ এই যুগ্মমাসের এই বচনোল্লিখিত তিথি হইলে মাসদগ্ধা বিচারে কৃষ্ণপক্ষের তিথি বলিয়া জানিবেন। ইহা ভবিষ্যৎ ব্যাখ্যায় সপ্রমাণ হইবে।

"দ্বিতীয়া মীনধনুষোশ্চতুর্থী বৃষকুম্ভয়োঃ।"

অস্যচরণদ্বয়স্য ব্যাখ্যা শ্রূয়তাং যথা;—

১। যুগ্মরাশি মীন (১২), এই মীন-শব্দে (১২) চৈত্র-মাস, তৎ সম্বন্ধীয় কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি দগ্ধা নামে অভিহিত হইয়াছে।

২। অযুগ্মরাশি ধনুঃ (৯), এই ধনুস্-শব্দে (৯) পৌষ মাস; তৎ সম্বন্ধীয় শুক্লা দ্বিতীয়া দগ্ধা হইয়া থাকে।

৩। যুগ্মরাশি বৃষ (২), এই বৃষ-শব্দে (২) জ্যৈষ্ঠ মাস; তৎ সম্বন্ধীয় কৃষ্ণা চতুর্থী দগ্ধা হয়।

৪। অযুগ্মরাশি কুম্ভ (১১), এই কুম্ভ-শব্দে ফাল্গুন-মাস; তৎ সম্বন্ধীয় শুক্লা চতুর্থী দগ্ধা হইয়া থাকে।

"মেষ কর্কটয়োঃ ষষ্ঠী কন্যা মিথুনকেঽষ্টমী।"

অনয়োর্ব্যাখ্যা যথা ;—

৫। অযুগ্মরাশি মেষ (১), এই মেষ-শব্দে বৈশাখ মাস, তৎ সম্বন্ধীয় শুক্লা ষষ্ঠী দগ্ধা।

৬। যুগ্মরাশি কর্কট (৪), এই কর্কট-শব্দে শ্রাবণ মাস; তৎ সম্বন্ধীয় কৃষ্ণপক্ষীয় ষষ্ঠী দগ্ধা।

৭। যুগ্মরাশি কন্যা (৬), এই কন্যা-শব্দে আশ্বিন মাস; তৎসম্বন্ধীয় কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী দগ্ধা।

৮। অযুগ্মরাশি মিথুন (৩), এই মিথুন শব্দে আষাঢ় মাস; তৎ সম্বন্ধীয় শুক্ল পক্ষের অষ্টমী দগ্ধা।

"দশমী বৃশ্চিকে সিংহে দ্বাদশী মকরে তুলে॥"

অনয়োশ্চরণয়োর্ব্যাখ্যা যথা ;—

৯। যুগ্মরাশি বৃশ্চিক (৮), এই বৃশ্চিক-শব্দে অগ্রহায়ণ মাস; তৎ সম্বন্ধীয় কৃষ্ণ পক্ষের দশমী তিথি দগ্ধা।

১০। অযুগ্মরাশি সিংহ (৫), এই সিংহ-শব্দে ভাদ্রমাস; তৎ সম্বন্ধীয় শুক্লপক্ষের দশমী তিথি দগ্ধা।

১১। যুগ্ম রাশি মকর (১০), এই মকর-শব্দে মাঘ মাস; তৎ সম্বন্ধীয় কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী দগ্ধা।

১২। অযুগ্ম রাশি তুলা (৭), এই তুলা শব্দে কার্ত্তিক মাস; তৎ সম্বন্ধীয় শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী দগ্ধা।

এই সকল মাসের এই সকল তিথিকে দগ্ধা বলিয়াছেন। প্রতি মাসের তিথি দগ্ধাপ্রকরণে উল্লেখ জন্যই, মাসদগ্ধা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহবা মহাদগ্ধাও বলিয়া থাকেন।

বৈশাখ প্রভৃতি মাসক্রমে মাসদগ্ধা নির্দ্দেশ।

মেষ	১	বৈশাখের শুক্লা ষষ্ঠী দগ্ধা।
বৃষ	২	জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্থী দগ্ধা।
মিথুন	৩	আষাঢ়ের শুক্লা অষ্টমী দগ্ধা।
কর্কট	৪	শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠী দগ্ধা।
সিংহ	৫	ভাদ্রমাসের শুক্লা দশমী দগ্ধা।
কন্যা	৬	আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী দগ্ধা।
তুলা	৭	কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী দগ্ধা।
বৃশ্চিক	৮	অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা দশমী দগ্ধা।
ধনুঃ	৯	পৌষের শুক্লা দ্বিতীয়া দগ্ধা।
মকর	১০	মাঘের কৃষ্ণা দ্বাদশী দগ্ধা।
কুম্ভ	১১	ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্থী দগ্ধা।
মীন	১২	চৈত্রের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া দগ্ধা।

মাসদগ্ধা দিবসে গমন জন্য ফলাফল কথনং।

"এভির্জাতো ন জীবেত ইত্যাদের্বঙ্গভাষয়া ব্যাখ্যা" যথা;—

এই মাসদগ্ধা তিথিতে ইন্দ্র সদৃশ লক্ষণাক্রান্ত মানব হইয়াও ভূমিষ্ঠ হইলে জীবিত থাকে না। মাসদগ্ধায় বিবাহ হইলে সত্বর বৈধব্যদশা প্রাপ্তি হয়। যাত্রা বা গমন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু সম্ভব। কৃষিকার্য্যোপলক্ষে ক্ষেত্রে বীজবপন করিলে শস্যোৎপন্ন হয় না। বাণিজ্য কার্য্যারম্ভন করিলে লভ্য না হইয়া মূল ধন বিনাশ হয়। পুত্রোৎপত্তিকামনায় স্ত্রীসহবাস করিয়া গর্ভোৎপাদন করিলেও গর্ভস্রাব হইয়া যায়। বিদ্যারম্ভ করা হইলে মূর্খতা জন্মাইয়া থাকে; অতএব

ভ্রমেও দগ্ধা তিথিতে কোন কার্য্য করিবেন না; ইহাই ঋষি-গণের বক্তব্য।

বচনান্তরং যথা,—

ঋণদানে ফলং নাস্তি ব্রতদানেচ নিষ্ফলং।
শুভকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি নৈব কুর্য্যাৎ বিচক্ষণঃ॥

মহাদগ্ধা অর্থাৎ মাসদগ্ধা তিথিতে ঋণ প্রদত্ত হইলে সেই ধন পুনর্ব্বার প্রত্যাগত হয় না। ব্রতোপলক্ষে দান করিলে নিষ্ফল হয়। এই মাসদগ্ধা তিথিতে পণ্ডিতগণ শুভকর্ম্মাদি কিছুই করিতে ইচ্ছা করেন না।

পূর্ব্বলিখিত (৩১ পৃষ্ঠায়) "দ্বিতীয়া মীনধনুষো রিত্যাদি" মাসদগ্ধা-লক্ষণাভ্যন্তরে "রাশ্যোশ্চন্দ্রস্য চ রবেঃ স্থিত্যা বাচ্যং ফলং বুধৈঃ।" ইত্যস্য ব্যাখ্যাং চন্দ্রদগ্ধা বিবরণকালে করিষামি।

মতান্তরে পূর্ব্বোক্ত মাসদগ্ধা কথনং।

মেষে দিনেশে নৃযুগে মৃগেন্দ্রে যুকে ধনুস্থে কলসে চ শুক্লাঃ।
কুলীরকন্যালিমৃগাস্যমীন-বৃষে চ কৃষ্ণাস্তিথয়ঃ প্রদগ্ধাঃ।
ওজে শুক্লাঃ পরে কৃষ্ণাঃ মাসদগ্ধাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ইতি বা।

অস্যান্বয়ো যথা;—

১। মেষে মেষ-রাশৌ অর্থাৎ বৈশাখ মাসে।
২। নৃযুগে মিথুন-রাশৌ অর্থাৎ আষাঢ় মাসে।
৩। মৃগেন্দ্রে সিংহ-রাশৌ অর্থাৎ ভাদ্র মাসে।
৪। যুকে তুলা-রাশৌ অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে।
৫। ধনুঃস্থে ধনূরাশৌ অর্থাৎ পৌষ মাসে।
৬। কলসে কুম্ভ-রাশৌ অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে।

অর্থাৎ এষু রাশিষু বা মাসেষু দিনেশে সূর্য্যে সতি, "দ্বিতীয়া মীনধনুষোরিতি" পূর্ব্বোক্ত বচনোল্লিখিত-তিথয়ঃ সর্ব্বাঃ ওজে (বিষমে বা অযুগ্মে মাসে বা রাশৌ সতি) শুক্ল-পক্ষীয়াঃ সত্যঃ প্রদগ্ধা অর্থাৎ মাসদগ্ধা প্রকীর্ত্তিতাঃ কথিতাঃ।

মধ্যগত চরণদ্বয়স্থ ব্যাখ্যা; যথা—

৭। কুলীরে কর্কট-রাশৌ অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে।
৮। কন্যায়াং কন্যা-রাশৌ অর্থাৎ আশ্বিন মাসে।
৯। অলৌ বৃশ্চিক-রাশৌ অথাৎ অগ্রহায়ণে।
১০। মৃগাস্থে মকর-রাশৌ অর্থাৎ মাঘ মাসে।
১১। মীনে মীন-রাশৌ অর্থাৎ চৈত্র মাসে।
১২। বৃষে বৃষ-রাশৌ অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে।

অর্থাৎ এষু রাশিষু বা মাসেষু দিনেশে সূর্য্যে সতি "দ্বিতীয়া মীনধনুষো রিতি" পূর্ব্ববচনোল্লিখিত তিথয়ঃ সর্ব্বাঃ, পরে ওজ ভিন্নে অর্থাৎ সমে রাশৌ কৃষ্ণাঃ কৃষ্ণপক্ষীয়-পূর্ব্ববচনোল্লিখিত তিথয়ঃ সর্ব্বাঃ মাসদগ্ধা প্রকীর্ত্তিতাঃ কথিতা বা।—ইত্যন্বয়শেষঃ।

জ্যোতিষশাস্ত্র-শঙ্কেতানুসারেণ ওজ শব্দো বিষমবাচকঃ এবং যুক শব্দ স্তুলা-রাশি-বাচকশ্চ।

মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনুঃ ও কুম্ভ এই ছয় রাশির অন্যতম রাশিতে দিবাকর-সূর্য্য অবস্থিতি করিলে শুক্লপক্ষীয় পূর্ব্ববচনোল্লিখিত তিথি সমূহ মাসদগ্ধা হয়; এবং কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর, মীন ও বৃষ এই ছয় রাশিতে দিনকর অবস্থান করিলে কৃষ্ণপক্ষীয় পূর্ব্ববচনোল্লিখিত তিথি সমূহও মাস দগ্ধা হয়।

এই বচনের পূর্ব্বচরণদ্বয়ে ওজরাশি অর্থাৎ অযুগ্মরাশি;

সেই হেতুক ব্যাখ্যাকালে বিষমরাশি জন্য শুক্লা তিথি গ্রহণ হইয়াছে ; শেষোক্ত চরণদ্বয়ে তদ্ভিন্ন অর্থাৎ যুগ্মরাশি ; এজন্য যুগ্ম রাশি সম্বন্ধীয় মাসের কৃষ্ণা তিথি যাহা যাহা পূর্ব্ব বচনে কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত তিথি মাসদগ্ধা হইয়া থাকে।

অথ যোগ কথনং।

বিষ্কুম্ভঃ প্রীতিরায়ুষ্মান্, সৌভাগ্যঃ শোভনস্তথা।
অতিগণ্ডঃ সুকর্ম্মাচ, ধৃতিঃ শূলস্তথৈবচ।
গণ্ডো বৃদ্ধির্ধ্রুবশ্চৈব, ব্যাঘাতোহর্ষণ স্তথা।
বজ্রশ্চাসৃক্ ব্যতীপাতো, বরীয়ান্ পরিঘঃ শিবঃ।
সিদ্ধিঃ সাধ্যঃ শুভঃ শুক্রো, ব্রহ্মেন্দ্রো বৈধৃতি স্তথা॥

১। বিষ্কুম্ভযোগঃ।
২। প্রীতিযোগঃ।
৩। আয়ুষ্মান্ যোগঃ।
৪। সৌভাগ্যযোগঃ।
৫। শোভন যোগঃ।
৬। অতিগণ্ড যোগঃ।
৭। সুকর্ম্মা যোগঃ।
৮। ধৃতিযোগঃ।
৯। শূলযোগঃ।
১০। গণ্ডযোগঃ।
১১। বৃদ্ধিযোগঃ।
১২। ধ্রুবযোগঃ।
১৩। ব্যাঘাতযোগঃ।
১৪। হর্ষণযোগঃ।
১৫। বজ্রযোগঃ।
১৬। অসৃক্‌যোগঃ।
১৭। ব্যতিপাত যোগঃ।
১৮। বরীয়ান্ যোগঃ।
১৯। পরিঘযোগঃ।
২০। শিবযোগঃ।
২১। সিদ্ধিযোগঃ।
২২। সাধ্যযোগঃ।
২৩। শুভযোগঃ।
২৪। শুক্রযোগঃ।
২৫। ব্রহ্মযোগঃ।
২৬। ইন্দ্রযোগঃ।
২৭। বৈধৃতিযোগঃ।

এষাং যোগানাং বর্জ্জ্যদণ্ড কথনং।

পরিঘস্য ত্যজেদর্দ্ধং, শুভকর্ম্ম ততঃ পরং।
ত্যজ্যাদৌ পঞ্চ বিষ্কুম্ভে, সপ্ত শূলে চ নাড়িকাঃ॥
গণ্ডব্যাঘ্যাতয়োঃ ষট্‌কং, নব হর্ষণ বজ্রয়োঃ।
বৈধৃতিব্যতিপাতৌ চ, সমস্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
শেষা যথার্থ-নামানঃ শুভকার্য্যেষু শোভনাঃ।
ইত্যত্র নাড়িকা শব্দো দণ্ডবাচকঃ॥

অস্যমর্ম্মার্থো যথা ;—

পরিঘযোগের অর্দ্ধেক, বিষ্কুম্ভ যোগের ৫ দণ্ড, শূলযোগের ৭ দণ্ড, গণ্ড ও ব্যাঘাত যোগের ৬ দণ্ড, হর্ষণ ও বজ্রযোগের ৯ দণ্ড, বৈধৃতি ও ব্যতিপাত যোগের সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুভ কর্ম্ম করিবে। অপরাপর যোগের নামানুরূপ কার্য্য হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহা শুভ ফলপ্রদ।

অথ করণ প্রকরণং।

বব-বালব-কৌলব-তৈতিল-গর-বণিজ বিষ্টয়ঃ।
সপ্ত শকুনি চতুষ্পান্নাগ কিন্তুঘ্ন ধ্রুবাণি করণানি॥

১। ববকরণ।
২। বালবকরণ।
৩। কৌলবকরণ।
৪। তৈতিলকরণ।
৫। গরকরণ।
৬। বণিজকরণ।
৭। বিষ্টিকরণ।

এই ৭ সাতটী করণ সতত পঞ্জিকায় দৃষ্টি হইবে। আর শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ, কিন্তুঘ্ন—এই ৪টী করণের নাম কার্য্য-বিশেষে উক্ত হইতে পারে। যাত্রা বিষয়ে করণ বিচারের বিশেষ আবশ্যক নাই।

যোগিনী বিচার কথনং।

প্রতিপন্নবমী পূর্ব্বে, রামারুদ্রাশ্চ পাবকে।
শর ত্রয়োদশী যাম্যে, বেদাশাসাশ্চ নৈঋতৌ।
ষষ্ঠী চতুর্দ্দশী পশ্চাৎ, বায়ব্যাং মুনি পূর্ণিমে।
দ্বিতীয়া দশমী যক্ষে, ঐশান্যাং চাষ্টমী কুহূঃ।
যোগিনী নব দণ্ডাস্তু, শেষা বর্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ।
দক্ষ-সম্মুখ-যোগিন্যাং, গমনং নৈব কারয়েৎ।
বামে শুভকরী দেবী, পৃষ্ঠে সর্ব্বার্থ-সাধিনী।
বধ-বন্ধকরীচাঽগ্রে, দক্ষিণে মৃত্যুদায়িনী।

প্রতিপৎ ও নবমীতে পূর্ব্ব দিকে যোগিনী বাস করেন। তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে যোগিনী বাস করেন। পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে যোগিনী বাস করেন। চতুর্থী ও দ্বাদশী তিথিতে নৈঋত কোণে যোগিনী বাস করেন। ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে পশ্চিমে যোগিনী বাস করেন। সপ্তমী ও পূর্ণিমা তিথিতে বায়ু কোণে যোগিনী বাস করেন। দ্বিতীয়া ও দশমী তিথিতে উত্তর দিকে যোগিনীর অবস্থিতি হয়। অষ্টমী ও অমাবস্যা তিথিতে ঈশান কোণে যোগিনীর স্থিতি হইয়া থাকে। বস্তুতঃ যে দিন, যে দিকে যোগিনীর অবস্থান হইবে, সেই দিন, সেই দিকে যাত্রা নিষেধ।

নিতান্ত পক্ষে সেই দিনে, সেই দিকে গমন প্রয়োজন হইলে, যোগিনীর শেষ ৯ নয়দণ্ড ত্যাগ করিয়া যাত্রা করিবে, অর্থাৎ যে দিন যে দিকে যোগিনীর অবস্থান আরম্ভ হইবে; সেই আরম্ভ কাল হইতে শেষ পর্য্যন্ত যত দণ্ড হইবে; সেই পরিমিত দণ্ডের শেষ ৯ নয় দণ্ডে কদাপি যাত্রা করিবে না।

যোগিনী ফলাফল কথনং।

দক্ষিণে অর্থাৎ ডাইন্ দিকে, আর সম্মুখে যোগিনী করিয়া গমন করিলে বিনাশ ও বন্ধন ভয় উপস্থিত হয়। বামভাগে বা পৃষ্ঠদেশে অর্থাৎ পশ্চাৎ ভাগে যোগিনী করিয়া যাত্রা করিলে সর্ব্বসিদ্ধিময়ী যাত্রা হইয়া থাকে।

যোগিনী সম্বন্ধে খনার বচন।

পূ, বা, দ, ঈ, প, অ, উ, নি; চারি চারি দণ্ডে ফিরে যোগিনী।
ঘোড়ার পৃষ্ঠে দেবী যায়; সম্মুখ দক্ষিণ যোগিনী ধরে খায়॥

পূ অর্থাৎ পূর্ব্ব দিক, বা অর্থাৎ বায়ু কোণ, দ অর্থাৎ দক্ষিণ দিক, ঈ অর্থাৎ ঈশান কোণ, প অর্থাৎ পশ্চিম দিক, অ অর্থাৎ অগ্নি কোণ, উ অর্থাৎ উত্তর দিক, নি অর্থাৎ নৈঋত কোণ।

যোগিনীচক্র মেতৎ।

ঈ অর্থাৎ ঈশান কোণ। ৪	পূ অর্থাৎ পূর্ব্ব। ১	অ অর্থাৎ অগ্নি কোণ। ৬
উ অর্থাৎ উত্তর। ৭		দ অর্থাৎ দক্ষিণ। ৩
বা অর্থাৎ বায়ুকোণ। ২	প অর্থাৎ পশ্চিম। ৫	নি অর্থাৎ নৈঋত কোণ। ৮

দিবাকে ৮ ভাগ করিয়া সেই এক এক ভাগসময়ে, এক এক দিকে যোগিনী বাস করিয়া, ঐ যোগিনীচক্রের ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮ এই অঙ্কের ক্রম অনুসারে অষ্ট দিকে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

উদাহরণং যথা।

যোগিনী প্রতিপৎ ও নবমীতে ১ অঙ্ক বিশিষ্ট পূর্ব্ব দিকে প্রথম ৪ দণ্ড বাস করিয়া, পরে ২ অঙ্কযুক্ত বায়ু-কোণে ৪ দণ্ড বাস করিবেন। তৎপরে ৩ অঙ্ক বিশিষ্ট দক্ষিণে ৪ দণ্ড বাস করিয়া, পরে ৪ যুক্ত ঈশান কোণে ৪ দণ্ড বাস করিবেন। অতঃপর যোগিনী ৫ বিশিষ্ট পশ্চিমদিকে ৪ দণ্ড থাকিয়া, পরে ৬ যুক্ত অগ্নি কোণে ৪ দণ্ড অবস্থিতি করিবেন। তদন্তে যোগিনী ৭ যুক্ত উত্তর দিকে ৪ দণ্ড বাস করিয়া, পরে ৮ যুক্ত নৈঋত কোণে ৪ দণ্ড বাস করেন। এইরূপে যোগিনী অষ্ট দিক সতত পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন।

তৃতীয়া ও একাদশী তিথিতে অগ্নি কোণ হইতে যোগিনীর ভ্রমণ আরম্ভ হইবে। এক্ষণে বিবেচনা করুন যে, যে দিন যে তিথি হইবে, সেই দিন সেই তিথি অনুসারে দিক নিশ্চয় করিয়া যোগিনী ভ্রমণ করিতে করিতে, কখন কোন দিকে যোগিনী অবস্থিতি করিতেছেন; তাহা নিশ্চয় করিয়া লইবেন। ঐ যোগিনী চক্রের ৮টী গৃহে ১ হইতে ৮ পর্য্যন্ত অঙ্কপাত আছে; ঐ অঙ্ক দৃষ্টি করিয়া যোগিনীর ভ্রমণ ও অবস্থান নিশ্চয় করিবেন। ১।২।৩।৪ কি ৫ কি ৬ ইত্যাদি কোন অঙ্কের ঘরে যোগিনীর ভ্রমণ আরম্ভ হইবে, সেই অঙ্কের

পর অঙ্ক, যে ঘরে বসান আছে; সেই ঘর ধরিবেন। ৮ আট পর্য্যন্ত শেষ হইলে ১ ম্যাকের ঘর ধরিয়া, পরে ২।৩।৪ ইত্যাদি ক্রমে ৪ দণ্ড পরে, এক এক ঘর ভ্রমণ করাইতে থাকিবেন।

দিবা কি রজনীর যত দণ্ড, যত পল পরে তিথি বিশেষে, যে দিকে যোগিনীর ভ্রমণ আরম্ভ হইবে। সেই দিকে সেই দণ্ড ও পলের উপরি প্রত্যেক দিকের অবস্থিতির কাল ৪ দণ্ড ধরিয়া, দণ্ড ও পলের পরিমাণ স্থির করিয়া তিথি পরিবর্ত্তন-কাল পর্য্যন্ত গণনা করিতে পারিবেন।

দিবাকে ৩২ দণ্ড ধরিয়া ৮ ভাগ করিলে এক এক ভাগে ৪ দণ্ড পরিমাণ হইয়া থাকে; কিন্তু বৎসরের মধ্যে ৮ই হইতে ১০ই আশ্বিন মধ্যে ১ এক দিন, আর ৮ই হইতে ১০ই চৈত্র মধ্যে ১ এক দিন; এই ২ দুই দিন মাত্র সমভাবে অর্থাৎ ৩০ দণ্ড করিয়া দিবা ও রজনী সম হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন সম্যক্ দিন ও রাত্রি অসম অর্থাৎ কম বেশী হয়। যখন যে পরিমাণে দিবা দণ্ড হইবে, তাহাকে ৮ ভাগ করিয়া এক এক ভাগে, এক এক দিকে যোগিনী বাস করিয়া, অন্য দিকে গমন করিয়া থাকেন। যাত্রাকালীন যোগিনী কোন দিকে গমন করিয়া বাস করিতেছেন; তাহা নিশ্চয় পূর্ব্বক যোগিনী বামে, কি পশ্চাৎ, কি দক্ষিণে (ডাইন দিকে), কি সম্মুখে বিচার পূর্ব্বক যাত্রা করা বৈধ।

পশ্চাৎভাগে বা বামভাগে যোগিনীর স্থিতি নিশ্চয় করিয়া গমনে শুভ ফল হয়। দক্ষিণভাগে (ডাইন্‌দিকে) বা সম্মুখে যোগিনী স্থিতি কালে গমন করিলে, বিশেষ অনিষ্ট বা প্রাণ-

হানি সম্ভব। জ্যোতিষশাস্ত্রে এইরূপ নিশ্চয় আছে। ইহাতে সংশয় নাই।

দিক্‌শূল নিরূপণং বর্ণয়ামি।

প্রথমতঃ কোন দিকের কে অধীশ্বর নিশ্চয় করা আবশ্যক বিধায়ে তাহা প্রমাণ সহ চক্র প্রদর্শিত হইতেছে।

অর্কঃ শুক্রঃ ক্ষমা-পুত্রঃ, সৈংহিকেয়ঃ শনিঃ শশী।
সৌম্যস্ত্রিদশ-মন্ত্রীচ, প্রাচ্যাদি-দিগধীশ্বরাঃ॥

অস্যার্থো যথা;—অর্কঃ সূর্য্যঃ পূর্ব্বদিগধীশ্বরঃ; শুক্রঃ শুক্রগ্রহঃ অগ্নিদিগধীশ্বরঃ; ক্ষমাপুত্রো মঙ্গলগ্রহো দক্ষিণ-দিগধীশ্বরঃ; সিংহিকায়া অপত্যং পুমান্ ইতি বাক্যে, সিংহিকা শব্দাৎ অপত্যার্থে ঞেয়্—প্রত্যয়ে কৃতে সতি সৈংহিকেয়ঃ প্রহ্লাদভাগিনেয়-রাহু-গ্রহ ইত্যর্থঃ, সৈংহিকেয়-রাহুগ্রহো নৈঋত দিগধীশ্বরঃ; শনিঃ শনৈশ্চরগ্রহঃ পশ্চিম-দিগধীশ্বরঃ; শশী চন্দ্রগ্রহো বায়ু-দিগধীশ্বরঃ; সৌম্যঃ সোমস্য অপত্যং পুমান্ ইতি বাক্যে অপত্যার্থে ষ্ণ্যপ্রত্যয়ে কৃতে সতি সৌম্যো বুধগ্রহ উত্তরদিগধীশ্বরঃ; ত্রিদশমন্ত্রী ত্রিদশানাং দেবানাং মন্ত্রী ত্রিদশমন্ত্রী; অর্থাৎ বৃহস্পতি-গ্রহ ঈশানদিগধীশ্বরো জ্ঞেয়ঃ। ক্ষমা পৃথ্বী, তস্যাঃ পুত্রঃ ক্ষমাপুত্রো মঙ্গলগ্রহ ইতি ব্যুৎপত্তিঃ। সিংহিকা প্রহ্লাদস্য ভগিনীতি খ্যাতা।

দিক্‌চক্রং যথা।

৮ ঈশানে বৃহস্পতি গ্রহ অধিপতি	১ পূর্ব্বদিকের রবি অর্থাৎ সূর্য্যগ্রহ, অধিপ	২ অগ্নি কোণের শুক্রগ্রহ অধিপতি
৭ উত্তরে বুধগ্রহ অধিপতি		৩ দক্ষিণের মঙ্গলগ্রহ অধিপতি
৬ বায়ু কোণে চন্দ্রগ্রহ অধিপতি।	৫ পশ্চিমে শনিগ্রহ অধিপতি	৪ নৈঋত কোণের রাহু গ্রহ অধিপতি

পূর্ব্বদিকের অধিপতি রবিগ্রহ। অগ্নিকোণের অধিপতি শুক্রগ্রহ। দক্ষিণ দিকের অধিপতি মঙ্গলগ্রহ। নৈঋত-কোণের অধিপতি রাহুগ্রহ। পশ্চিমদিকের অধীশ্বর শনিগ্রহ। বায়ুকোণের অধিপতি চন্দ্রগ্রহ। উত্তর দিকের অধিপতি বুধগ্রহ। ঈশান কোণের অধিপ বৃহস্পতি গ্রহ।

অগ্রস্থে শোভনা যাত্রা; পৃষ্ঠস্থে মরণং ধ্রুবং।

অস্যার্থো যথা;—অগ্রস্থে দিগধিপতৌ বারাধিপতৌ বা যা যাত্রা; সা শোভনা। পৃষ্ঠস্থে বারাধিপতৌ বা দিগধিপতৌ সতি যা যাত্রা; সা ধ্রুবং মৃত্যুকরীত্যর্থঃ।

যে গ্রহের নাম সম্বন্ধীয় বারে যাত্রা করা হইবে, সেই বারের অধীশ্বর গ্রহদেবকে অগ্রস্থ অর্থাৎ সম্মুখস্থ করিয়া যাত্রা

হইলে শুভকরী যাত্রা হয়। পৃষ্ঠস্থ অর্থাৎ পশ্চাৎ করিয়া যাত্রা হইলে অমঙ্গলময়ী যাত্রা হইয়া থাকে। ইহাকেই অর্থাৎ বারাধিপ গ্রহদেবকেই পশ্চাৎ (পৃষ্ঠস্থ) করিয়া যাত্রা করিলে দিক্‌শূল দোষ কহে; কেহবা দিক্‌পতি বিরুদ্ধ দোষ বলিয়া থাকেন*।

১ রবিগ্রহের নামে রবিবার। ২ চন্দ্রগ্রহের নামে সোমবার, ৩ মঙ্গলগ্রহের নামে মঙ্গলবার, ৪ বুধগ্রহের নামে বুধবার, ৫ বৃহস্পতি গ্রহের নামে বৃহস্পতিবার, ৬ শুক্রগ্রহের নামে শুক্রবার, ৭ শনিগ্রহের নামে শনিবার; এই সপ্তবিধ গ্রহের নামে সপ্তবিধবার হইয়াছে।

রাহুবুধয়োরেকগৃহাবস্থিত্বাৎ রাহোর্বারাভাবাচ্চ বুধবারে ঈশানকোণে উত্তরস্যাং দিশিচ, যাত্রা নিষিদ্ধা ইত্যাদি-মর্ম্মার্থঃ সৎকৃত্য-মুক্তাবল্যাং শুদ্ধদীপিকায়াঞ্চ বিদ্যতে।

জ্যোতিষশাস্ত্রে রাহু ও কেতুর নামে বার নাই। কিন্তু কন্যা রাশির গৃহে বুধগ্রহ সহ একত্র রাহু গ্রহের অবস্থান প্রমাণ, আর মীন রাশির গৃহে বৃহস্পতিগ্রহ সহ কেতুর অবস্থিতি নিরূপিত করিয়াছেন। অতএব বুধসহ রাহুর একত্র অবস্থান প্রযুক্ত আর বৃহস্পতিসহ কেতুর এক গৃহে বাস জন্য স্থান বিশেষে পরস্পরের শুভাশুভ ফলদাতা পরস্পর হইয়া থাকেন।

তাহার উদাহরণ এই যে, রাহু নৈঋত কোণের অধিপতি; তৎসহ বুধগ্রহের একত্র বাস সম্বন্ধ বলিয়া বুধবারে ঈশান কোণে যাত্রা বিরুদ্ধ। যে হেতুক বারাধিপ বুধগ্রহের সহবাসি-সুহৃদ্-রাহুকে পশ্চাৎ করিয়া ঈশানে যাত্রা হয় বলিয়া নিষেধ হইয়াছে।

দিক্‌পতি (দিকশূল) বিচারে বুধবারে উত্তরদিকে যাত্রা করিলে দিক্‌পতি বিরোধ হয় না ; যে হেতুক দক্ষিণ দিকের অধীশ্বর মঙ্গলগ্রহ, তাঁহাকে পশ্চাৎ পূর্ব্বক বুধবারে উত্তর-দিকের যাত্রা বিষয়ে কিরূপে দিক্‌পতি বিরোধ (দিকশূল) দোষ উপস্থিত হয় ? অর্থাৎ দিকশূলদোষ হয় না।

তবে ঋষিগণ যোগবলে বলী, তাঁহারা যখন যোগশাস্ত্র দ্বারা জানিয়া আমাদের মঙ্গল জন্য লিখিয়াছেন যে, "ন জ্ঞে কুজে চোত্তরাং ন ব্রজেদিত্যাদি" অর্থাৎ জ্ঞে শব্দে বুধে, কুজে শব্দে মঙ্গলে, "উত্তরাং ন ব্রজেৎ" এই শব্দে উত্তর দিকে যাইবে না। ইত্যাদি শাসনকর্ত্তার (শাস্ত্র কর্ত্তার) নিয়ম বিদ্যমান আছে বলিয়া, বুধবারে উত্তরে কেহ যাত্রা করিবেন না। "নজ্ঞে কুজে চোত্তরাং" ইত্যাদি প্রমাণ ৪৯ পৃষ্ঠায় দৃষ্টি করিয়া লইবেন।

পূর্ব্বদিকের মধ্যে অগ্নিকোণ পরিগণিত ; দক্ষিণদিকের মধ্যে নৈঋত কোণ পরিগণিত ; বায়ুকোণ পশ্চিম দিকের মধ্যে পরিগণিত ; ঈশান কোণ উত্তরদিকের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে ; অতএব যে বারে যে দিকে দিকপতিবিরোধ-জন্য অর্থাৎ দিক্‌শূলদোষ জন্য গমন নিষেধ। সেই বারে সেই দিকসম্বন্ধীয় কোণেও যাত্রা নিষেধ।

দিকশূল বিষয়ে খোণা যথা—

সোম শনৈশ্চর পূর্ব্বে বাধে,
উত্তরে মঙ্গল বুধ বিরোধে।
একে শুকে পশ্চিমে না যাই,
দক্ষিণে বৃহস্পতি প্রাণ হারাই।

সোমবারে আর শনিবারে পূর্ব্বদিকে যাত্রা নিষেধ; যে হেতুক সোমবারে ও শনিবারে পূর্ব্বদিকে দিকশূল জন্য দোষ হইয়া থাকে অর্থাৎ পশ্চিম দিকের মধ্যে পরিগণিত বায়ু কোণের অধিপতি চন্দ্রগ্রহ, সেই চন্দ্রগ্রহকে পশ্চাৎ করিয়া পূর্ব্বে বা অগ্নিকোণে গমন করিলেই দিকশূল দোষ হইল। যদি বলেন, বায়ু কোণের প্রতি পশ্চাৎ করিয়া গমন করিলে অগ্নি কোণে গমন হয়; তবে সোমবারে কি রূপে দিক্‌শূল হইতে পারে? কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ব দিকের মধ্যে পরিগণিত অগ্নি কোণ, অর্থাৎ পূর্ব্বদিক ও অগ্নিকোণ এক দিকের মধ্যে বোধ করিতে হইবে। সুতরাং পশ্চিম ও বায়ুকোণের অধীশ্বর গ্রহদেবকে (শনি ও চন্দ্রকে) পশ্চাৎ করিয়া পূর্ব্বে বা অগ্নিকোণে যাত্রা হইবে না।

শনিবারে পূর্ব্বদিকে যাত্রা বিরুদ্ধ; যে হেতুক পশ্চিম-দিগধিপতি শনিগ্রহ, তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া পূর্ব্বে যাত্রা হইলেই দিক্‌শূল জন্য দোষ হইবে।

মঙ্গলবারে উত্তরদিকে গমন হইলে দিক্‌শূল জন্য দোষ হইবে; যেহেতু দক্ষিণ দিগধিপতি মঙ্গলগ্রহ, তাঁহাকে পশ্চাৎ করিয়া গমন হইলে দিকশূল দোষ হইল।

বুধবারে উত্তর দিকে গমন হইলে দিকশূল জন্য দোষ হইবে; যে হেতুক শাস্ত্রান্তরে "ন জ্ঞে কুজে চোত্তরাং নব্রজেৎ" ইত্যাদি বচনে দিকশূল দোষ পরে ৪৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইতেছে।

একে এই শব্দে রবিবারে, আর শুকে এই শব্দে শুক্রবারে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পশ্চিম দিকে দিকপতি

বিরোধ হইয়াছে; এজন্য রবিবারে ও শুক্রবারে পশ্চিমে যাত্রা হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বৃহস্পতিবারে দক্ষিণে দিক্‌পতি বিরোধ হইয়াছে; এজন্য বৃহস্পতিবারে দক্ষিণে যাত্রা হইবে না।

মতান্তরে দিকশূল বর্ণনা।

শুক্রাদিত্যদিনে ন বারুণ দিশং ন জ্ঞে কুজে চোত্তরাং,
মন্দেন্দ্বো র্দ্দিবসে ন শক্রককুভং যামীং গুরৌ ন ব্রজেৎ।
শূলানীতি বিলঙ্ঘ্য যান্তি পুরুষা যে বিত্তসখ্যাশয়া,
তে ভ্রষ্টাঃ পুনরাপতন্তি বিষমে শক্রেণ তুল্যা অপি।

শুক্রবারে ও রবিবারে এই বচনোক্ত নিয়মেও পশ্চিমদিকে দিক্‌শূল; এজন্য শুক্রবারে আর রবিবারে পশ্চিমদিকে যাত্রা নিষেধ। জ্ঞে-শব্দে বুধে অতএব বুধবারে, আর কুজবারে (মঙ্গলবারে) উত্তরে দিকশূল, এজন্য বুধবারে আর মঙ্গলবারে উত্তর দিকে গমন বিরুদ্ধ। শনিবারে ও সোমবারে শক্র-ককুভে অর্থাৎ শক্র শব্দে ইন্দ্র, আর ককুভ শব্দে দিক, ইন্দ্র সম্বন্ধীয় দিকে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে দিকশূল; এজন্য সোমবারে আর শনিবারে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা হইবে না। "যামীং গুরৌ ন ব্রজেৎ" অর্থাৎ গুরুবারে যম-সম্বন্ধীয় দিকে বা দক্ষিণ দিকে দিকশূল, এজন্য গুরুবারে দক্ষিণে যাত্রা হইবে না।

এই সকল দিকশূল দোষ লঙ্ঘন করিয়া অর্থাৎ উপেক্ষা করিয়া ধন বা বন্ধু প্রাপ্তি লালসায় যে সকল পুরুষগণ যাত্রা করেন। তাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়া পুনরপি বিষম সঙ্কটে পতন হইয়া থাকেন। যদি ইন্দ্র সদৃশ মহান্ পুরুষ হয়; তাঁহাকেও এই ফলভোগী হইতে হইবে।

মহাদগ্ধা নিরূপণং।

দ্বাদশ্যাঞ্চ মঘাদিত্যে, কৃত্তিকৈকাদশী বিধৌ।
দশম্যঙ্গারকে চার্দ্রা, বুধে মূলা তৃতীয়িকাং॥ ১॥
গুরৌ ষষ্ঠী ভরণ্যাঞ্চ, শুক্রেঽশ্বিন্যাং দ্বিতীয়িকাং।
অশ্লেষা সপ্তমী মন্দে, মহাদগ্ধা প্রকীর্ত্তিতা॥

অস্যমর্ম্মার্থো যথা;—

"আদিত্যে" অর্থাৎ রবিবারে, দ্বাদশী তিথিতযুক্ত মঘা নক্ষত্রে হইলে; "বিধৌ" অর্থাৎ সোমবারে, একাদশী তিথিতে কৃত্তিকা নক্ষত্র হইলে; "অঙ্গারকে" অর্থাৎ মঙ্গলবারে, দশমী তিথিতে আর্দ্রা নক্ষত্র হইলে; "বুধে" অর্থাৎ বুধবারে, তৃতীয়া তিথিতে মূলা নক্ষত্র হইলে "গুরৌ" অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে, ভরণী নক্ষত্র যুক্ত ষষ্ঠী তিথি হইলে; "শুক্রে" অর্থাৎ শুক্রবারে, অশ্বিনী নক্ষত্রের সহিত দ্বিতীয়া তিথি হইলে; "মন্দে" অর্থাৎ শনিবারে, অশ্লেষা নক্ষত্র সহ সপ্তমী তিথি হইলে, মহাদগ্ধা হইয়া শুভকর্ম্মের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করে; এজন্য কেহ মহাদগ্ধা তিথিতে যাত্রাদি কোন্ শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না।

রবিশুদ্ধি বিবরণং।

জন্মরাশেঃ শুভঃ সূর্য্য, স্ত্রি-ষষ্ঠ-দশ-লাভগঃ।
দ্বিপঞ্চ-নবগোঽপীষ্ট, স্ত্রয়োদশদিনাৎ পরঃ॥

অস্যার্থঃ। যাত্রা বা কর্ম্ম কর্ত্তার জন্ম রাশি হইতে রবিগ্রহ, "ত্রি" অর্থাৎ তৃতীয় রাশিগত বা ষষ্ঠ রাশিগত, বা দশম রাশিগত; বা "লাভ" অর্থাৎ একাদশ রাশিগত কিম্বা দ্বিতীয় পঞ্চম ও নবম রাশিগত হইলেও শুভফল দায়ক হয়।

মাসের ত্রয়োদশ দিবসের পরে কর্ত্তার জন্ম রাশি হইতে সূর্য্যগ্রহ, (রবি) শুদ্ধি হইলে নিশ্চয় শুভফলপ্রদ হইয়া থাকেন।

রাশিচক্র মেতৎ।

১ মেষ। বৈশাখে রবি, এই মেষ রাশিতে অবস্থান করেন।

২ বৃষ। জ্যৈষ্ঠে রবি, এই বৃষ রাশিতে বাস করেন।

৩ মিথুন। আষাঢ়ে রবি, এই মিথুন রাশিতে বাস করেন।

৪ কর্কট। শ্রাবণে রবি, এই কর্কট রাশিতে বাস করেন।

৫ সিংহ। ভাদ্রে রবি, এই সিংহ রাশিতে বাস করেন।

৬ কন্যা। আশ্বিনে রবি, এই কন্যা রাশিতে বাস করেন।

৭ তুলা। কার্ত্তিকে রবি, এই তুলা রাশিতে বাস করেন।

৮ বৃশ্চিক। অগ্রহায়ণে রবি, এই বৃশ্চিক রাশিতে বাস করেন।

৯ ধনুঃ। পৌষে রবি, এই ধনু রাশিতে বাস করেন।

১০ মকর। মাঘে রবি, এই মকর রাশিতে বাস করেন।

১১ কুম্ভ। ফাল্গুনে রবি, এই কুম্ভ রাশিতে বাস করেন।

১২ মীন। চৈত্রে রবি, এই মীন রাশিতে বাস করেন।

১। বৈশাখ মাসে রবিগ্রহ, মেষ রাশিতে বাস করেন।
২। জৈ্যষ্ঠ মাসে রবিগ্রহ, বৃষ রাশিতে বাস করেন।
৩। আষাঢ়ে রবিগ্রহ, মিথুন রাশিতে বাস করেন।
৪। শ্রাবণে রবিগ্রহ, কর্কট রাশিতে বাস করেন।

৫। ভাদ্রে রবিগ্রহ, সিংহরাশিতে বাস করেন।
৬। আশ্বিনে রবিগ্রহ, কন্যা রাশিতে বাস করেন।
৭। কার্ত্তিকে তুলা রাশিতে, রবিগ্রহ বাস করেন।
৮। অগ্রহায়ণে বৃশ্চিক রাশিতে, রবি অবস্থান করেন।
৯। পৌষে ধনূরাশিতে, রবির অবস্থান।
১০। মাঘে রবিগ্রহ, মকর রাশিতে অবস্থিতি করেন।
১১। ফাল্গুনে সূর্য্যগ্রহ, কুম্ভ রাশিতে বাস করেন।
১২। চৈত্রে রবিগ্রহ, মীনরাশিতে বাস করেন।

এক্ষণে এই রাশিচক্র দৃষ্টি করিয়া যাত্রাদি কর্ম্মকর্ত্তার নিজের জন্ম রাশি হইতে রবিগ্রহ, মাসানুসারে কোন রাশিতে বাস করিতেছেন; তাহা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক আপনার জন্ম রাশি হইতে গণনা করিয়া রবিগ্রহ তৃতীয় গৃহে, কি ষষ্ঠ গৃহে, কি দশম গৃহে, কি একাদশ গৃহে, কি দ্বিতীয় গৃহে, কি পঞ্চম গৃহে, কি নবম গৃহে অবস্থান করিতেছেন; তাহা সকলেই নিশ্চয় করিয়া নিজের পক্ষে রবিগ্রহের শুভাশুভ নিশ্চয় করিয়া যাত্রাদি শুভকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ যাত্রা বা কর্ম্ম কর্ত্তার জন্ম রাশি হইতে রবিগ্রহ পূর্ব্বোক্ত ঐ ঐ গৃহাগত হইলেই রবিশুদ্ধি হইয়া যাত্রা বা কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

চন্দ্রশুদ্ধি বিবরণং।

সপ্তমোপচয়াদ্যস্থঃ শশী সর্ব্বত্র শোভনঃ।
শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়স্তু পঞ্চমো নমব স্তথা॥

অস্যার্থঃ।—কর্ম্মকর্ত্তুর্জন্মরাশেঃ;—সপ্তমশ্চ, উপচয়শ্চ, আদ্যশ্চ; তে, সপ্তমোপচয়াদ্যাঃ; তেষু তিষ্ঠতি যঃ, স, ইতিবাক্যে স্থা-ধাতোঃ

পরঃ ডপ্রত্যয়ে কৃতে সপ্তমোপচয়াদ্যস্থঃ শশী চন্দ্রঃ সর্ব্বত্র অর্থাৎ সর্ব্বেষু কর্ম্মসু শোভনঃ শুভঃ স্যাৎ। তু কিন্তু, শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়ঃ পঞ্চমো নবমশ্চন্দ্র স্তথা শুভকরঃ ইত্যন্বয়ঃ।

"অথোপচয়সংজ্ঞা স্যাৎ, ত্রিলাভ রিপুকর্ম্মণাং।"

পাঠান্তরে। ত্রিলাভ রিপু কর্ম্মণাং ইত্যত্র "ত্রিষষ্ঠ দশলাভগঃ" ইতি জ্ঞাতব্যঃ।

অস্যার্থঃ। অথানন্তরং ত্রিলাভ রিপু কর্ম্মণাং অর্থাৎ কর্ম্মকর্ত্তৃণাং জন্মরাশে স্তৃতীয়-ষষ্ঠ-দশমৈকাদশ গৃহাণাং উপচয়সংজ্ঞা স্যাদিত্যর্থঃ।

অত্র ত্রিশব্দার্থঃ কর্ত্তুর্জন্মরাশে স্তৃতীয়গৃহং, লাভ-শব্দার্থঃ কর্ত্তুর্জন্মরাশেঃ ষষ্ঠ গৃহং, রিপু শব্দার্থঃ কর্ত্তুর্জন্মরাশের্দশমগৃহং, কর্ম্ম-শব্দার্থঃ কর্ত্তুর্জন্মরাশে রেকাদশ গৃহঞ্চ জ্ঞাতব্যং।

ফলতঃ কর্ত্তু র্জন্মরাশেঃ;—সপ্তম-গৃহাগতঃ, তৃতীয়গৃহাগতঃ, ষষ্ঠ-গৃহাগতঃ, দশম-গৃহাগতঃ, একাদশ-গৃহাগতঃ, আদ্যশ্চ অর্থাৎ জন্ম-রাশিগতশ্চ চন্দ্রঃ শুভকরঃ। শুক্ল-পক্ষীয়শ্চন্দ্রো যদি কর্ত্তুর্জন্মরাশে দ্বিতীয়গৃহাগতঃ পঞ্চমগৃহাগতো নবমগৃহাগতো বা স্যাৎ; তদা সোঽপি শুদ্ধচন্দ্র ইতি জ্ঞাতব্যঃ।

অস্য বঙ্গভাষা যথা;—

কর্ত্তার জন্মরাশি প্রথম গৃহে বা তথা হইতে সপ্তম গৃহে বা তৃতীয় গৃহে বা ষষ্ঠ গৃহে বা দশম গৃহে বা একাদশ গৃহে চন্দ্র অবস্থান করিলে শুভচন্দ্র হয়। এই শুভ চন্দ্রে যাত্রা বা কর্ম্ম করিলে, শুভচন্দ্রে যাত্রা ও কর্ম্ম করা হেতুক, উক্ত যাত্রা ও কর্ম্মাদি অবশ্যই শুভফলপ্রদ হইয়া থাকে।

শুক্লপক্ষে যাত্রা বা কর্ম্ম করিতে হইলে, কর্ত্তার জন্ম রাশি হইতে দ্বিতীয় গৃহে বা পঞ্চমগৃহে বা নবমগৃহে চন্দ্র বাস

করিলেও শুভচন্দ্র হয়। সেই শুভচন্দ্রের অবস্থানকালে যাত্রা বা কর্ম্ম করিলেও শুভচন্দ্রে যাত্রা এবং কর্ম্ম করা হইবে। তজ্জন্য যাত্রা ও কর্ম্মাদি শুভ হইয়া থাকে।

চন্দ্রশুদ্ধিজন্য-ফলবিশেষঃ।

সপ্তাদ্যচন্দ্রে ধ্রুবমর্থ-লাভঃ, ষষ্ঠে তৃতীয়ে ধনভোগমায়ুঃ।
সর্ব্বার্থসিদ্ধিং দশমে বদন্তি, হ্যেকাদশে স্বর্ব্বসুখানি চৈব॥

অস্যার্থঃ। যাত্রাদি কর্ম্মকর্ত্তার জন্মরাশি হইতে সপ্তম-রাশিগত চন্দ্রে, আদ্য বা প্রথম রাশিগত চন্দ্রে গমন হইলে নিশ্চয় ধনাগম হইয়া থাকে। যাত্রাদি কর্ম্মকর্ত্তার জন্ম-রাশি হইতে ষষ্ঠ রাশিগত চন্দ্রে বা তৃতীয় রাশিগত চন্দ্রে গমন হইলে ধনভোগ সহ আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়। যাত্রাদি কর্ম্মকর্ত্তার জন্ম-রাশি হইতে দশম রাশিগত চন্দ্রে গতি হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়। আর যাত্রাদি কর্ম্মকর্ত্তার জন্মরাশি হইতে একাদশ রাশিগত চন্দ্রে যাত্রা হইলে সর্ব্ব সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে।

চন্দ্রশুদ্ধি প্রশংসা।

করকচা মৃত্যুযোগাশ্চ দিনং দগ্ধং তথা পরে।
শুভে চন্দ্রে প্রণশ্যন্তি বৃক্ষা বজ্রা হতা ইব॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চন্দ্রশুদ্ধি পূর্ব্বক যাত্রা বা শুভকর্ম্মানু-ষ্ঠান হইলে, বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় করকচা যোগ জন্য দোষ, মৃত্যুযোগ জন্য দোষ বা অন্যান্য ভীষণ যোগ অর্থাৎ যমঘণ্টাদি যোগ জন্য দোষ সমূহ বিধ্বংস হইয়া যায়।

তারাস্তত্র ন গণ্যন্তে, যত্র চন্দ্র-বলোদ্ভবঃ।
স্বামিনা পরিতুষ্টেন, ভৃত্যক্রোধো নিরর্থকঃ॥

যে দিনে চন্দ্রবল অর্থাৎ চন্দ্রশুদ্ধি প্রতীয়মান হয়। সে দিনে নক্ষত্রবল অর্থাৎ নক্ষত্রশুদ্ধি না থাকিলেও যাত্রা ও কর্ম্মানুষ্ঠানে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন গৃহস্বামী সন্তুষ্ট থাকিলে ভৃত্যের ক্রোধ নিরর্থক হইয়া যায়। সেইরূপ সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অধীশ্বর চন্দ্র সুপ্রসন্ন থাকিলে অর্থাৎ চন্দ্রশুদ্ধি হইলে চন্দ্রপত্নী-তারা শুদ্ধি না হইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না অর্থাৎ বিরুদ্ধ তারার কোপ জন্য দোষ জন্মায় না।

কৃষ্ণে বলবতী তারা, শুক্লপক্ষে বলী শশী।
শুদ্ধিস্তয়োঃ ক্রমেণৈব, কর্ত্তব্যা দৈববিদ্ বুধৈঃ॥

কৃষ্ণে কৃষ্ণপক্ষে তারা বলবতী স্যাৎ অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে যাত্রাদি শুভকর্ম্মানুষ্ঠানে তারাশুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা। শুক্লপক্ষে শশী চন্দ্রো বলী স্যাৎ অর্থাৎ শুক্ল পক্ষে যাত্রাদি শুভকার্য্যে চন্দ্রশুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা। দৈববিদ্ বুধৈঃ পণ্ডিতৈ স্তয়োর্মধ্যে ক্রমেণ অর্থাৎ তারাচন্দ্রয়ো র্মধ্যে ক্রমশঃ শুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা করণীয়া ইতিশেষঃ।

কৃষ্ণপক্ষে যাত্রাদি শুভকার্য্যানুষ্ঠানে তারাশুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন। শুক্লপক্ষে যাত্রাদি শুভকর্ম্মানুষ্ঠানে চন্দ্রশুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন, এইরূপ দৈবজ্ঞ পণ্ডিতগণ উক্তি করিয়াছেন।

ঘাতচন্দ্র কথনং।

চন্দ্রভূতগ্রহা নেত্র, রসদিগ্বহ্নিসাগরাঃ।
বেদসিদ্ধিশিবাদিত্যা, ঘাতচন্দ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

অস্যমর্ম্মার্থঃ। চন্দ্রশব্দে ১। ভূতশব্দে ৫। গ্রহশব্দে ৯। নেত্রশব্দে ২। রসশব্দে ৬। দিকশব্দে ১০। বহ্নিশব্দে ৩।

সাগর শব্দে ৭। বেদশব্দে ৪। সিদ্ধিশব্দে ৮। শিবশব্দে ১১। আদিত্যশব্দে ১২। কর্ম্মকর্ত্তার জন্ম রাশি হইতে ক্রমান্বয়ে এই এই সংখ্যার চন্দ্র হইলে ঘাতচন্দ্র হয়। ইত্যাদি স্থলে লক্ষণা করিয়া চন্দ্র শব্দ জন্য ১ অঙ্কে আদ্য, ভূত শব্দ জন্য ৫ অঙ্কে পঞ্চম; গ্রহ শব্দ জন্য ৯ অঙ্কে নবম; নেত্র শব্দ জন্য ২ অঙ্কে দ্বিতীয়, রস শব্দ জন্য ৬ অঙ্কে ষষ্ঠ, দিক্ শব্দ জন্য ১০ অঙ্কে দশম, বহ্নি শব্দ জন্য ৩ অঙ্কে তৃতীয়, সাগর শব্দে ৭ অঙ্কে সপ্তম, বেদ শব্দ জন্য ৪ অঙ্কে চতুর্থ, সিদ্ধি শব্দ জন্য ৮ অঙ্কে অষ্টম, শিব শব্দ জন্য ১১ অঙ্কে একাদশ, আদিত্য শব্দ জন্য ১২ অঙ্কে দ্বাদশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ইহা বিস্তারভাবে নিম্নে বর্ণনা হইতেছে।

রাশি চক্রং পশ্য।
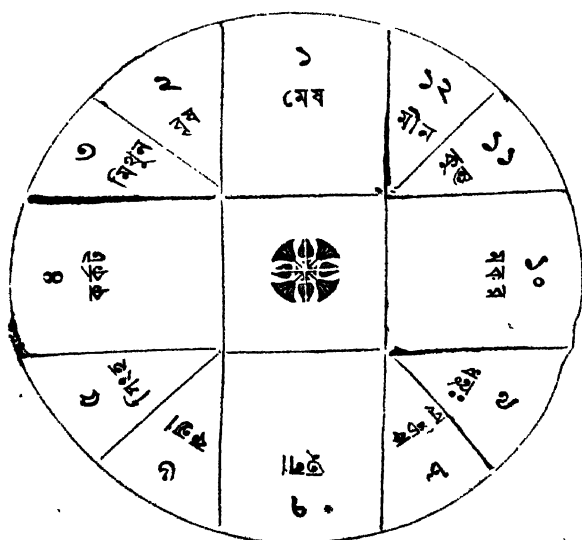
ফলতঃ এই রাশিচক্র দৃষ্টি পূর্ব্বক কর্ম্মকর্ত্তার জন্মরাশি হইতে গণনা করিয়া ঘাতচন্দ্র নির্ণয় করিতে হয়।

১ মেষ। মেষরাশি মনুষ্যের পক্ষে এই বচনোল্লিখিত চন্দ্র শব্দে ১ এক সংখ্যারাশির চন্দ্র অর্থাৎ মেষ রাশির চন্দ্র হইলে ঘাতচন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হয়। চন্দ্রের সংখ্যা এক; অতএব চন্দ্র শব্দে প্রথম সংখ্যাযুক্ত রাশির চন্দ্র ধরিয়া ব্যাখ্যা হইল।

২ বৃষ। বৃষরাশি মানবের পক্ষে, এই বচনোল্লিখিত ভূত শব্দে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ পদার্থের জ্ঞান হয়, এজন্য ভূত শব্দে লক্ষণা করিয়া পঞ্চম রাশির চন্দ্র হইলে অর্থাৎ বৃষরাশি হইতে পঞ্চম কন্যা রাশির চন্দ্র হইলে ঘাতচন্দ্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

৩ মিথুন। মিথুন রাশি জাতক-পক্ষে, এই বচনোল্লিখিত গ্রহ শব্দে ১ রবি, ২ সোম, ৩ মঙ্গল, ৪ বুধ, ৫ বৃহস্পতি, ৬ শুক্র, ৭ শনি, ৮ রাহু, ৯ কেতু এই নব গ্রহের জ্ঞান হয়; অতএব গ্রহ শব্দে লক্ষণা করিয়া নবম অর্থাৎ মিথুন রাশি হইতে নবম রাশির চন্দ্র (কুম্ভের চন্দ্র) হইলে ঘাতচন্দ্র হইয়া থাকে।

৪ কর্কট। কর্কট রাশি মানবের পক্ষে দ্বিতীয় চন্দ্র অর্থাৎ কর্কট রাশি হইতে দ্বিতীয় সিংহ রাশির চন্দ্র হইলে ঘাত চন্দ্র হইয়া থাকে। এই বচনোল্লিখিত নেত্রশব্দে স্থান বিশেষে ২ দুই, বা কোন স্থানে ৩ সংখ্যার জ্ঞান হইয়া থাকে; কিন্তু এখানে ২ দুই সংখ্যা ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নেত্র শব্দে লক্ষণা করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্র বলিয়া গণ্য হইল।

৫ সিংহ। সিংহ রাশি জাতকের অর্থাৎ সিংহ রাশি মানবের পক্ষে এই বচনোক্ত রস শব্দে লক্ষণা করিয়া ষষ্ঠ

জ্ঞান হইবে; এজন্য ষষ্ঠ চন্দ্র হইলে অর্থাৎ সিংহ রাশি হইতে ষষ্ঠ মকরাশির চন্দ্র হইলে ঘাত চন্দ্র হইয়া থাকে। রসশব্দে কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, লবণ, মধুর এই ষড়রসের জ্ঞান হয়; অতএব রসশব্দে ষষ্ঠ চন্দ্র (সিংহ হইতে ষষ্ঠ মকরের চন্দ্র) গণ্য হইল।

৬ কন্যা। কন্যা রাশি মানবের দশম চন্দ্র অর্থাৎ কন্যা রাশি হইতে দশম মিথুনের চন্দ্র হইলে ঘাতচন্দ্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই বচনে দিক্ শব্দে ১০ দশ দিকের জ্ঞান হইয়া থাকে, এজন্য এই বচনোল্লিখিত দিক শব্দে লক্ষণা করিয়া দশম চন্দ্র পরিগণিত হইল।

৭ তুলা। তুলারাশিযুক্ত মানবের পক্ষে এই বচনোল্লিখিত বহ্নি শব্দে তিন; কিন্তু লক্ষণা করিয়া তৃতীয় রাশিস্থ চন্দ্র হইলে অর্থাৎ তুলা রাশি হইতে তৃতীয় ধনূরাশির চন্দ্র হইলে ঘাতচন্দ্র হয়। বহ্নিদেব, তৃতীয়নক্ষত্র-কৃত্তিকার অধিষ্ঠাতা হইয়াছেন; এজন্য বহ্নিশব্দে শাস্ত্রকারগণ তিন সংখ্যা লইয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন; সেই হেতুক বহ্নি শব্দে লক্ষণা প্রযুক্ত তৃতীয় চন্দ্র বলিয়া গ্রহণ হইল।

৮ বৃশ্চিক। বৃশ্চিকরাশি মানবের পক্ষে এই বচনস্থিত সাগরশব্দে লক্ষণা করিয়া ৭ সপ্তম বলিয়া জ্ঞান হইবে; বৃশ্চিক রাশি হইতে সপ্তম বৃষ রাশির চন্দ্র হইলে, ঘাতচন্দ্র হইয়া থাকে। সাগরশব্দে সপ্ত সমুদ্রের জ্ঞান হয়; এজন্য সাগরশব্দে সপ্ত সংখ্যা ধরিয়া ব্যাখ্যা হয়; কিন্তু এস্থলে লক্ষণা জন্য সপ্তম চন্দ্র গ্রহণ হইল।

সপ্ত সমুদ্রো যথা;—"লবণেক্ষু সুরাসপি, র্দধিদুগ্ধ জলাত্মিকা"

অস্ত বঙ্গভাষা যথা ;—

১ লবণ সমুদ্র, ২ ইক্ষু সমুদ্র, ৩ সুরা সমুদ্র, ৪ ঘৃত সমুদ্র, ৫ দধি সমুদ্র, ৬ দুগ্ধ সমুদ্র, ৭ জলসমুদ্র ; সাগর শব্দে এই সপ্তবিধ সমুদ্রের জ্ঞান হইয়া থাকে।

৯ ধনুঃ। ধনূরাশি মানবের পক্ষে এই বচনোল্লিখিত বেদ শব্দে লক্ষণা করিয়া চতুর্থ চন্দ্রধৃত হইবে ; অতএব ধনূরাশি হইতে চতুর্থ-মীন-রাশির চন্দ্র হইলে ঘাতচন্দ্র হইয়া থাকে। বেদশব্দে সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব, ঋক্ এই চারি বেদের জ্ঞান হয় বলিয়া, বেদ শব্দে ৪ সংখ্যা ধরিয়া থাকেন।

১০ মকর। মকররাশি মনুষ্যের পক্ষে এই বচনোল্লিখিত সিদ্ধিশব্দে লক্ষণ করিয়া ৮ অষ্টম চন্দ্রধৃত হইবে, বস্তুতঃ মকররাশি হইতে অষ্টম-সিংহ রাশির চন্দ্র হইলে, ঘাতচন্দ্র বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। ১ অনিমা, ২ লঘিমা, ৩ প্রাপ্তি, ৪ প্রাকাম্য, ৫ মহিমা, ৬ ঈশিত্ব, ৭ বশিত্ব, ৮ কামাবশায়িতা ; এই ৮ অষ্ট বিধর নাম সিদ্ধি, কিন্তু ইহা সাধনলভ্য। সিদ্ধি শব্দে এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান হয়, এস্থানে লক্ষণা করিয়া সিদ্ধি শব্দে অষ্টম বলিয়া ধৃত হইয়া থাকে।

১১ কুম্ভ। কুম্ভ রাশি নরের পক্ষে এই বচনের শিব শব্দে ১১ একাদশ সংখ্যার জ্ঞান হয় ; কিন্তু লক্ষণা করিয়া কুম্ভ রাশি হইতে একাদশ ধনূরাশির চন্দ্র হইলে, ঘাতচন্দ্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। শিব শব্দে একাদশ রুদ্রের জ্ঞান হইয়া থাকে ; এজন্য পণ্ডিতগণ শিবশব্দে স্থান বিশেষে অর্থকালীন একাদশ সংখ্যা গ্রহণ করেন ; কিন্তু এখানে লক্ষণা জন্য একাদশের পুরণীভূত রাশি ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১২ মীন। মীনরাশি মানবের পক্ষে এই বচনে লিখিত আদিত্য শব্দে লক্ষণা করিয়া ১২ দ্বাদশ চন্দ্রের জ্ঞান হয়; অতএব মীনরাশি হইতে দ্বাদশ রাশিকুম্ভের চন্দ্র হইলে ঘাতচন্দ্র হইয়া থাকে। আদিত্য শব্দে দ্বাদশ সূর্য্যের জ্ঞান জন্য শাস্ত্রকারগণ আদিত্য শব্দে দ্বাদশ সংখ্যা ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

আধুনিক মুদ্রিত দিন পঞ্জিকার বামপার্শ্বে (রুলের মধ্যে) প্রতি দিন, যে রাশির চন্দ্র; সেই রাশির সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা কিম্বা রাশির নামকরণ করিয়া চন্দ্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টি পূর্ব্বক রাশিচক্র ধরিয়া গণনা করিলে ঘাতচন্দ্রাদি নির্ণয় করিতে সকলেই সমর্থ হইবেন।

ঘাতচন্দ্রে গমন ফলং।

ঘাতচন্দ্রে কৃতা যাত্রা, কৃতোদ্বাহাদি মঙ্গলং।
ক্লেশায় মরণায়ৈব গর্গাচার্য্যেণ ভাষিতং॥

অস্য মর্ম্মার্থঃ। ঘাতচন্দ্রে যাত্রা কিম্বা বিবাহাদি মঙ্গল জনক ক্রিয়া করিলে ক্লেশ ও মরণের নিমিত্ত হইয়া থাকে। এই কথা গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন।

চন্দ্রদগ্ধা বিবরণং।

মাসদগ্ধা লক্ষণাভ্যন্তরে, ৩১ পৃষ্ঠা ২৩ পঙ্‌ক্তিতে যথা—
"রাশ্যো শ্চন্দ্রস্য চ বরেঃ, স্থিত্যা বাচ্যং ফলং বুধৈঃ।"

পূর্ব্বোক্ত ৩১ পৃষ্ঠা হইতে, বর্ণিত মাসদগ্ধার লক্ষণে, প্রত্যেক চরণে দুই দুই রাশির উল্লেখ করিয়াছেন। পক্ষভেদে অর্থাৎ, শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ ভেদে, সেই সেই রাশিতে সূর্য্যের

অবস্থান দ্বারা যেমন মাসদগ্ধা নিরূপণ হইয়াছে; সেইরূপ, সেই সেই রাশিতে চন্দ্রের অবস্থান দ্বারা চন্দ্র দগ্ধা নিরূপণ করিতে হইবে। (৩১ পৃষ্ঠা হইতে ৩৮ পৃষ্ঠা দেখ)। যথা;—

১। বৈশাখে শুক্লা ষষ্ঠী দগ্ধা, অতএব বৈশাখের রাশি মেষের চন্দ্র হইয়া, যে কোন মাসের শুক্লাষষ্ঠী প্রাপ্ত হইলেই, দগ্ধ চন্দ্র হইয়া থাকে।

২। জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্থী দগ্ধা; অতএব জ্যৈষ্ঠ মাসের রাশি বৃষের চন্দ্র হইয়া, যে কোন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থী সংযুক্ত চন্দ্র হইলেই দগ্ধচন্দ্র হইবে।

৩। আষাঢ়ে শুক্লা অষ্টমী দগ্ধা; অতএব আষাঢ় মাসের রাশি মিথুনের চন্দ্র হইয়া, যে কোন মাসের শুক্লা অষ্টমী প্রাপ্ত হইলেই দগ্ধ চন্দ্র হইবে।

৪। শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণা ষষ্ঠী দগ্ধা; অতএব শ্রাবণ মাসের রাশি কর্কটের চন্দ্র হইয়া, যে কোন মাসের কৃষ্ণাষষ্ঠী প্রাপ্ত হইলেই দগ্ধ চন্দ্র হইয়া থাকে।

৫। ভাদ্র মাসে শুক্লা দশমী দগ্ধা; অতএব ভাদ্র মাসের রাশি সিংহের চন্দ্র হইয়া, যে কোন মাসের শুক্লা দশমী প্রাপ্ত হইলেই চন্দ্র দগ্ধা হইবে।

৬। আশ্বিন মাসে কৃষ্ণা অষ্টমী দগ্ধা; অতএব আশ্বিন মাসের রাশি কন্যার চন্দ্র হইয়া, যে কোন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী প্রাপ্ত হইলেই দগ্ধ চন্দ্র হয়।

৭। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী দগ্ধা; অতএব কার্ত্তিক মাসের রাশি তুলার চন্দ্র হইয়া, যে কোন মাসের শুক্লা দ্বাদশী প্রাপ্ত হইলে দগ্ধ চন্দ্র হইয়া থাকে।

৮। অগ্রহায়ণে কৃষ্ণা দশমী দগ্ধা; সেই অগ্রহায়ণ মাসের রাশি বৃশ্চিক; অতএব বৃশ্চিক রাশির চন্দ্র হইয়া, যে কোন মাসের কৃষ্ণা দশমী প্রাপ্ত হইলেই, দগ্ধ চন্দ্র বলিয়া কথিত হইবে।

৯। পৌষ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া দগ্ধা; সেই পৌষ মাসের রাশি ধনুঃ; অতএব সেই ধনূরাশির চন্দ্র হইয়া, যে কোন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া প্রাপ্ত হইলেই চন্দ্র দগ্ধা হয়।

১০। মকররাশি মাঘ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী দগ্ধা; অতএব মকররাশির চন্দ্র হইয়া, যে কোন মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী প্রাপ্ত হইলেই দগ্ধ চন্দ্র হইবে।

১১। কুম্ভরাশি যুক্ত ফাল্গুনে শুক্লা চতুর্থী দগ্ধা; অতএব কুম্ভরাশির চন্দ্র হইয়া, যে কোন মাসের শুক্লা চতুর্থী প্রাপ্ত হইলেই দগ্ধচন্দ্র হইয়া থাকে।

১২। মীনরাশি চৈত্র মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া দগ্ধা; অতএব মীনরাশির চন্দ্র হইয়া, যে কোন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া প্রাপ্ত হইলেই চন্দ্র দগ্ধা হইবে।

———o———

দগ্ধচন্দ্র গমনে ফলং।

মাসদগ্ধা দিবসে যাত্রা করিলে সংস্কৃত ভাষায় ৩২ পৃষ্ঠায় আর বঙ্গভাষায় ৩৫ পৃষ্ঠায়, যে যে ফল কথিত হইয়াছে; চন্দ্র দগ্ধার দিবসে গমন জন্য, সেই সেই ফল অবশ্যম্ভাবি জানিবেন। যেহেতু মাসদগ্ধা সহ চন্দ্রদগ্ধা একত্র বর্ণিত হইয়া ফলাফল কথিত হইয়াছে।

———o———

বিষ্টিভদ্রাদোষ কথনং।

তৃতীয়া দশমী শেষে, তৎপঞ্চম্যোস্তু পূর্ব্বতঃ।
কৃষ্ণে বিষ্টিঃ সিতে তদ্বৎ, তাসাং পরতিথিষপি॥

অস্য মর্ম্মার্থো যথা;—কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া ও দশমীর শেষার্দ্ধে, সপ্তমী ও চতুর্দ্দশীর পূর্ব্বার্দ্ধে বিষ্টিভদ্রা হইয়া থাকে। এই বিষ্টিভদ্রা দোষে যাত্রাদি শুভকর্ম্ম করিবেন না।

"তৎ পঞ্চম্যোস্তু পূর্ব্বতঃ" ইত্যত্র কুটার্থঃ, তস্মাৎ সংস্কৃত ভাষয়া ব্যাখ্যাষ্যামি। যথা—তাভ্যাং তৃতীয়া-দশমীভ্যাং পঞ্চমী, তৎ পঞ্চমী; তয়োঃ তৎ পঞ্চম্যোঃ অর্থাৎ কৃষ্ণ তৃতীয়ায়াঃ পরা পঞ্চমী (কৃষ্ণ পক্ষীয় তৃতীয়ায়াঃ পরেষাং পঞ্চানাং পুরণী কৃষ্ণা সপ্তমীত্যর্থঃ এবং কৃষ্ণ দশম্যাঃ পরা পঞ্চমী অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষীয় দশম্যাঃ পরেষাং পঞ্চানাং পুরণী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীত্যর্থঃ। অতএব তয়োঃ কৃষ্ণ পক্ষীয় সপ্তমী চতুর্দ্দশ্যোঃ) পূর্ব্বতঃ পূর্ব্বভাগে বিষ্টিভদ্রা স্যাৎ।

অস্যবঙ্গভাষা (এই ৬৩ পৃষ্ঠায়) পূর্ব্বে লিখিতা।

শুক্লপক্ষে চতুর্থী ও একাদশীর শেষার্দ্ধ ভাগে এবং অষ্টমী ও পূর্ণিমার পূর্ব্বার্দ্ধ ভাগে বিষ্টিভদ্রা হইয়া থাকে। এই বিষ্টিভদ্রা তিথিতে যাত্রা বা শুভানুষ্ঠান করিবেন না।

"সিতে শুক্লপক্ষে ইত্যর্থঃ।" "তদ্বৎ পূর্ব্বৎ ইত্যর্থঃ।"
"তাসাং পরতিথিষপি।"

অস্যার্থো যথা;—শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া দশমী সপ্তমী চতুর্দ্দশী তিথীনাং পরতিথিষু অর্থাৎ শুক্লপক্ষীয়-চতুর্থ্যেকাদশ্যষ্টমী পূর্ণিমা-তিথিষু তদ্বৎ পূর্ব্ববৎ ফলং স্যাৎ অর্থাৎ শুক্লপক্ষীয়

চতুর্থ্যেকাদশীতির্থ্যোঃ শেষার্দ্ধভাগে বিষ্টিভদ্রা স্যাৎ এবং শুক্ল-পক্ষীয়াষ্টমী-পূর্ণিমাতির্থ্যোঃ পূর্ব্বার্দ্ধভাগে চ বিষ্টিভদ্রা স্যাৎ ইত্যর্থঃ। "অস্যবঙ্গভাষা (৬৩ পৃষ্ঠায়) পূর্ব্বে লিখিতা।"

অন্যমতে বিষ্টিভদ্রা নিরূপণং।

একাদশ্যাশ্চতুর্থ্যাস্তু শেষার্দ্ধে শুক্ল-পক্ষকে।
অষ্টমী পৌর্ণমাস্যোস্তু পূর্ব্বার্দ্ধে বিষ্টি-সম্ভবঃ॥

অস্যার্থঃ। শুক্লপক্ষীয় একাদশী ও চতুর্থীর শেষার্দ্ধে, অষ্টমী ও পূর্ণিমার পূর্ব্বার্দ্ধভাগে বিষ্টিভদ্রাদোষ হইয়া থাকে। ইহাতে যাত্রাদি শুভকার্য্য করিবেন না।

কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ায়া দশম্যাশ্চ পরার্দ্ধতঃ।
সপ্তম্যাশ্চ চতুর্দ্দশ্যাঃ পূর্ব্বার্দ্ধে বিষ্টিরীরিতা॥

কৃষ্ণপক্ষীয় তৃতীয়া দশমীর পরার্দ্ধে এবং সপ্তমী চতুর্দ্দশীর পূর্ব্বার্দ্ধে বিষ্টিভদ্রা দোষ হইয়া থাকে। ইহাতে যাত্রাদি শুভকর্ম্ম নিষিদ্ধ।

বিষ্টিভদ্রা ফলং।

বিহায় বিষরৌদ্রাণি বিষ্টিং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ।
বিষ্টি শেষে ত্রিদণ্ডেঽপি পুচ্ছে কার্য্যং শুভাবহং।

অস্য বঙ্গভাষয়া ব্যাখ্যাষ্যামি।—

বিষদোষ ও রৌদ্রদোষকেও (ভরণী ও আর্দ্রা ইত্যাদি ভীষণ অযাত্রিক নক্ষত্র দোষকেও) বরং উপেক্ষা হইতে পারে; কিন্তু বিষ্টিভদ্রা দোষ কদাপি উপেক্ষা হইতে পারে না। এজন্য সকল কর্ম্মেই বিষ্টিদোষ ঘটিত সময়কে বর্জ্জন পূর্ব্বক শুভকর্ম্ম বা যাত্রাদি করা বৈধ। আর বিষ্টি-ভদ্রার ঐ নিরূপিত

সময়ের শেষ ৩ তিন দণ্ডে বিষ্টিভদ্রার লক্ষ্য থাকে না বলিয়া, কেবল সেই শেষ তিন দণ্ডে যাত্রাদি শুভ কর্ম্ম করা যাইতে পারে।

বিষ্টিভদ্রা-নিবাসস্থান-নিরূপণং।

মেষোক্ষ কৌর্পমিথুনে ঘটসিংহ মীন,
কর্কটে চাপমৃগতৌলি সুতাসু সূর্য্যে।
স্বর্মর্ত্যনাগ নাগরীং ক্রমশঃ প্রযাতি,
বিষ্টিঃ ফলান্যপি দদাতি হি তত্র দেশে॥

অস্য মর্ম্মার্থং বর্ণয়ামি।—

১। মেষশব্দে মেষ রাশিস্থ বৈশাখ মাস, উক্ষন্‌শব্দে বৃষরাশিস্থ জ্যৈষ্ঠ মাস, কৌর্পশব্দে বৃশ্চিক রাশিস্থ অগ্রহায়ণ মাস, মিথুনশব্দে মিথুনরাশিস্থ আষাঢ় মাস, এই সকল মাসে স্বর্গলোকে বিষ্টিভদ্রা বাস করেন।

২। ঘটশব্দে কুম্ভরাশি ফাল্গুন মাস, সিংহ শব্দে সিংহ রাশিস্থ ভাদ্র মাস, মীন শব্দে মীনরাশিস্থ চৈত্র মাস, কর্কট শব্দে কর্কট রাশিস্থ শ্রাবণ মাস ; এই ৪ চারি মাসে মর্ত্ত্য-লোকে বিষ্টিভদ্রা বাস করেন।

৩। চাপশব্দে ধনুরাশিস্থ পৌষ মাস ; মৃগ শব্দে মকর রাশিস্থ মাঘ মাস, তৌলি শব্দে তুলা রাশিস্থ কার্ত্তিক মাস, সুতাশব্দে কন্যা রাশিস্থ আশ্বিন মাস ; এই ৪ মাসে পাতাল পুরীতে বিষ্টিভদ্রা বাস করেন।

৪। বিষ্টিভদ্রা যখন যেখানে বাস করেন ; সেই স্থানেই তাঁহার প্রাদুর্ভাব, এজন্য সেই স্থানে দুর্ঘটনা ইত্যাদি কুৎসিত ফল প্রকাশ হইয়া থাকে।—অন্যত্র শুভফল।

পুন র্বিষ্টিভদ্রা ফলং।

স্বর্গে ভদ্রা শুভং কার্য্যং পাতালে চ ধনাগমঃ।
মর্ত্ত্যলোকে যদা ভদ্রা সর্ব্বকার্য্য-বিনাশিনী॥

অস্য মর্ম্মার্থং লিখামি।—

স্বর্গলোকে যেকালে ভদ্রা অর্থাৎ বিষ্টিভদ্রা বাস করেন, সেই সময়ে মর্ত্ত্যলোকে শুভকর্ম্ম সমস্ত সুসম্পান্ন হয়। নাগ-লোকে অর্থাৎ পাতালে যে সময়ে ভদ্রার অবস্থিতি হয়; সেই কালে মর্ত্ত্যলোকে মানবগণের ধনাগম হইয়া থাকে। এবং মর্ত্ত্যলোকে যেকালে বিষ্টিভদ্রা বাস করেন, সে সময়ে ভূস্থজনগণের সকল কার্য্য বিনষ্ট হইয়া নানা কারণে ক্লেশ ভোগ হইয়া থাকে।

অতএব বিষ্টিভদ্রা কোথায় বাস করিতেছেন, ইহা অনু-সন্ধান পূর্ব্বক শুভাশুভকার্য্যে মনোনিবেশ করা যুক্তিযুক্ত; ইহাই শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য।

বিষ্টিভদ্রা প্রতিপ্রসবং বচনং।

দিবা পরার্দ্ধজা বিষ্টিঃ, পূর্ব্বার্দ্ধা স্যাৎ তথা নিশি।
তদা ভদ্রা ন দোষায়, সা ভদ্রা ভদ্রদায়িকা॥

অস্য মর্ম্মার্থং বক্ষ্যামি।—

যে তিথির শেষার্দ্ধ ভাগে বিষ্টিভদ্রা হয়, সেই শেষার্দ্ধ যদি দিবা ভাগে প্রাপ্তি হয়; সেই বিষ্টিভদ্রা তিথি দোষাবহ হয় না; বরং হিতকরী হইয়া থাকে।

এবং যে তিথির প্রথমার্দ্ধে বিষ্টিভদ্রা উপস্থিত হয়; সেই প্রথমার্দ্ধ যদি নিশাভাগে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই বিষ্টিভদ্রাও

মঙ্গলদায়িকা; অতএব এরূপ বিষ্টিভদ্রাতে যাত্রাদি শুভানুষ্ঠান হইলে বরং শুভফল হইয়া থাকে।

১। কিঞ্চিদ্ বক্তব্য।

প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা বর্ণিত হইল। ইহা জ্যোতিষ ও স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে পঞ্জিকা দর্শনযোগ্য সোপান বা উপদেশ জানিবেন। ইহা হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক পাঠ করিয়া বচন ও নিয়মাদি অভ্যস্ত করিলে পঞ্জিকাদর্শন করিয়া যাত্রিক শুভাশুভ দিন নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন। ইহাতে অণু-মাত্র সংশয় নাই। পঞ্জিকায় যে দিন শুভযাত্রা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কদাপি তাহা সকলের পক্ষে শুভ হইতে পারে না। পূর্ব্বে ৭ পৃষ্ঠা হইতে এ পর্য্যন্ত, ইহা বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে; তত্রাপি বলিতেছি যে, একদা সকলের পক্ষে অর্থাৎ রাশি সমূহের পক্ষে একদিনে শুভ চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি হইবে না, সেই জন্য যাত্রাদি বিষয়ে এক শুভ দিন সকলের পক্ষে কখনই শুভ হইতে পারে না। যেহেতু জন্ম-রাশি ও জন্ম নক্ষত্র সকল মানবের পৃথক্ পৃথক্ বিদ্যমান রহিয়াছে।

অতএব সংকৃত এই ক্ষুদ্র পুস্তক খণ্ড পাঠ করিলে বিশেষ রূপে যাত্রিক দিন নিরূপণে সমর্থ হইবেন; ইহাতে সন্দেহ কি?

চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি পূর্ব্বক যাত্রা করিলে উত্তম যাত্রা হইয়া থাকে। তবে অশ্লেষা মঘা ভরণী ইত্যাদি অযাত্রিক কুৎসিত নক্ষত্র আর মৃত্যুযোগাদি ত্যাগ করিয়া যাত্রা

করিলেই একরূপ উত্তমা যাত্রা হইবে। যে হেতুক চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি থাকিলে অন্যান্য শত দোষেও কিছু করিতে পারে না; ইহাই শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য জানিয়া কার্য্য করিবেন।

২। দ্বিতীয় বক্তব্য।

শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি সহ শুভদিন প্রাপ্ত হইবার পক্ষে প্রায় বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। সেস্থলে ঊষার যাত্রা বা গো ধূলির যাত্রা কিম্বা লাগ্নিকী যাত্রা অবলম্বনে কার্য্য করিলে অবশ্যই শুভফল ঘটিয়া থাকে। তাহা ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

গোধূলি ব্যবস্থা।

তদপি ব্যাসেনোক্তং জ্যোতিষতত্ত্বে।

লগ্নশুদ্ধির্যদা নাস্তি, প্রাপ্তকালোঽতিবর্ত্ততে।
অবিশেষেণ বর্ণানাং, তদা গোধূলিরিষ্যতে॥

অস্য মর্ম্মার্থো যথা।—

যেকালে লগ্নশুদ্ধি হয় না, কিম্বা চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি পূর্ব্বক পবিত্র দিনের অভাব হইয়াছে। সেই সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সম্যক্ জাতির সম্বন্ধে, গোধূলির যাত্রা অবলম্বন করিতে হয়। এই বচনে গোধূলিশব্দে লক্ষণা করিয়া ঊষার যাত্রাও অবলম্বন হইয়া থাকে।

ঊষাযাত্রা বর্ণনা। ক্রমশঃ—

"ঊষা করোতি কল্যাণং যদি পূর্ব্বং ন গচ্ছতি।"

অস্যার্থো যথা।—

ঊষা কল্যাণং মঙ্গলং করোতি, যদি পূর্ব্বং পূর্ব্বদেশং (পূর্ব্বভাগং) ন গচ্ছতীত্যর্থঃ।

যদি পূর্ব্বদিকে গমন না হয়; তাহা হইলে ঊষাকালে যাত্রা করিলে শুভযাত্রা হইয়া মঙ্গলদায়িনী হয়।

ঊষালক্ষণং।

প্রভ্রষ্ট দ্যুতি-তারকা স্ফুটতটী প্রাচীভবেন্নির্ম্মলা,
কিঞ্চিদ্রক্তবিলোহিতাঙ্গধবলা দেবৈঃ সদা বাঞ্ছিতা।
ন বারং ন তিথিং ন যোগকরণং বস্ত্রঞ্চ নাপেক্ষতে,
হিত্বা দোষসহস্র-কণ্টক-দিনান্যুষা করোত্যুন্নতিং॥

অস্যার্থো যথা;—

বক্ষ্যমাণবিশেষণান্বিতা ঊষা দেবৈর্দেববর্গৈঃ সদা সর্ব্বস্মিন্‌কালে বাঞ্ছিতা প্রার্থিতা ইত্যন্বয়ঃ। সা ঊষা কিম্ভূতা, "প্রভ্রষ্ট-দ্যুতি-তারকা," প্রভ্রষ্টদ্যুতয় স্তারকা নক্ষত্রাণি যত্র ঊষায়াং নিশাবসানে ইতি ব্যাসবাক্যে, প্রভ্রষ্ট দ্যুতিতারকা অর্থাৎ নক্ষত্র জ্যোতীরহিতা ঊষা ইতি জ্ঞেয়া। পুনঃ কিম্ভূতা "স্ফুটতটী," স্ফুটা তটী দিগ্‌ যত্র ঊষায়াং ইতি ব্যাসবাক্যে, স্ফুটতটী প্রকাশদিগ্‌ ঊষা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতা "প্রাচীভবেন্নির্ম্মলা" অর্থাৎ যত্র ঊষায়াং নিশাবসানে, প্রাচী পূর্ব্বদিক্‌, নির্ম্মলা পরিষ্কৃতা ভবেৎ, সা ঊষা জ্ঞাতব্যা ইতি শেষঃ। পুনঃ কিম্ভূতা "কিঞ্চিদ্রক্ত-বিলোহিতাঙ্গধবলা" কিঞ্চিদ্রক্তেন ঈষদ্রক্তবর্ণতয়া বিলোহিতাঙ্গং রক্তবর্ণাঙ্গং ধবলঞ্চ শুভ্রঞ্চ যত্র ঊষায়াং নিশাবসানে ইতি ব্যাসবাক্যে, কিঞ্চিদ্রক্ত-বিলোহিতাঙ্গধবলা অর্থাৎ ঈষদ্রক্তেন সহ শুভ্রাঙ্গবিশিষ্টা ঊষা দেবৈঃ সদা বাঞ্ছিতা।

"ন বারং ন তিথিং ন যোগকরণং বস্ত্রঞ্চ নাপেক্ষতে;"

তস্যাং দেববাঞ্ছিতায়াং ঊষায়াং বারং উত্তমবারং ন অপেক্ষতে, তিথিং উত্তমাং তিথিং ন অপেক্ষতে, যোগং অমৃতযোগাদিকং ন অপেক্ষতে, করণং উত্তমকরণং ন অপেক্ষতে, বস্ত্রঞ্চ নাপেক্ষতে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিশেষণান্বিত দেববাঞ্ছিতায়াং ঊষায়াং প্রাপ্তায়াং গচ্ছেৎ।

"হিত্বা দোষসহস্রকণ্টকদিনান্যুষাকরোত্যুন্নতিং।"

সহস্রঞ্চ তৎ কণ্টকঞ্চেতি সহস্রকণ্টকং, দোষাণাং সহস্রকণ্টকং দোষসহস্রকণ্টকং; তেন সহ দিনানি দোষসহস্রকণ্টকদিনানি হিত্বা ত্যক্ত্বা উষা উন্নতিং করোতীত্যর্থঃ।

অস্য বঙ্গভাষা যথা;—

নিশাবসানে যখন নক্ষত্র সকল জ্যোতির্ব্বিহীন হইয়া ম্লানভাবপ্রাপ্তি হইয়াছেন, যখন দিক্ সকল প্রকাশ পাইতেছে; এবং যখন পূর্ব্বদিগ্ নির্ম্মলা হইয়া প্রভাতানুষ্ঠান হইতেছে। সেই সময়ের নাম উষা। এরূপ উষাকালকে সম্ভোগার্থ দেবগণ সতত বাঞ্ছিত হইয়া থাকেন।

এই উষাকালে যাত্রা করিলে শুভ বার ও তিথি, অমৃতযোগ ও সিদ্ধিযোগ বা উক্তসকরণাদির প্রয়োজন হয় না। এই প্রকার দেববাঞ্ছিত উষাকাল প্রাপ্ত হইলে বস্ত্রাদি লইতেও অপেক্ষা করিবেন না। তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিবেন।

যে দিন এইরূপ উষায় যাত্রা করা হইবে, সেই দিন যদি সহস্রদোষযুক্ত হয়, তত্রাপি উষার যাত্রা মঙ্গলদায়িনী হইবে। ইহাতে সংশয় নাই। পূর্ব্বদিগ ভিন্ন সকল দিকেই উষার যাত্রা মঙ্গলময়ী হইয়া থাকে।

উষায়া লক্ষণান্তরং। জ্যোতিষতত্ত্বে

আরক্তসন্ধ্যং রজনীবিরামং, বদন্ত্যুষা-যোগমিহপ্রবীণাঃ।
আহুঃ প্রযাতুং সকলার্থসিদ্ধিং, সংলক্ষ্যতে হস্ততলস্থিতেব॥

অস্যার্থো যথা। ইহ যাত্রাবিষয়ে প্রবীণাঃ প্রাচীনপণ্ডিতাঃ সর্ব্বে, "আরক্তসন্ধ্যং" আরক্তা ঈষদ্রক্তা সন্ধ্যা দিবারজনীমধ্যকালঃ যত্র ইতি ব্যাসবাক্যে আরক্তসন্ধ্যং ঈষদ্রক্ত দিবারজনী মধ্যকালং;

"রজনীবিরামং" রজন্যা বিরামো হবসানং যত্র ইতি ব্যাসবাক্যে রজনীবিরামঃ রজন্যবসানং এবম্ভূতং তং কালং উষাযোগং বদন্তী-ত্যর্থঃ। সকলানাং সর্ব্বেষাং অর্থঃ প্রাপ্তব্যবিষয়ঃ সকলার্থঃ, তস্য সিদ্ধিং লাভার্থং প্রযাতুং গন্তুং আহুঃ ব্রুবন্তীতিশেষঃ। হস্ততলে করতলে স্থিতা সকলকর্ম্মদায়িনী ইব উষা সংলক্ষ্যতে দৃশ্যতে জনৈরিতিশেষঃ।

অস্য সর্ম্মার্থো যথা—

রজনীর অবসান সময়ে যখন ঈষৎ রক্তবর্ণে শোভিত হইয়া উষা (দিবা রজনীর মধ্যভাগ)। উদ্‌ভাসিত হয়; সেই উষাযোগকে প্রাচীনগণ যাত্রা বিষয়ে ভূরি প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। এইরূপ উষাকালে যাত্রা করিলে সকলার্থ সিদ্ধি হইয়া থাকে। আর উষাযাত্রাকারি-মানবের পক্ষে সকল কর্ম্ম-ই করতলস্থ প্রায় সঙ্গত হয়।

উষা সম্বন্ধে শেষ বক্তব্য এই যে, উষার যাত্রা সর্ব্বোত্তমা; ইহাতে সংশয় মাত্র নাই, কিন্তু তন্মধ্যে রবিবারের শেষ সোম-বারের পূর্ব্বকাল সম্বন্ধীয় উষা, আর বৃহস্পতিবারের শেষ শুক্রবারের পূর্ব্বকাল সম্বন্ধীয় উষা, এই দুই উষা সর্ব্বোৎ-কৃষ্ণা। ইহা ব্যবহারিক ব্যবস্থা; কিন্তু ইহা পরীক্ষাতেও সর্ব্বোত্তমা উষা বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে।

গোধূলি যাত্রা বর্ণনা।

সন্ধ্যাতপারুণিত পশ্চিমদিগ্ বিভাগে,
ব্যোম্নি স্ফুরদ্ নিরলতারকসন্নিবেশে।
রুদ্ধে গবাং খুরপুটোদ্গলিত রজোভি-
গোধূলিরেষ কথিতো ভৃগুজেন যোগঃ॥

অস্যার্থঃ। যদা; সন্ধ্যায়াং দিবারজনী মধ্যভাগসময়ে, আতপেন

ঈষৎ সূর্য্যকিরণেন, অরুণিতঃ পশ্চিমদিগ্ বিভাগো যত্র ইতি ব্যাস-বাক্যে সন্ধ্যাতপারুণিতপশ্চিমদিগ্ বিভাগঃ; তস্মিন্ ব্যোম্নি আকাশে, এবং স্ফুরন্তো বিরলতারকাঃ তেষাং সন্নিবেশো যত্র ব্যোম্নি; তৎ, তস্মিন্ ব্যোম্নি; এবং যদা, গবাং খুরপুটেন খুরসমূহেন উদ্গলিত-রজোভির্ধূলিভী রুদ্ধে আচ্ছাদিতে ব্যোম্নি সতি, স এষ কালঃ ভৃগুজেন গোধূলির্যোগঃ কথিতঃ।

সন্ধ্যা সময়ে ঈষৎ সূর্য্যকিরণে পশ্চিমদিগ্ বিভাগ অরুণ-বর্ণ হইয়া আকাশমণ্ডলকে যখন শোভিত করিতেছে। এবং যে সময়ে স্ফূর্ত্তিময়ী বিরলতারক-শ্রেণী শূন্যমার্গে প্রকাশিত হইতেছে; আর যে সায়ংকালে প্রত্যাগত গোসমূহের খুর বিগলিত ধূলি দ্বারা আকাশমার্গ আবৃত হইতেছে। সেইরূপ সন্ধ্যাকালের নাম ভৃগুজ ইত্যাদি পণ্ডিতগণ শাস্ত্রে গোধূলি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এই গোধূলি সময়ে যাত্রাদি শুভকর্ম্ম করিলে নিশ্চয় মঙ্গলময়ী যাত্রা ও ক্রিয়া হইয়া থাকে; ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। গোধূলিযাত্রার শুভাশুভ, ঊষাযাত্রা সহ একত্র বর্ণিত হইয়াছে। যেহেতু গোধূলি আর ঊষার যাত্রা তুল্য পদার্থ।

লাগ্নিকী যাত্রা ব্যবস্থা।

অশ্লেষা, মঘা, ভরণী, অমাবস্যা, চন্দ্রদগ্ধা, মাসদগ্ধা, মৃত্যুযোগ ইত্যাদি দোষ সংঘটিত দিনে যদ্যপি বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ রাজন্য-বর্গের বা রাজপ্রতিনিধি কর্ম্মচারিগণের যাত্রা করিতে হয়। তাহা হইলে, সেস্থলে লগ্নশুদ্ধি পূর্ব্বক যাত্রা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা সকল দিনেই প্রাপ্তব্য।—অতএব তত্র স্থলে লাগ্নিকী যাত্রা ব্যবস্থা।

লাগ্নিকী যাত্রা স্থির করিতে হইলে, প্রথমতঃ বিপল, পল, দণ্ড, প্রহর ইত্যাদি এবং ইংরাজীয় মতে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা ইত্যাদির সমালোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজন বিবেচনায়, তাহার বিষয় নিম্নে বর্ণিত হইল। যথা—

বিপল, পল ও দণ্ড ইত্যাদি ;—	ইংরাজীয় মতে ;—
৬০ বিপলে ১ এক পল হয়।	৬০ সেকেণ্ডে ১ মিনিট।
৬০ পলে ১ এক দণ্ড হয়।	৬০ মিনিটে ১ এক ঘণ্টা।
৬০ দণ্ডে ১ এক দিন হয়।	২৪ ঘণ্টায় ১ এক দিন।

১। ২॥০ আড়াই দণ্ডে অর্থাৎ ২ দণ্ড, ৩০ পলে ১ এক ঘণ্টা হয়। সেই ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন হইয়া থাকে।

২। ২৪ মিনিটে ১ দণ্ড হয়।

৩। ২॥০ আড়াই পলে অর্থাৎ ২ পল ৩০ বিপলে ১ এক মিনিট হয়।

৪। ২॥০ আড়াই বিপলে ১ এক সেকেণ্ড হয়।

লগ্নমান-স্থিরীকরণং।

৫৬ পৃষ্ঠায় রাশিচক্রে পূর্ব্বে বর্ণিত দ্বাদশ রাশির যেমন প্রতীয়মান হইতেছে। সেইরূপ দ্বাদশ রাশির নামে দ্বাদশ লগ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে; যথা—১ মেষলগ্ন, ২ বৃষ লগ্ন, ৩ মিথুন লগ্ন, ৪ কর্কট লগ্ন, ৫ সিংহ লগ্ন, ৬ কন্যা লগ্ন, ৭ তুলা লগ্ন, ৮ বৃশ্চিক লগ্ন, ৯ ধনুর্লগ্ন, ১০ মকর লগ্ন, ১১ কুম্ভ লগ্ন, ১২ মীন লগ্ন; এই দ্বাদশ লগ্নের নাম কথিত হইয়াছে।

নিত্য দিবা ও নিশাভাগের মধ্যে, এই দ্বাদশ লগ্নের প্রত্যেকের ভোগ্যকাল বিদ্যমান রহিয়াছে; সেই কালের

পরিমাণ যাহা নিরূপণ আছে। তাহাই ক্রমে ক্রমে নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

সূর্য্যের গতি অনুসারে ৬৬ বর্ষ, ৮ মাস পরে, লগ্নের পরিমাণ পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। উপস্থিত ১৩০৯ সাল হইতে অর্থাৎ শকাব্দা ১৮২৪ হইতে একবিংশায়ন চলিতেছে। এই উপস্থিত সময়ে, যে লগ্নের, যে পরিমাণ, অবধারিত হইয়াছে। অধুনা তাহাই প্রয়োজন, এজন্য লগ্নের সেই অবধারিত পরিমাণ প্রকাশিত হইল। যথা—

লগ্ন সংখ্যা ...	লগ্নের নাম ...	দণ্ড ...	পল।
১।	মেষ লগ্নের পরিমাণ	৪	৮
২।	বৃষ লগ্নের পরিমাণ	৪	৫১
৩।	মিথুন লগ্নের পরিমাণ	৫	৩০
৪।	কর্কট লগ্নের পরিমাণ	৫	৪০
৫।	সিংহ লগ্নের পরিমাণ	৫	৩৩
৬।	কন্যা লগ্নের পরিমাণ	৫	৩০
৭।	তুলা লগ্নের পরিমাণ	৫	৩৭
৮।	বৃশ্চিক লগ্নের পরিমাণ	৫	৪০
৯।	ধনু লগ্নের পরিমাণ	৫	১৬
১০।	মকর লগ্নের পরিমাণ	৪	৩২
১১।	কুম্ভ লগ্নের পরিমাণ	৩	৫৬
১২।	মীন লগ্নের পরিমাণ	৩	৪৭
		৫৩ দণ্ড	৪২০ পল।

এই দ্বাদশ লগ্নের পরিমাণীয় দণ্ড সকলকে একত্র করিলে ৫৩ দণ্ড হয়।

আর ঐ দ্বাদশ লগ্নের পরিমাণীয় দণ্ড ব্যতিরিক্ত কেবল পল সমূহ একত্র করিলে ৪২০ পল হইয়া থাকে। এই ৪২০ পলকে দণ্ড করিতে হইলে ৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ৬০ পলে দণ্ড ধরিয়া ৭ দণ্ড হইল।

এই উভয়কে অর্থাৎ ঐ ৫৩ দণ্ড আর ৭ দণ্ডকে একত্র করিলে ৬০ দণ্ড হইয়া থাকে।

নিত্য দিবা ও রজনীর ৬০ দণ্ড মধ্যে, এই দ্বাদশ লগ্নের অধিকার; অতএব দিবা রজনীর মধ্যে, কখন কোন লগ্ন চলিতেছে। তাহা নিশ্চয় করিবার সদুপায় ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

সংস্কৃতশ্লোকে লগ্নমান-দণ্ডাদিকং যথা—

শ্লোকঃ।	মর্ম্মার্থঃ।	
১। সাগরো বহ্নিভিঃ সার্দ্ধং;	মেষ লগ্নে	৪। ৮
২। কু-বাণৈঃ সহ সাগরঃ।	বৃষ-লগ্নে	৪। ৫১
৩। খাগ্নিভিঃ সহ বাণশ্চ;	মিথুন-লগ্নে	৫। ৩০
৪। খবেদৈঃ সহ সায়কঃ॥	কর্কট-লগ্নে	৫। ৪০
৫। নেত্রানলৈঃ সমো বাণঃ;	সিংহ-লগ্নে	৫। ৩৩
৬। বাণো বৈ খানলৈঃ সহ।	কন্যা-লগ্নে	৫। ৩০
৭। নগানলৈঃ সায়কশ্চ;	তুলা-লগ্নে	৫। ৩৭
৮। ব্যোমবেদৈঃ শরস্তথা॥	বৃশ্চিক-লগ্নে	৫। ৪০
৯। ষোড়শৈঃ সহ বাণশ্চ;	ধনুর্লগ্নে	৫। ১৬

১০। দন্তৈর্বেদ স্তথৈবচ।	মকর-লগ্নে ৪। ৩২
১১। ঋতুবাণৈ স্তথা বহ্নি;	কুম্ভ-লগ্নে ৩। ৫৬
১২। নগবেদৈ স্তথানলঃ॥	মীন-লগ্নে ৩। ৪৭
একবিংশায়নে জ্ঞেয়ং; লগ্নমানং সুনিশ্চিতং। পণ্ডিতৈঃ কথিতং হ্যেতৎ; মীনান্ত-মেষলগ্নতঃ॥	৫৩ দণ্ড ৪২০ পল ১। এই দ্বাদশ লগ্নের সম্যক দণ্ড একত্র করিলে ৫৩ দণ্ড হয়। ২। আর এই দ্বাদশ লগ্নের পল সমূহকে একত্র করিলে ৪২০ পল হয়। এই ৪২০ পলকে দণ্ড করিতে হইলে, ৬০ পলে দণ্ড ধরিয়া ৭ দণ্ড হইবে। ৩। ঐ উভয়কে অর্থাৎ ৫৩ দণ্ড আর ৭ দণ্ডকে একত্র করিলে ৬০ দণ্ড হইয়া থাকে।

অস্য মর্ম্মার্থং কথয়িষ্যামি।

অর্থ কৌশলং যথা—"অঙ্কস্য বামা গতিঃ" অস্য মর্ম্মার্থং বচ্মি।

শ্লোকের মধ্যগত শব্দে যেখানে, যে যে সংখ্যার অঙ্ক জ্ঞান হইবে; সেখানে সেই সেই সংখ্যাবাচক অঙ্কের বামভাগে গমন করাইয়া লগ্নের দণ্ড ও পল নিরূপণ করিতে হয়। এজন্য—

১। মেষলগ্নে;—সাগরশব্দে ৪ দণ্ড; বসু শব্দে ৮ পল। অতএব মেষ লগ্নের পরিমাণ ৪ দণ্ড ৮ পল স্থির হইল।

২। বৃষলগ্নে;—সাগর শব্দে ৪ দণ্ড; কু শব্দে পৃথিবী, তাহার ১ অঙ্ক, আর বাণ শব্দে ৫ অঙ্ক, ইহাকে বামে আনিয়া অর্থ করিলে ৫১ পল হয়; অতএব ৪ দণ্ড ৫১ পল বৃষ লগ্নের পরিমাণ স্থির হইল।

৩। মিথুন লগ্নে;—বাণশব্দে ৫ দণ্ড; আর খ-শব্দে আকাশ, তাহার ০ শূন্যাঙ্ক, আর অগ্নি শব্দে ৩ ধরিয়া, এই ৩ অঙ্কের বামে গতি হইলে ৩০ পল। অতএব মিথুন লগ্নের পরিমাণ ৫ দণ্ড ৩০ পল স্থির হইল।

৪। কর্কট লগ্নে;—সায়কশব্দে ৫ দণ্ড; খ শব্দে আকাশ, তাহার ০ শূন্য অঙ্ক, আর বেদশব্দে ৪ অঙ্ক ধরিয়া বামভাগে আনিলে ৪০ পল। অতএব কর্কট লগ্নের পরিমাণ ৫ দণ্ড ৪০ পল।

৫। সিংহ লগ্নে;—বাণশব্দে ৫ দণ্ড; আর নেত্র-শব্দে ৩ অঙ্ক, অনল শব্দেও ৩ অঙ্ক ধরিয়া, বামে আনিলে ৩৩ পল। অতএব সিংহ লগ্নের পরিমাণ ৫ দণ্ড ৩৩ পল স্থির হইল।

৬। কন্যা লগ্নে;—বাণ শব্দে ৫ দণ্ড; খ-শব্দে আকাশ, তাহার ০ শূন্য অঙ্ক, আর অনলশব্দে ৩ অঙ্ক ধরিয়া, বামে আনিলে ৩০ পল। অতএব এই কন্যা লগ্নের পরিমাণ ৫ দণ্ড ৩০ পল।

৭। তুলালগ্নে;—সায়কশব্দে ৫ দণ্ড; নগ শব্দে ৭ অঙ্ক, আর অনল শব্দে ৩ অঙ্ক ধরিয়া, বামে আনিলে ৩৭ পল। অতএব তুলা লগ্নের পরিমাণ ৫ দণ্ড ৩৭।

৮। বৃশ্চিক লগ্নে;—শরশব্দে ৫ দণ্ড; ব্যোম শব্দে আকাশ; তাহার ০ শূন্য অঙ্ক, আর বেদশব্দে ৪ অঙ্ক ধরিয়া, বামে আনিলে ৪০ পল। অতএব বৃশ্চিক লগ্নের পরিমাণ ৫ দণ্ড ৪০ পল স্থির হইল।

৯। ধনুর্লগ্নে;—বাণশব্দে ৫ দণ্ড; আর ষোড়শ শব্দে ১৬ পল; অতএব ধনুর্লগ্নের পরিমাণ ৫ দণ্ড ১৬ পল।

১০। মকরলগ্নে ;—বেদশব্দে ৪ দণ্ড ; আর দন্ত শব্দে ৩২ পল ; অতএব মকর লগ্নের পরিমাণ ৪ দণ্ড ৩২ পল।

১১। কুম্ভলগ্নে ;—বহ্নিশব্দে ৩ দণ্ড ; ঋতু শব্দে ৬ অঙ্ক, আর বাণ শব্দে ৫ অঙ্ক ধরিয়া, বামে আনিলে ৫৬ পল ; অতএব এই কুম্ভ লগ্নের পরিমাণ ৩ দণ্ড ৫৬ পল।

১২। মীনলগ্নে ;—অনলশব্দে ৩ দণ্ড ; নগ শব্দে ৭ অঙ্ক, আর বেদশব্দে ৪ অঙ্ক ধরিয়া, বামে আনিলে ৪৭ পল। অতএব মীন লগ্নের পরিমাণ ৩ দণ্ড ৪৭ পল।

"একবিংশায়নে জ্ঞেয়ং, লগ্নমানং সুনিশ্চিতং।
পণ্ডিতৈঃ কথিতং হ্যেতৎ, মীনান্ত-মেষলগ্নতঃ॥"

অস্য মর্ম্মার্থো যথা ;—এক বিংশতি অয়ন গণনায় মেষ-লগ্ন হইতে মীনলগ্ন পর্য্যন্ত, দ্বাদশ লগ্ন-সম্বন্ধীয় সময় পরিমাণ পণ্ডিতগণ এই রূপে সুনিশ্চিত করিয়াছেন।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাকারের লগ্নমান। যথা—

লগ্নের নাম ...	দণ্ড ...	পল ...	বিপল
১। মেষ লগ্নের পরিমাণ	৪	৮	১৬
২। বৃষ লগ্নের পরিমাণ	৪	৫১	২১
৩। মিথুন লগ্নের পরিমাণ	৫	২৯	৫৩
৪। কর্কট লগ্নের পরিমাণ	৫	৪০	১৮
৫। সিংহ লগ্নের পরিমাণ	৫	৩২	৫২
৬। কন্যা লগ্নের পরিমাণ	৫	২৯	৪০
৭। তুলা লগ্নের পরিমাণ	৫	৩৭	৮
৮। বৃশ্চিক লগ্নের পরিমাণ	৫	৪০	১৫

৯। ধনুর্লগ্নের পরিমাণ	৫	১৬	৭
১০। মকর লগ্নের পরিমাণ	৪	৩২	৬
১১। কুম্ভ লগ্নের পরিমাণ	৩	৫৫	৪৪
১২। মীন লগ্নের পরিমাণ	৩	৪৬	২০
	৫৩ দণ্ড	৪১৫ পল	৩০০ বিপল

এস্থলে বক্তব্য এই যে, বিপলকে পল করিতে হইলে ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত ৬০ বিপলে ১ পল হইবে, এই নিয়মানুসারে ৩০০ তিন্ শত বিপলে ৫ পল হইল।

এই ৫ পল সহ ঐ ৪১৫ পল একত্র করিলে ৪২০ চারি শত কুড়িপলের জ্ঞান হইয়া থাকে। এই ৪২০ পলকে দণ্ড করিতে হইলে ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত নিয়মে ৬০ পলে দণ্ড ধরিয়া ৪২০ পলে ৭ সাত দণ্ড হইবে।

এক্ষণে পল ও বিপলের ৭ দণ্ড লইয়া ঐ ৫৩ দণ্ডের সহিত যোগ করিলে ৬০ ষষ্টি (ষাট্) দণ্ড হইল।

পূর্ব্বকথিত ৭৫ পৃষ্ঠায় লগ্নের পরিমাণ অনুসারে, নিত্য দিবা ও রজনীর ৬০ দণ্ডে ঐ দ্বাদশ লগ্ন ভোগ হইয়া থাকে।

প্রতিমাসে সূর্য্যের উদয় লগ্ন নিরূপণ।

১। বৈশাখে মেষ লগ্নে সূর্য্যোদয় হয়।

২। জ্যৈষ্ঠে বৃষ লগ্নে সূর্য্যোদয় হয়।

৩। আষাঢ়ে মিথুন লগ্নে সূর্য্যোদয় হয়।

৪। শ্রাবণে কর্কট লগ্নে সূর্য্যোদয় হয়।

৫। ভাদ্রে সিংহ লগ্নে সূর্য্যোদয় হয়।

৬। আশ্বিনে কন্যা লগ্নে সূর্য্যোদয় হয়।

৭। কার্ত্তিকে তুলা লগ্নে সূর্য্যোদয় হয়।

৮। অগ্রহায়ণে বৃশ্চিক লগ্নে সূর্য্যোদয় হয়।

৯। পৌষে ধনুর্লগ্নে সূর্য্যোদয় হয়।

১০। মাঘে মকর লগ্নে সূর্য্যোদয় হয়।

১১। ফাল্গুনে কুম্ভ লগ্নে সূর্য্যোদয় হয়।

১২। চৈত্রে মীন লগ্নে সূর্য্যোদয় হয়।

এই দ্বাদশ মাসে, এই দ্বাদশ লগ্নে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে; কিন্তু মাসের প্রথম দিবসে লগ্নের মান অল্প হইলেই সূর্য্যোদয় হয়; পরে নিত্য নিত্য (পর পর) ঐ লগ্ন দণ্ডের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়া সংক্রান্তি দিবসে ঐ সকল লগ্নমানের পূর্ণ পরিমাণকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রতি মাসের প্রতি দিবসে অর্থাৎ কোন দিবসে, কোন লগ্নের কত দণ্ড, কত পল, কত বিপল গতে সূর্য্যোদয় হইয়াছে। ইহা পঞ্জিকা-দৃষ্টে অবগত হইয়া, উদয় লগ্নের অবশিষ্ট দণ্ড, পল ও বিপলকে অঙ্কপাত দ্বারা স্থির করিয়া (ঠিক দিয়া) পর পর লগ্নের, পূর্ব্বকথিত ঐ সকল পরিমাণ দণ্ড, পল ও বিপল যোগ করিয়া দিবা ও রাত্রি ভাগের মধ্যে, কখন কোন লগ্ন; তাহা বিশেষরূপে স্থির করিতে পারা যায়। উদাহরণ যথা—

প্রশ্ন হইতেছে যে;—

১। সন ১৩০৯ সালের পৌষ মাসের ১৩ই তারিখের দিবা ১২টার সময় কোন লগ্ন স্থির কর?

প্রশ্নোত্তর যথা—সন ১৩০৯ সালের ১৩ই পৌষের দিবা ১২টার সময় মীনলগ্ন।

তাহা কিরূপে হইবে? যথা—

এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে দিবার্দ্ধ কত দণ্ড, কত পল, কত বিপল পঞ্জিকা দৃষ্টি পূর্ব্বক স্থির করিয়া অঙ্কপাত কর।

সন ১৩০৯ সালের ১৩ই পৌষের দিবার্দ্ধ ১৩ দণ্ড, ১২ পল, ৯ বিপল হইলে ইংরাজীয় দিবা ১২টা হইবে।

পৌষ মাসে ধনুর্লগ্নে সূর্য্যদেব উদয় হইয়া থাকেন। ধনুর্লগ্নের পরিমাণ ৫ দণ্ড, ১৬ পল। ইহার ২ দণ্ড, ১৭ পল, ৫৬ বিপল গতে, সূর্য্যোদয় হইয়াছে। ইহা পঞ্জিকা দৃষ্টি করিয়া নিশ্চয় করুন। ঐ ধনুর্লগ্ন ৫ দণ্ড ১৬ পল হইতে, এই গত ২ দণ্ড, ১৭ পল, ৫৬ বিপল বাদ দিয়া, বক্রী ২ দণ্ড, ৫৮ পল, ৪ বিপলের প্রথমেই সূর্য্যোদয় হইয়া, এই ধনুর্লগ্নের অবশিষ্ট ঐ ২ দণ্ড, ৫৮ পল, ৪ বিপল সময় সূর্য্যদেব ভোগ করিবেন। পরে মকরলগ্নের ৪ দণ্ড, ৩২ পল ভোগ করিয়া, তৎপরে কুম্ভ লগ্নের ৩ দণ্ড, ৫৬ পল ভোগান্তে, মীনলগ্নের ৩ দণ্ড, ৪৭ পল সময় পর্য্যন্ত যখন সূর্য্যদেব ভোগ করিবেন। তখন দিবা ১৫ দণ্ড ১৩ পল ৪ বিপল সময় হইবে। ইহা সত্য কি না? অঙ্কপাত পূর্ব্বক স্থূলভাবে দণ্ড, পল ও বিপল স্থির করিয়া সকলেই লইবেন। প্রাজ্ঞগণ!! ১১ দণ্ড, ২৬ পল ৪ বিপল দিবা পর্য্যন্ত কুম্ভ লগ্ন শেষ। তৎপরে, মীনলগ্নের ৩ দণ্ড, ৪৭ পল ধৃত হইলেই ১৫ দণ্ড, ১৩ পল, ৪ বিপল সময় হইবে।

বিচার।—দিবার্দ্ধ যখন ১৩ দণ্ড, ১২ পল, ৯ বিপলের সময়ে, ইংরাজীয় ১২টা দিবা হইবে; সুতরাং দিবা ১২টায়

সময়ে যে মীনলগ্ন; তাহা স্থির হইল। দিবা ইংরাজীয় ১২টা, ৪৮ মিনিট, ২২ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত মীনলগ্নে সূর্য্যদেব বাস করিবেন। ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্বোক্ত মেষাদি দ্বাদশলগ্ন মধ্যে কি কি লগ্নে গমনাদি কার্য্য করিলে কি ফল হইবে; তাহার প্রমাণ যথা;—

লগ্নে কার্ম্মুক-মেষ-তৌলি-গমনে কার্য্যে বিলম্বো নৃণাং;
পঞ্চত্বং মকরে তথা শশিগৃহে তদ্বৎ ফলং বৃশ্চিকে।
সিংহে বা যদি গো-ঘটে গতনরঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিং লভেৎ;
কন্যায়াং মিথুনে ঝসেত্বভিমতং প্রাপ্নোত্যভীষ্টং ফলং।

ইতি শুদ্ধিদীপিকায়াং।

অস্য বচনস্য মর্ম্মার্থো যথা;—

প্রথমতঃ, প্রথম চরণস্য ব্যাখ্যাং করোমি।

কার্ম্মুকশব্দে ধনুঃ, অতএব এতেন ধনুর্লগ্নং প্রতীয়তে, তস্মিন্ ধনুর্লগ্নে গমনে, এবং মেষ-তৌলি-লগ্নে গমনে সতি অর্থাৎ মেষলগ্নে তুলালগ্নে চ গমনে সতি, নৃণাং নরাণাং কার্য্যে কর্ম্মণি বিলম্বঃ স্যাৎ।

অস্য বঙ্গভাষা যথা।

ধনুর্লগ্নে, মেষলগ্নে, তুলালগ্নে যাত্রাদি কার্য্য করিলে বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

ততো দ্বিতীয়চরণং ব্যাখ্যায়তে।

মকরে মকরলগ্নে, শশিগৃহে অর্থাৎ কর্কটলগ্নে, বৃশ্চিকে বৃশ্চিকলগ্নে চ গমনে সতি, নৃণাং পঞ্চত্বং মৃতত্বং বা পঞ্চত্ব-সদৃশ-ফলং সঙ্গতং। অত্র শশিগৃহশব্দঃ কর্কটলগ্ন-বাচকঃ।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—

মকরলগ্নে কর্কটলগ্নে ও বৃশ্চিকলগ্নে যাত্রা করিলে মৃত্যু বা মৃত্যু-সদৃশ ফল প্রকাশ হইয়া থাকে।

অথাস্য তৃতীয়চরণং ব্যাখ্যাস্যামি।

সিংহে সিংহলগ্নে, গো-ঘটে বৃষ-কুম্ভলগ্নে চ গমনে সতি, সর্ব্বার্থ সিদ্ধিং লভেৎ। নর ইতি শেষঃ, অত্র গো-ঘট-শব্দৌ বৃষ-কুম্ভ লগ্ন বাচকৌ জ্ঞাতব্যৌ।

অস্য বঙ্গভাষা।

সিংহলগ্নে বৃষলগ্নে বা কুম্ভলগ্নে যাত্রাদি কর্ম্ম করিলে মানবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে।

তদনন্তরং চতুর্থ-চরণং ব্যাখ্যাস্যামি।

কন্যায়াং কন্যালগ্নে, মিথুনে মিথুন-লগ্নে, ঝসে মীনলগ্নে বা গমনে সতি, অভিমতং যথা স্যাৎ তথা, তু কিন্তু অভীষ্টং ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। নর ইতি শেষঃ। অত্র ঝসশব্দো মীন-বাচকঃ।

অস্য বঙ্গভাষা।

কন্যালগ্নে মিথুনলগ্নে ও মীনলগ্নে যাত্রা করিলে নরের বাঞ্ছিত ফললাভ হইয়া থাকে।

অস্য তাৎপর্য্যং বঙ্গভাষায়াং কথয়ামি। যথা—

১। সিংহলগ্নে বৃষলগ্নে কুম্ভলগ্নে কন্যা-লগ্নে মিথুন-লগ্নে ও মীনলগ্নে যাত্রাদি হইলে শুভ ফল হইয়া থাকে।

২। ধনুর্লগ্নে মেষলগ্নে ও তুলালগ্নে যাত্রাদি হইলে, মধ্যম ফল হয়।

৩। মকরলগ্নে কর্কটলগ্নে ও বৃশ্চিক লগ্নে যাত্রা করিলে অধম ফল প্রাপ্তি হয়।

গূঢ়কথা।—উত্তম বার তিথি নক্ষত্রে শুভক্ষণে যাত্রা করিয়া যদি শুভ লক্ষণ পরিদর্শন হয়, তাহা হইলে বিশেষ

রূপে শুভ ফল হইয়া থাকে। যদ্যপি শুভক্ষণে যাত্রা করিয়াও অযাত্রিক (অশুভ) লক্ষণ পরিদর্শন পূর্ব্বক যাত্রা করেন, সে স্থলে বিপর্য্যয় ফল ঘটিয়া থাকে।

যাত্রায়াং শুভাশুভ দর্শনং।

বামে শব শিবা কুম্ভা, দক্ষিণে গো-মৃগ-দ্বিজাঃ।
নকুলঃ সর্ব্বতো ভদ্রং, ন সর্পশ্চ কদাচন॥

অস্য মর্ম্মার্থো যথা;—

যাত্রাকালে শব অর্থাৎ মৃত দেহ, শিবা অর্থাৎ স্ত্রীজাতি শৃগাল, কুম্ভ অর্থাৎ সধবা স্ত্রীর কক্ষে জলপূর্ণ কুম্ভ (ঘট), ইহার অন্যতম বামভাগে পরিলক্ষিত হইলে, শুভযাত্রা হইয়া থাকে।

যাত্রাকালে গো অর্থাৎ পয়স্বিনী ধেনু হইয়া বৎসকে দুগ্ধপান করাইতেছেন, এরূপ গাভী, মৃগ বা হরিণ, দ্বিজ বেদবিৎ আস্তিক ব্রাহ্মণ ইহার অন্যতম দক্ষিণভাগে পরিদর্শন পূর্ব্বক যাত্রা করিলে শুভ-যাত্রা হইয়া ফলাধিক্য হয়।

যাত্রাকালে নকুল (নেউল) দৃষ্টি হইলে সিদ্ধিময়ী যাত্রা হয়।

যাত্রাকালে সর্প দর্শনে কদাপি যাত্রা হইবে না, শুভদিনে শুভক্ষণে যাত্রা হইলেও অবশ্য সে যাত্রা ভঙ্গ করা বৈধ।

যাত্রাসম্বন্ধে খোনা বধুর বচন।

তিথি বার স্ব-নক্ষত্র মাসের যত দিন,
একত্র করিয়া তারে সাতে কর হীন;
একে লাভ দুয়ে সুখ তিনে শত্রু ক্ষয়,
চতুর্থেতে কার্য্যসিদ্ধি পঞ্চমে সংশয়;
ষষ্ঠে মরণ জ্ঞান শূন্য হইলে দুঃখ,
এমন যাত্রায় শ্বশুর কভু নাহি সুখ।

যে সময়ে যাত্রা হইবে, সেই সময়ের তিথির সংখ্যা, বারের সংখ্যা, যাত্রাকর্ত্তার জন্ম নক্ষত্রের সংখ্যা, মাসের যত দিন, সেই সংখ্যা; এই চারি প্রকার সংখ্যা একত্র করিয়া ৭ সাত দ্বারা হরণ হইলে যদি এক (১) বাকি থাকে, তাহা হইলে লাভ; দুই (২) বাকি থাকে, তাহা হইলে সুখ; তিন (৩) বাকি থাকিলে শত্রুক্ষয়; চারি (৪) বাকি থাকিলে কার্য্যসিদ্ধি; পাঁচ (৫) বাকি থাকিলে কার্য্যে সংশয়; ছয় (৬) বাকি থাকিলে মৃত্যু; শূন্য (০) বাকি হইলে দুঃখ হইয়া থাকে।

উদাহরণ যথা।—

প্রশ্ন হইতেছে যে;—যে ব্যক্তির, "স্বাতি" নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছে, সেই ব্যক্তি, যদি সন ১৩১০ সালের আষাঢ় মাসের ১০ই প্রাতে ৮টার মধ্যে যাত্রা করেন, তাহা হইলে তাহার কি ফল হইবে?

খোনার ঐ বচনানুসারে উত্তর যথা—

এস্থলে ঐ ১৩১০ সালের ১০ই আষাঢ়ের পঞ্জিকা দৃষ্টি পূর্ব্বক লিখিতেছি যে, ঐ দিবসের—

তিথি অমাবস্যার সংখ্যা	...	৩০ তিরিশ।
বৃহস্পতিবারের সংখ্যা	...	৫ পাঁচ।
যাত্রাকারীর জন্ম নক্ষত্র স্বাতির সংখ্যা		১৫ পোণের।
মাসের দিন সংখ্যা	... ...	১০ দশ।
		৬০ ষাট সংখ্যা হইল।

ইহাকে ৭ সাত দিয়া হরণ করিলে, ৮ বার ৭ সাত হইয়া ৫৬ ছাপ্পান্ন হয়। বাকি ৪ চারি অঙ্ক থাকিল; অতএব

ঐ লোক ঐ সময়ে যাত্রা করিলে খোনার মতে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু আমার ইহাতে বিশ্বাস নাই। আর অমাবস্যায় যাত্রা করিতে উপদেশ দিতে বাধ্য নহি। অন্য কাহারও ঐ বচনে বিশ্বাস হইলে, যাত্রা করিতে পারেন।

ইতিপূর্ব্বে চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি পূর্ব্বক দিন নির্ব্বাচন ও উষা ইত্যাদির যাত্রা যাহা বর্ণনা করিয়াছি। তাহাই স্থির এবং নির্ভ্রম (নির্ভুল) জানিবেন।

গ্রহণ জন্য অযাত্রা বা অকাল বর্ণনা।

ভোজরাজেনোক্তং যথা—

একরাত্রং পরিত্যজ্য কুর্য্যাৎ পাণিগ্রহং গ্রহে।
প্রয়াণে সপ্তরাত্রন্তু ত্রিরাত্রং ব্রতবন্ধনে॥ ইতি বচনং

স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যেণ তিথিতত্ত্ব-গ্রন্থে গ্রহণপ্রস্তাবে ধৃতং। ইত্যত্র ব্রতবন্ধনং উপনয়নপরং; গ্রহে গ্রহণে ভুক্তে সতি ইতি জ্ঞাতব্যং।

অস্য মর্ম্মার্থো যথা;—

চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ হইলে বিবাহ বিষয়ে একদিন অকাল গণ্য করিয়া, পরে বিবাহ হইতে পারিবে। যাত্রা বিষয়ে সপ্তাহ অকাল গণ্য করিয়া পরে যাত্রা করিবে। ব্রতবন্ধনে অর্থাৎ উপনয়ন বিষয়ে তিন দিবস অকাল ত্যাগ করিয়া উপনয়ন হইতে পারে।

যাত্রায়াং বিশেষ-নিষেধঃ।

মার্জ্জার যুদ্ধে কলহে কুটুম্বে, রজস্বলা স্ত্রী জননী-নিষেধে।
অকালবৃষ্টি র্ম্মৃতসূতকেচ, প্রসিদ্ধযাত্রা ধ্রুবমেব মৃত্যুঃ॥

অস্যার্থো যথা—

মার্জ্জারযুদ্ধে বিড়ালযুদ্ধসময়ে, কুটুম্বে কলহে আত্মীয়গণ বিরোধে সতি, রজস্বলা স্ত্রী (যাত্রা সময়ে রজস্বলা স্ত্রীদর্শনে)

জননীনিষেধে (যাত্রাকালে প্রসূতি কর্ত্তৃক নিষেধে) সতি, অকাল বৃষ্টিঃ (যদা অকালবৃষ্টিঃ স্যাৎ; তস্মিন্নেব সময়ে) মৃতসূতকেচ অর্থাৎ মৃতে মরণাশৌচে বা সূতকেচ অর্থাৎ জননাশৌচে চ প্রসিদ্ধ-যাত্রা শাস্ত্রোক্ত-যাত্রা সতী ধ্রুবমেব নিশ্চিতমেব মৃত্যুঃ মৃত্যু-সদৃশী স্যাৎ।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—

চন্দ্রশুদ্ধি তারাশুদ্ধি পূর্ব্বক যাত্রা সময়ে যদি বিড়াল যুদ্ধ উপস্থিত হয়, কিম্বা আত্মীয়গণের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিম্বা রজস্বলা স্ত্রী সম্মুখে লক্ষিত হয়, অথবা যাত্রাকালীন জননী কর্ত্তৃক নিবারিত হয়, কিম্বা অকালজাত বৃষ্টি উপস্থিত হয়, অথবা মরণাশৌচ বা জননাশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কদাপি যাত্রা হইতে পারে না। যেহেতু উক্ত ঘটনাসময়ে যাত্রা হইলে মরণ সদৃশ ফল উপস্থিত হইবার সম্ভব।

খঞ্জন-দর্শন-ফলং বসন্তরাজে।

অব্জেষু গোষু গজবাজি-মহোরগেষু,
রাজ্যপ্রদঃ কুশলদঃ শুচি-শাদ্বলেষু।
ভস্মাস্থি-কেশ-নখ-লোম-তুষেষু দৃষ্টো,
দুঃখং দদাতি বহুশঃ খলু খঞ্জরীটঃ।

ইতি তিথিতত্ত্বে স্মার্ত্তেন ধৃতং।

অস্য মর্ম্মার্থো যথা—

পদ্ম গাভী হস্তী অশ্ব বৃহৎ-সর্প পবিত্র-ভূমিজাত দূর্ব্বা; এই সকল অন্যতমের উপরিস্থিত খঞ্জনপক্ষী যাত্রাকালে দৃষ্টি-গোচর হইলে, রাজ্যপ্রদ ও সর্ব্বাঙ্গীন কুশলদায়ক হইয়া থাকে;

আর চিতাভস্ম, অস্থি, কেশ, নখ, লোম, তুষ ইহাদের অন্যতমে উপবিষ্ট খঞ্জনপক্ষী যাত্রাকালীন লক্ষিত হইলে, অতিশয় দুঃখদায়ক হয়। এইরূপ স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

যাত্রা বিষয়ে সংগ্রহকার কর্ত্তৃক দৃষ্টফল শুভলক্ষণ।

দেব, সজীব এবং ক্রীড়াশীল রোহিতাদি সু-মৎস্য, দধি, খঞ্জন পক্ষী, গর্ত্তবতী সধবা সাধ্বী স্ত্রী, হরিণ ইত্যাদি শুভ-চিহ্ন যাত্রাকালে সহসা দৃষ্টিগোচর হইলেও ইষ্টফল-প্রদায়িনী যাত্রা হইয়া থাকে।

যাত্রাকালে অযাত্রিক চিহ্ন দর্শন।

স্বর্ণকার, ধোবা, নাপিত, গর্দ্দভ, কাণা, খোঁড়া, কুষ্ঠী, তেলি, তামলী, কলু, ভিক্ষুক ও সর্প ইত্যাদি দর্শন। আর পশ্চাৎ হইতে আহ্বান (ডাকা) শ্রবণ, অধঃস্থান দর্শন, নপুংসক দর্শন, রোদনধ্বনি শ্রবণ ইত্যাদি অযাত্রিক বলিয়া জ্ঞান হইয়াছে।

যেহেতু ইহা দর্শন পূর্ব্বক যাত্রা করিলে কোন কার্য্য সিদ্ধি হয় না। আর হাঁচি, টিকৃটিকি, বিশেষতঃ গোগণের হাঁচি অতিশয় নিষেধক ইত্যাদি বাধা অগ্রাহ্যপূর্ব্বক গমন করিলে সতত কুফল ঘটিয়া থাকে।

গমনে শেষ কথা।

এই গ্রন্থের শেষ কথা এই যে, ৩ পৃষ্ঠায় লিখিত "উত্তরাসু বিশাখায়ামিত্যাদি" বচনোল্লিখিত অযাত্রিক নক্ষত্র ৯ নয়টী ত্যাগ করিয়া চন্দ্র তারা শুদ্ধিপূর্ব্বক দিকশূল ত্যাগ

করিয়া যোগিনীর দোষবর্জ্জন পূর্ব্বক গমন হইলে কোন বিপদ আশঙ্কা থাকিবে না।

পঞ্জিকা মধ্যে বার অনুসারে অমৃতযোগ, মহেন্দ্রযোগ, সিদ্ধিযোগ বা শূন্যযোগ যাহা লেখা আছে; তাহার ফল কিছুই ঘটে না। ইহা বিশেষ আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়াছি। আর যাত্রাকালে অপরাপর যাত্রিক বা অযাত্রিক লক্ষণ যাহা খোনা ইত্যাদির বচনানুসারে লিপিবদ্ধ আছে। সে সকল বিষয়ও নিষ্ফল; যেহেতু তাহার ফল কিছুই প্রত্যক্ষ হয় না। যাঁহারা আমার বাক্য মিথ্যা বোধ করিবেন; তাঁহারা চন্দ্র তারা বিরুদ্ধ দিনে, বার অনুসারে পঞ্জিকায় লিখিত মহেন্দ্রযোগাদিতে যাত্রা করিয়া অবশ্য পরীক্ষা পূর্ব্বক ফলাফল বিবেচনা করিবেন।

অপরাপর কিঞ্চিৎ জ্যোতিষ-চর্চ্চা।

ক্ষুদ্র জন্মপত্রিকা (ঠিকুজী) প্রস্তুত-প্রণালী।

স্বীয় স্বীয় বা অন্যের পুত্র ও কন্যার ক্ষুদ্র জন্ম পত্রিকা (ঠিকুজী) প্রস্তুত-প্রণালী জানিবার উপায় অতি সংক্ষেপে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইতে চেষ্টা করিতেছি। এই সকল কৌশল সমালোচনা থাকিলে কোন ভণ্ড জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিতের প্রবঞ্চনা বাক্যে বঞ্চিত হইবেন না। এবং কন্যা পুত্রের ক্ষুদ্র জন্মপত্রিকা (ঠিকুজী) প্রস্তুত জন্য অন্যের উপাসনাও করিতে হইবে না।

এক্ষণে ৭২ পৃষ্ঠা হইতে ৮৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত লাগ্নিকী যাত্রা বর্ণনা কালে, দিবা ও রজনী মধ্যে কোন সময়ে কি লগ্ন

হইবে; সেই সকল লগ্ন বিষয়, সেই স্থানে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহা এস্থলে বিশিষ্ট প্রকারে স্মরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

যদি কোন জাতকের লগ্নাদি সহিত ক্ষুদ্র জন্মপত্রিকা (ঠিকুজী) প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে, কোন শক বা সনের কোন মাসের কোন দিনের কত দণ্ড ও কত পল সময়ে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তাহা নিশ্চয় করিয়া অগ্রে লগ্ন স্থির করিতে হইবে। কোন লগ্নে ভূমিষ্ঠ; ইহা নিশ্চয় করিতে হইলে ৭২ পৃষ্ঠা হইতে ৮৩ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, তথাকার মর্ম্মানুসারে উত্তমরূপে লগ্ন স্থির করা যাইবে; ইহাতে সংশয় মাত্র নাই।

রাশিচক্র করিতে হইলে, যে শক বা সনের যে মাসে জন্ম হইয়াছে; সেই শক বা সনের পঞ্জিকা দৃষ্টি পূর্ব্বক সেই মাসের দিন-পঞ্জিকার পূর্ব্বে (মাসের প্রথমেই) লিখিত রাশি চক্র দৃষ্টি করিয়া এই জাতকের রাশিচক্র অঙ্কিত হইবে। যে গ্রহ, যে গৃহে তথায় অর্থাৎ পঞ্জিকার চক্রে অবস্থান করিতেছেন, তদ্দৃষ্টে প্রায় নবগ্রহের নাম এক-প্রকার রাশি চক্রে লিখিত হইবে। কেবল জন্ম মাসের জন্ম দিন পর্য্যন্ত যে গ্রহ রাশ্যন্তর হইয়াছেন। তদ্দৃষ্টে এই বিচার করিতে হইবে যে, এই জাতকের জন্ম দিন (তারিখ) দণ্ড ও পলের মধ্যে, যদি কোন গ্রহের রাশ্যন্তর হইয়াছে বলিয়া তথায় লেখা থাকে, তাহা হইলে, যে রাশিতে যে গ্রহ গমন করিয়াছেন। সেই গৃহে সেই গ্রহের নাম লিখিতে হইবে, এই মাত্র প্রভেদ।

উদাহরণ যথা।

প্রথমতঃ প্রশ্ন হইতেছে যে, সন ১৩০৯ সালের ২৬শে ভাদ্রে রাত্রি ১টা ১২ মিনিট সময়ে, কলিকাতা বড় বাজার গাঙ্গুলীর লেন, রাধারমণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ইহার লগ্ন ও ঠিকুজী কি হইবে?

লগ্ন ও ঠিকুজীর চেষ্টা।

১। ঐ সন ১৩০৯ সালের ২৬শে ভাদ্রের রাত্রি-পরিমাণ ২৯ দণ্ড, ১৩ পল, ২০ বিপল বিদ্যমান রহিয়াছে।

২। ঐ দিনের নিশার্দ্ধ ১৪ দণ্ড, ৩৬ পল, ৪০ বিপল। এই সময়েই ইংরাজীয় ১২ ঘণ্টা অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রহর রাজনী।

৩। এই জাতকের ভূমিষ্ঠ হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়, রাত্রি ১টা ১২ মিনিট। ইহাকে দণ্ড করিতে হইলে ১ ঘণ্টায় ২ দণ্ড, ৩০ পল, আর ঐ ১২ বার মিনিটে ৩০ পল, স্থূলে ৩ দণ্ড।

৪। রাত্রি ১২ টার পর, ঠিক ৩ দণ্ড সময়ে জাতক ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন।

৫। ফলকথা;—রাত্রি ইংরাজীয় মতে ১২টা, অর্থাৎ এই সময়ের নাম নিশার্দ্ধ এবং বঙ্গ পরিমাণ ১৪ দণ্ড, ৩৬ পল, ৪০ বিপল হইল। আর নিশা ১টা, ১২ মিনিট জন্য ৩ দণ্ড। স্থূলে ১৭ দণ্ড, ৩৬ পল, ৪০ বিপল রজনী সময়ে এই জাতক ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। এই সময়ে কি লগ্ন স্থির করিতে হইলে, অগ্রে সন্ধ্যাকালে কোন লগ্নে সূর্য্য অস্ত হইয়াছেন, তাহা স্থির কর?

ঐ দিনে সায়ং কাল হইতে লগ্ন নিরূপণ।

১। কুম্ভ লগ্নের পরিমাণ ৩ দণ্ড, ৫৬ পল। ইহার ৩ দণ্ড, ১১ পল, ৩৭ বিপল গতে সন ১৩০৯ সালের ২৬ ভাদ্র দিবসে সায়াহ্ন সময়ে সূর্য্য অস্ত হইয়াছেন। ইহা পঞ্জিকা দর্শনে স্থির হইল।

২। অবশিষ্ট (বক্রী) কুম্ভলগ্নের ০ শূন্য দণ্ড, ৪৪ পল ২৩ বিপলে রাত্রি আরম্ভ হইল।

৩। তৎপশ্চাৎ মীনলগ্নের পরিমাণ ৩ দণ্ড, ৪৭ পল যোগ করিলে স্থূল ৪ দণ্ড, ৩১ পল, ২৩ বিপল রজনী পর্য্যন্ত মীন লগ্ন।

৪। তৎপশ্চাৎ মেষ লগ্নের পরিমাণ ৪ দণ্ড, ৮ পল, যোগ করিলে, স্থূল ৮ দণ্ড, ৩৯ পল, ২৩ বিপল রাত্রি পর্য্যন্ত মেষ লগ্ন।

৫। তৎ পশ্চাৎ বৃষলগ্নের পরিমাণ ৪ দণ্ড, ৫১ পল যোগ করিলে, স্থূল ১৩ দণ্ড, ৩০ পল, ২৩ বিপল রজনী পর্য্যন্ত বৃষলগ্ন।

৬। তৎ পশ্চাৎ মিথুন লগ্নের পরিমাণ ৫ দণ্ড, ৩০ পল, যোগ করিলে, স্থূল ১৯ দণ্ড, ০ শূন্য পল, ২৩ বিপল রজনী পর্য্যন্ত মিথুন লগ্ন।

এক্ষণে বিবেচনা করুন্ যে, এই জাতক যখন ৯১ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বকথিত ১৭ দণ্ড, ৩৬ পল ও ৪০ বিপল সময়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। তখন ইনি যে, মিথুন লগ্নে ভূমিষ্ঠ হইলেন, তাহাতে সংশয় কি? যে হেতুক;—১৩ দণ্ড, ৩০ পল, ২৩ বিপল পরে, মিথুন লগ্ন আরম্ভ হইয়া ১৯ দণ্ড, ০ শূন্যপল,

২৩ বিপল রজনী পর্য্যন্ত মিথুন লগ্ন থাকিবে। সুতরাং ১৭ দণ্ড, ৩৬ পল, ৪০ বিপল রজনীতে ভূমিষ্ঠ জাতকের পক্ষে মিথুন লগ্ন-ই স্থির হইল।

ঐ বালকের রাশিচক্র নিরূপণের উপায়।

রাশিচক্রের দ্বাদশ গৃহ, তাহার মধ্যে নক্ষত্র সহ নবগ্রহ এবং লগ্ন লিখিতে হইলে, সঙ্কেত অবলম্বন না করিলে সুচারু-রূপে কার্য্য সম্পন্ন হয় না; অতএব প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে সঙ্কেতে নক্ষত্র সহ নবগ্রহ ও লগ্ন ঐ দ্বাদশগৃহে লিখিয়া থাকেন, তাহা ক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

ফলকথা;—প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত নক্ষত্রের সংখ্যা সহ নবগ্রহের আদ্যক্ষর মাত্র লিখিয়া থাকেন। লগ্ন জ্ঞানের জন্য লং চিহ্ন মাত্র লিখিতে হয়।

নবগ্রহের সঙ্কেত। যথা—

রবির চিহ্ন	সোম (চন্দ্র) চিহ্ন	মঙ্গলের চিহ্ন
র	চ	ম
বুধের চিহ্ন	বৃহস্পতির চিহ্ন	শুক্রের চিহ্ন
বু	বৃ	শু
শনির চিহ্ন	রাহুর চিহ্ন	কেতুর চিহ্ন
শ	রা	কে

লগ্নের চিহ্ন
লং

এই নবগ্রহ যখন যে নক্ষত্র অবলম্বনে অবস্থান করেন, সেই নক্ষত্রের (প্রথম পৃষ্ঠায় লিখিত) সংখ্যা অর্থাৎ ১।২।৩।৪ ইত্যাদি অঙ্ক সহ নব গ্রহের ঐ ঐ আদ্যক্ষর, রাশি চক্রের গৃহ মধ্যে লিখিতে হয়।

নব গ্রহ কখন কোন নক্ষত্র অবলম্বনে, কি কি রাশিতে বাস করিতেছেন। তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে, যে কালের জানিতে ইচ্ছুক, সেই বর্ষের পঞ্জিকা মধ্যে, সেই মাসের প্রথমেই যে রাশি-চক্র অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহা দৃষ্টিমাত্র কোন নক্ষত্র সহ কোন গ্রহ কোন গৃহে বাস করিতেছেন; তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যথা—

পঞ্জিকায় লিখিত ঐ ১৩০৯ সালের ভাদ্র মাসের
রাশি-চক্র যথা—
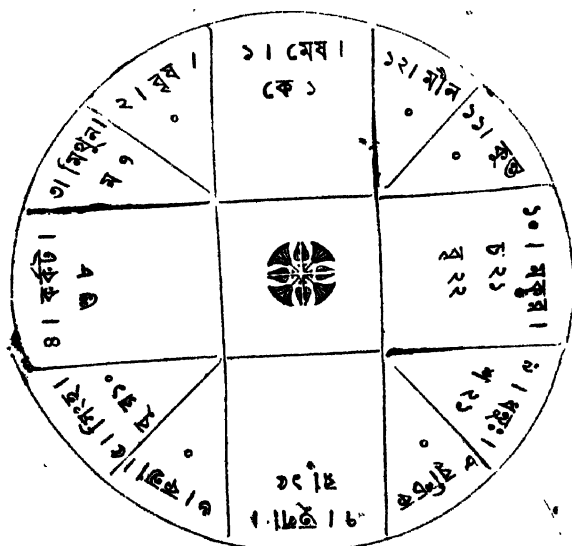
এই ভাদ্র মাসের রাশিচক্র হইতে ঐ জাতকের রাশি-

চক্রে যাহা যাহা পরিবর্ত্তন হইবে, তাহার বিচার পূর্ব্বক পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যক্ষ করাইতেছি। যথা ;—

ঐ ভাদ্র মাসের প্রথমেই অঙ্কিত রাশিচক্রের পরেই পঞ্জিকায় যে গ্রহগণের রাশ্যন্তরের ও নক্ষত্র পরিবর্ত্তনের সময় নিরূপণ হইয়াছে। তাহার সমালোচনা অগ্রে করিতে হইবে।

১। ৪ঠা ভাদ্রে ৩ দণ্ড ৭ পল সময়ে বুধগ্রহ ১০ সংখ্যার মঘা নক্ষত্রকে ত্যাগ করিয়া ১১ সংখ্যার পূর্ব্বফল্গুনী অবলম্বনে ঐ সিংহ রাশিতে-ই বাস করিবেন।

১১ই ভাদ্রে ৩২ দণ্ড, ৪৫ পল সময়ে এই বুধগ্রহ ঐ ১১ সংখ্যার পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রকে ত্যাগ করিয়া ১২ সংখ্যার উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রকে অবলম্বন পূর্ব্বক ঐ সিংহ রাশিতে-ই অবস্থান করিবেন।

১৩ই ভাদ্র দিবসে ২৮ দণ্ড, ২ পল সময়ে বুধগ্রহ সিংহ রাশি হইতে, কন্যা রাশিতে গমন করিয়া ৩রা আশ্বিন ৩১ দণ্ড, ৫৯ পল পর্য্যন্ত বাস করিবেন।

সুতরাং ২৬শে ভাদ্র জাতকের জন্ম হইলে, এই জাতকের রাশিচক্রে কন্যারাশির গৃহে বুধগ্রহের চিহ্ন "বু" লিখিতে হইবে।

১৯শে ভাদ্রে ২৯ দণ্ড, ৫৮ পল সময়ে বুধগ্রহ ১২ সংখ্যার উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রকে ত্যাগ করিয়া ১৩ সংখ্যার নক্ষত্র হস্তাকে অবলম্বন করিয়া ২৮শে ভাদ্র ৪১ দণ্ড, ৫৮ পল পর্য্যন্ত বাস করিবেন। এস্থলে বিচার করিতে হইবে এই যে—

২৬শে ভাদ্র জাতকের জন্ম হইলে, সুতরাং কন্যা রাশিস্থ বুধ গ্রহের "বু" চিহ্নের পার্শ্বে হস্তা নক্ষত্রের সংখ্যা ১৩ তের লিখিয়া দিতে হইবে।

২। ৮ই ভাদ্রে ৩৭ দণ্ড ৪৮ পল সময়ে, মঙ্গলগ্রহ ঐ মিথুন রাশিকে ত্যাগ করিয়া কর্কট রাশিতে গমন পূর্ব্বক ২৬শে আশ্বিন ১ দণ্ড, ১ পল সময় পর্য্যন্ত বাস করিবেন।

সুতরাং ২৬শে ভাদ্রে জাতকের জন্ম হইলে, রাশিচক্রে কর্কট রাশির গৃহে মঙ্গলগ্রহের চিহ্ন "ম" লিখিতে হইবে।

১৩ই ভাদ্রে ৫০ দণ্ড, ২১ পল সময়ে, কর্কটরাশিস্থ মঙ্গলগ্রহ ৭ সংখ্যার পুনর্ব্বসু নক্ষত্রকে ত্যাগ করিয়া, ৮ সংখ্যার পুষ্যা নক্ষত্রকে অবলম্বন পূর্ব্বক ৪ঠা আশ্বিন ২ দণ্ড, ৪ পল সময় পর্য্যন্ত ভোগ করিবেন।

সুতরাং ২৬শে ভাদ্রে জন্ম হইলে, জাতকের রাশিচক্রে লিখিত কর্কট রাশির গৃহস্থিত মঙ্গলগ্রহের "ম" চিহ্নের পার্শ্বে পুষ্যা নক্ষত্রের সংখ্যা ৮ লিখিয়া দিতে হইবে।

৩। ১০ই ভাদ্রে ১৯ দণ্ড, ৫৪ পল সময়ে শুক্রগ্রহ ৮ সংখ্যার পুষ্যা নক্ষত্রকে ত্যাগ করিয়া ৯ সংখ্যার অশ্লেষা নক্ষত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ২১শে ভাদ্রে ১৫ দণ্ড, ৫৪ পল পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া ঐ কর্কট রাশি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ১০ সংখ্যার মঘা নক্ষত্র সহ সিংহ রাশিতে গমন করিবেন। এখানে ঐ ২১ ভাদ্রের এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৪ই আশ্বিন ৩৯ দণ্ড, ৩৩ পল পর্য্যন্ত শুক্রগ্রহ সিংহ রাশিতে অবস্থান করিবেন।

সুতরাং ২৬শে ভাদ্রে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, সেই জাতকের রাশিচক্র মধ্যে সিংহরাশির গৃহে মঘা নক্ষত্রের ১০ সংখ্যা সহ শুক্রগ্রহের "শু" চিহ্ন লিখিতে হইবে।

৪। ২৪শে ভাদ্রে ৩ দণ্ড ২৭ পল সময়ে ঐ তুলা রাশিস্থ

রাহু গ্রহ ১৫ সংখ্যায় স্বাতি নক্ষত্রকে ত্যাগ করিয়া, রাহুর পশ্চাৎ গতি অনুসারে ১৪ সংখ্যার চিত্রা নক্ষত্রকে অবলম্বন করিবেন। সেই হেতুক ২৬শে ভাদ্রে জাতক ভূমিষ্ঠ হইলে, সুতরাং তাহার রাশিচক্র মধ্যে ঐ তুলারাশিস্থিত রাহুগ্রহের "রা" চিহ্নের পার্শ্বে, চিত্রা নক্ষত্রের ১৪ সংখ্যা লিখিতে হইবে।

২৮শে পৌষে রাহুগ্রহ তুলা রাশিকে ত্যাগ করিয়া কন্যা রাশিতে গমন করিবেন। অতএব কন্যারাশিস্থ রাহুগ্রহ ১৪ সংখ্যার চিত্রা নক্ষত্র সহ আগামী সন ১৩১০ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ দিবসের ৪২ দণ্ড, ৪৩ পল সময় পর্য্যন্ত চিত্রাসহ বাস করিয়া, রাহুগ্রহের পশ্চাৎ গতি অনুসারে ১৩ সংখ্যার হস্তা নক্ষত্রকে অবলম্বন করিবেন। ইহার অর্থাৎ রাহুর ২৮শে পৌষে রাশি ত্যাগ ইত্যাদি বিষয় লেখা অনাবশ্যক। তত্রাপি পাঠকের জ্ঞানার্থ লিখিলাম।

এই ভাদ্র মাসের পঞ্জিকার প্রথমে, যে রাশিচক্র অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার সহিত এই জাতকের রাশিচক্রে যাহা যাহা পরিবর্ত্তন হইবে। তাহা বিচার পূর্ব্বক লিখিলাম।

তনুর্ধনং সোদরশ্চ বন্ধুঃ পুত্রো রিপুস্তথা।
জায়াচ নিধনং ধর্ম্মঃ কর্ম্ম চায়ো ব্যয়ো ঽপি চ॥
ইতি শুদ্ধিদীপিকায়াং ধৃতবচনং।

অস্য মর্ম্মার্থো যথা ;—

১। লগ্নস্থানে তনুর শুভাশুভ ; ২। লগ্ন হইতে দ্বিতীয় গৃহে ধনাগমের শুভ ও অশুভ ; ৩। লগ্ন হইতে তৃতীয় গৃহে সহোদরের শুভাশুভ ; ৪। লগ্নের চতুর্থ গৃহে বন্ধুর শুভাশুভ ; ৫। লগ্নের পঞ্চম গৃহে সন্তানোৎপত্তির

ফলাফল; ৬। লগ্ন হইতে ষষ্ঠগৃহে রিপুর শুভাশুভ; ৭। লগ্নের সপ্তম স্থানে জায়ার (পত্নীর) ফলাফল; ৮। লগ্ন হইতে অষ্টম গৃহে নিধন (মৃত্যুর) ফলাফল; ৯। লগ্ন হইতে নবমগৃহে ধর্ম্ম সঞ্চয়ের ফলাফল; ১০। লগ্ন হইতে দশমগৃহে কর্ম্মের ফলাফল; ১১। লগ্ন হইতে একাদশ গৃহে আয়ের শুভাশুভ; ১২। লগ্ন হইতে দ্বাদশ গৃহে ব্যয় বিষয়ের শুভাশুভ বর্ণনা করিতে হয়।

এক্ষণে এই সন ১৩০৯ সালের ২৬শে ভাদ্রে, রাত্রি ১টা ১২ মিনিট সময়ে ঐ জাত বালকের রাশিচক্র; যথা—

১ মেষ।
কে ১
২ বৃষ।
১২ মীন।
৩ মিথুন।
বৃং।
(এই জাতকের মিথুন লগ্ন)
১১ কুম্ভ।
৪ কর্কট।
১০ মকর।
৫ সিংহ।
৯ ধনু।
এই জাতকের ধনুরাশি
মূলা নক্ষত্র।
৬ কন্যা।
৭ তুলা।
৮ বৃশ্চিক।
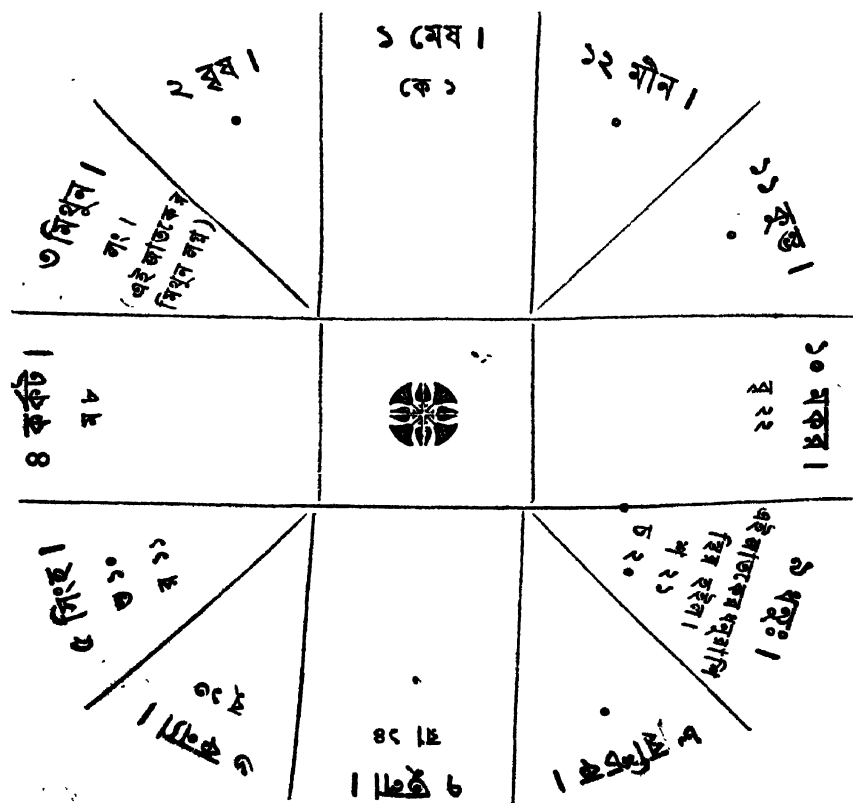
সন ১৩০৯ সালের এই ভাদ্র মাসের রাশিচক্রে শনিগ্রহের "শ" চিহ্ন আর বৃহস্পতিগ্রহের "বৃ" চিহ্ন এবং কেতুগ্রহের "কে" চিহ্ন, ইহাঁরা যে যে নক্ষত্র অবলম্বনে, যে রাশিতে অবস্থান করিতেছেন, এই জাতকের রাশিচক্রেও সেই সেই নক্ষত্র সহ সেই সেই রাশিতে অবশ্যই থাকিবেন। তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হইবে না; যেহেতু ইতিমধ্যে অর্থাৎ ২৬শে ভাদ্র মধ্যে ইহাদের সঞ্চার (রাশ্যন্তর বা নক্ষত্রান্তর) হয় নাই।

চন্দ্র ও সূর্য্যের রাশ্যন্তর এবং নক্ষত্রান্তর বিষয়।

তন্মধ্যে চন্দ্র গ্রহের রাশি ও নক্ষত্র পরিবর্ত্তন; যথা—

চন্দ্রগ্রহের রাশ্যন্তর বা নক্ষত্রান্তর নিশ্চয় করিতে হইলে, কি কি নক্ষত্রে, কি কি রাশিযুক্ত হইয়া, কি কি মাস হয়। তাহা অগ্রে লেখা হইলে, এ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সরল হইবে। অতএব তাহাই অগ্রে বর্ণনা আরম্ভ হইল।

১ম পৃষ্ঠায় লিখিত নক্ষত্রের নাম ও সংখ্যা অগ্রে স্মরণ করিয়া এ বিষয় পাঠ্য।

স-দুই (২।০) নক্ষত্রে অর্থাৎ নয়পাদ নক্ষত্রে এক একটী রাশি হইয়া থাকে। তাহা ক্রমান্বয়ে উদাহরণে প্রকাশিত হইতেছে। যথা;—

১। অশ্বিনী, ভরণী, আর কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রথমপাদ; এই নয়পাদ নক্ষত্রে মেষরাশিযুক্ত বৈশাখ মাস হইয়া থাকে।

২। কৃত্তিকার শেষ তিন পাদ (৷৷০), রোহিণী নক্ষত্র সম্পূর্ণ আর মৃগশিরার দুই পাদ (॥০), এই ৯ নয় পাদ নক্ষত্রে বৃষরাশিযুক্ত জ্যৈষ্ঠ মাস হইয়া থাকে।

৩। মৃগশিরার শেষ দুই পাদ (॥০), আর্দ্রা নক্ষত্র সম্পূর্ণ আর পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের প্রথম তিন পাদ (৸০); এই ২।০ স-দুই নক্ষত্রে মিথুন রাশিযুক্ত আষাঢ় মাস হইয়া থাকে।

৪। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের শেষ একপাদ (।০), পুষ্যা ও অশ্লেষার সম্পূর্ণ; এই নয় (২।০) পাদ নক্ষত্রে কর্কট রাশিযুক্ত শ্রাবণ মাস হইয়া থাকে।

৫। মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী আর উত্তরফল্গুনীর প্রথম ।০ এক-পাদ; এই ২।০ নয়পাদ নক্ষত্রে সিংহ রাশিযুক্ত ভাদ্রমাস হইয়া থাকে।

৬। উত্তরফল্গুনীর শেষ তিন পাদ (৸০), হস্তা নক্ষত্রের সম্পূর্ণ ও চিত্রা নক্ষত্রের প্রথম দুই পাদ (॥০); এই স-দুই (২।০) নক্ষত্রে কন্যারাশিযুক্ত আশ্বিন মাস হইয়া থাকে।

৭। চিত্রা নক্ষত্রের শেষ দুই পাদ (॥০), আর স্বাতি নক্ষত্র সম্পূর্ণ এবং বিশাখা নক্ষত্রের প্রথম তিন পাদ (৸০); এই স-দুই (২।০) নক্ষত্রে তুলারাশিযুক্ত কার্ত্তিক মাস হইয়া থাকে।

৮। বিশাখা নক্ষত্রের শেষ একপাদ (।০), অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র সম্পূর্ণ, এই নয় পাদ (২।০) নক্ষত্রে বৃশ্চিক রাশিযুক্ত অগ্রহায়ণ মাস হইয়া থাকে।

৯। মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়া এই দুই নক্ষত্র সম্পূর্ণ, আর উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের প্রথম এক (।০) পাদ, এই নয়পাদ (২।০) নক্ষত্রে ধনু-রাশিযুক্ত পৌষ মাস হইয়া থাকে।

১০। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের শেষ তিন পাদ (৸০), শ্রবণা নক্ষত্রের সম্পূর্ণ, আর ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের প্রথম দুই পাদ (॥০), এই নয় (২।০) পাদ নক্ষত্রে মকর-রাশিযুক্ত মাঘ মাস হয়।

১১। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের শেষ দুই পাদ (॥০), শতভিষা নক্ষত্র সম্পূর্ণ, আর পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রথম তিন পাদ (৷৵০), এই নয় পাদ (২৷০) নক্ষত্রে কুম্ভ রাশিযুক্ত ফাল্গুন মাস হয়।

১২। পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের শেষ এক পাদ (।০), উত্তর-ভাদ্রপদ ও রেবতী নক্ষত্র সম্পূর্ণ, এই নয় (২৷০) পাদ অর্থাৎ স-দুই নক্ষত্রে মীনরাশিযুক্ত চৈত্র মাস হইয়া থাকে।

কোন্ দিনে কোন্ রাশির চন্দ্র, তাহা জানিবার উপায়।

মূল তাৎপর্য্য এই যে, যে দিনে, যে নক্ষত্র হইবে, সেই দিনে, সেই নক্ষত্রে, যে রাশি হইতে পারে; সেই দিনে, সেই রাশির চন্দ্র নিশ্চয় করিতে হইবে; আর সেই সময়ে জাতকের রাশিচক্রের সেই রাশির গৃহে, সেই জন্ম নক্ষত্র সহ চন্দ্র অব-স্থান করিবেন। চন্দ্র যে রাশিতে বাস করিবেন; জাতকের সেই রাশি-ই জন্ম রাশি বলিয়া বোধ করিতে হয়।

সন ১৩০৯ সালের ২৬শে ভাদ্র রাত্রি ১টা ১২ মিনিট সময়ে ২০ সংখ্যা পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র ছিল; এই পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে ধনূরাশির জ্ঞান হইতেছে। অতএব উক্ত দিনের উক্ত জন্ম সময়ে ধনূরাশির চন্দ্র হইয়াছে। সেই হেতুক এই জাতকের রাশিচক্রের ধনূরাশির গৃহে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের ২০ কুড়ির সংখ্যাসহ চন্দ্রগ্রহের "চ" চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। সুতরাং এই জাতকের ধনূরাশি স্থির হইল।

সূর্য্য অর্থাৎ রবি-গ্রহের বিষয়।

সকল মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ সংক্রান্তি-দিনে এক রাশি হইতে অপর এক রাশিতে রবির গমন হয়। রবির

গমনকে সংক্রমণ বলে; যে দিনে রবির সংক্রমণ হয়, সেই দিনের নাম সংক্রান্তি।

দ্বাদশ মাসের রাশি বর্ণনা।

১। বৈশাখে	মেষ রাশি।	৭। কার্ত্তিকে	তুলা রাশি।
২। জ্যৈষ্ঠে	বৃষ রাশি।	৮। অগ্রহায়ণে	বৃশ্চিক রাশি।
৩। আষাঢ়ে	মিথুন রাশি।	৯। পৌষে	ধনূরাশি।
৪। শ্রাবণে	কর্কট রাশি।	১০। মাঘে	মকর রাশি।
৫। ভাদ্রে	সিংহ রাশি।	১১। ফাল্গুনে	কুম্ভ রাশি।
৬। আশ্বিনে	কন্যা রাশি।	১২। চৈত্রে	মীন রাশি।

এই দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশি হইয়া থাকে। জাতকের রাশিচক্র করিতে হইলে, যে মাসে জন্ম হইয়াছে; সেই মাসের যে রাশি হইবে, সেই মাসের রাশিচক্রে মেষ রাশি হইতে গণনা পূর্ব্বক জন্ম মাসের রাশির গৃহে রবিগ্রহের "র" চিহ্ন লিখিতে হইবে।

এই জাতকের জন্ম ভাদ্র মাসে হইয়াছে। ভাদ্র মাসের সিংহ রাশি প্রযুক্ত এই জাতকের রাশি চক্রের মধ্যে সিংহ রাশির গৃহে রবিগ্রহের "র" চিহ্ন লিখিত হইল।

রবি গ্রহ কোন্ দিনে কি নক্ষত্র অবলম্বনে বাস করেন, তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে পঞ্জিকার উপরি নির্ভর করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করা বিধেয়। সে বিচারে গ্রন্থ বৃদ্ধি হইবে, এই জন্য লিখিলাম না।

দিন-পঞ্জিকার বামভাগে রুল রেখার মধ্যগত রবিগ্রহের "র" চিহ্নের পার্শ্বেই নক্ষত্রের সংখ্যা বিদ্যমান রহিয়াছে।

সেই সংখ্যানুসারে ১ম পৃষ্ঠা দৃষ্টি করিয়া নক্ষত্রের নাম নিশ্চয় করিতে হইবে।

পঞ্জিকায় রবিগ্রহের "র" চিহ্নের পর নক্ষত্রের সংখ্যার পরেই যদি এক দাঁড়ি (।০ এইরূপ চিহ্ন) থাকে, তাহা হইলে সেই নক্ষত্রের প্রথমপাদে রবি বাস করিতেছেন, এই অনুধাবন করিতে হইবে। যদি দুই দাঁড়ি (॥০) থাকে, তাহা হইলে, সেই নক্ষত্রের দ্বিতীয়পাদে রবি বাস করিতেছেন, এই অনুমান করিতে হইবে। যদি তিন দাঁড়ির চিহ্ন (৷৷০) থাকে, তাহা হইলে সেই নক্ষত্রের তৃতীয় পাদে রবি বাস করিতেছেন, ইহা নিশ্চয় করিতে হয়। ঐ রবি গ্রহের "র" চিহ্নের পার্শ্বস্থিত নক্ষত্র সংখ্যার পার্শ্বে তের পোণের (৷৷৴০) চিহ্ন থাকিলে, সেই নক্ষত্রের চতুর্থ পাদে রবি বাস করিতেছেন, ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে। এই প্রকারে ।৴০ পাঁচ পোণে দ্বিতীয় পাদে, বা ॥৴০ নয় পোণে তৃতীয়পাদে রবি বাস করিতেছেন, ইত্যাকাররূপে জ্ঞান করিতে হয়।

সন ১৩০৯ সালের পঞ্জিকার ভাদ্র মাসে ২৬শে দিবসের দিন পঞ্জিকার বামে রুল রেখার মধ্যগত রবি গ্রহের "র" চিহ্নের পর (১১৷৷৴০) এগার, তের পোণের চিহ্ন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সেই হেতুক ১১ সংখ্যার পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রের চতুর্থপাদে রবিগ্রহ বাস করিতেছেন; ইহাই বোধ করিতে হইবে।

সেই হেতুক এই জাতকের রাশিচক্রের মধ্যস্থ সিংহ রাশির গৃহে রবিগ্রহের "র" চিহ্নের পার্শ্বে পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্রের ১১ সংখ্যা লেখা রহিয়াছে।

ইহা দ্বারা বিশেষ জানিবেন এই যে, জাতকের রাশি-চক্রের মধ্যে রবিগ্রহ যে রাশির গৃহে বাস করিবেন। পূর্ব্বে ১০২ পৃষ্ঠার লিখিত নিয়মানুসারে সেই রাশির যে মাস হইতে পারে, জাতকের সেইটী-ই জন্মমাস বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

একণে জাতকের সংক্ষেপ কোষ্ঠী অর্থাৎ ঠিকুজী কিরূপ প্রণালীতে লিখিতে হয়, তাহার উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা;—

নমো গণেশায়।

শকাব্দাঃ ১৮২৪।

সন ১৩০৯ সাল।

পঞ্জিকা দৃষ্টে লিখিতং।

পূর্ব্বাহঃ।			জাতাহঃ।			পরাহঃ।		
৪	১৮	২	৫	১৯	৩	৬	২০	৪
৮	২৭	৩৯	৯	৩৩	৪০	১০	৩৯	৪২
২৬	০	২৪	৩১	৩২	৫৩	৩৬	৪৫	৮
৪১	২৬	১৭	৫১	১৮	৪৮	৪৩	২৪	২০
৪৭	১	২৫	৩৪	৩	২৬	২২	৪	২৭

নমঃ শ্রীসূর্য্যায়।

সর্ব্ববিঘ্নবিনাশায় সর্ব্বকল্যাণ হেতবে।
পার্ব্বতীপ্রিয়পুত্রায় গণেশায় নমোনমঃ॥
আদিত্যাদিগ্রহাঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ।
দীর্ঘমায়ুঃ প্রকুর্ব্বন্তু যস্যেয়ং জন্মপত্রিকা॥

শুভমস্তু॥ শকাতীতাব্দাদয়ঃ ১৮২৪।৪।২৫।৪৮।২৩।২০। গতে জাতঃ॥ দিনমানং ৩০।৪৬।৪০। দিনার্দ্ধং ১৫।২৩।২০। নিশা-দণ্ডাঃ ২৯।১৩।২০। নিশার্দ্ধ-দণ্ডাঃ ১৪।৩৬।৪০। নিশাযামঃ ৭।১৮।২০ নিশাযামার্দ্ধ দণ্ডাঃ ৩।৩৯।১০।

অস্য জাতকস্য রাশিচক্রং।

১ মেষ। কে ১

২ বৃষ।

৩ মিথুন। বৃ

৪ কর্কট। রা

৫ সিংহ। শু চ বু

৬ কন্যা। শ

৭ তুলা। র

৮ বৃশ্চিক।

৯ ধনু। শ বৃ চ

১০ মকর। মং

১১ কুম্ভ।
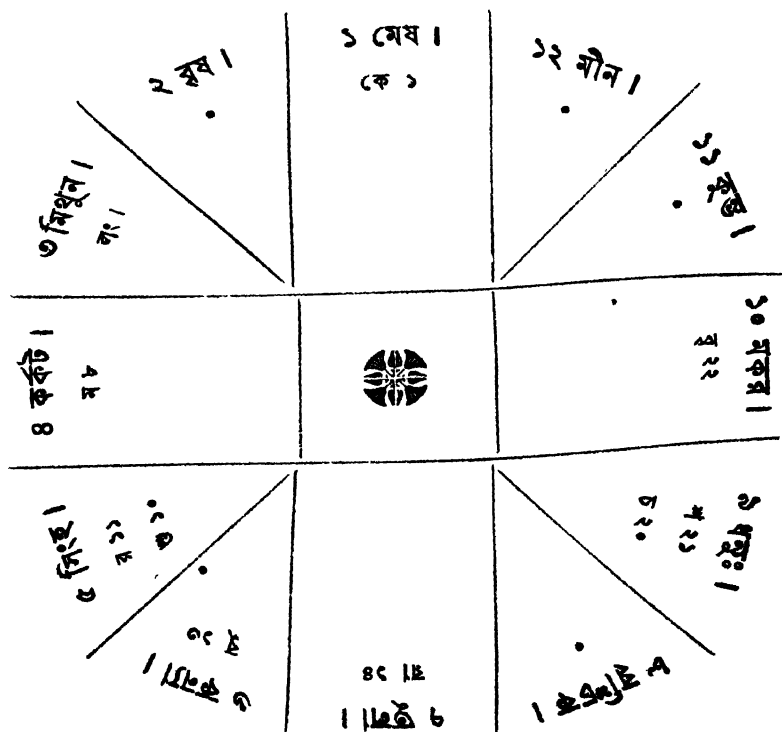
১২ মীন।

"পূর্ব্বকথিতা জাত দণ্ডাঃ ৪৮।২৩।২০ গতে জাতঃ।"

এতেষাং জাত-দণ্ডানাং বিচারো যথা—

	দণ্ড।	পল।	বিপল।
দিবা	৩০।	৪৩।	৪০
নিশার্দ্ধ দণ্ডাঃ	১৪।	৩৬।	৪০
	৪৫।	২৩।	২০

ইংরাজীয় নিশা ১ ঘণ্টা ১২ মিনিটে জাত জন্ম দণ্ডাঃ

৩।	০।	০
৪৮।	২৩।	২০ জাত দণ্ডাঃ

শক।	মাস।	দিন।	দণ্ড।	পল।	বিপল।
১৮২৪।	৪।	২৫।	৪৮।	২৩।	২০ গতে জাতঃ।

—o—

১৮২৪ শকাব্দীয় সৌর ভাদ্রস্য ষড়্বিংশতি দিবসে বৃহস্পতিবাসরে নিশায়াং শুক্লপক্ষে দশম্যাস্তিথৌ বিংশতি বিপলৈঃ সহ ত্রয়োবিংশতি-পলাধিকাষ্ট-চত্বারিংশদ্-দণ্ড-সময়ে (সুতরাং ১৭ দণ্ড ৩৬ পল ৪০ বিপল রজনী সময়ে) বৃহস্পতের্দ্দশায়াং মিথুনলগ্নে পূর্ব্বাষাঢ়া-নক্ষত্রাশ্রিত-ধনূরাশৌ স্থিতে চন্দ্রে শ্রীযুক্ত রাধারমণ গঙ্গোপাধ্যায় মহোদয়স্য প্রথম-পুত্রোজাতঃ। অয়ং ক্ষত্রিয়বর্ণো নরগণশ্চ। অস্য রাশ্যাশ্রিতং নাম যথা—ধ-কারাদি কিম্বা ভ-কারাদি নাম ভবিষ্যতি। (শ্রীমান্ ধরণীধর অথবা ভগবতীচরণ দেবশর্ম্মা ইত্যাদিরূপে নামকরণ হইবে।) সংক্ষেপ জন্মপত্রিকা (ঠিকুজী) সমাপ্তা।

—•—

রাশি অনুসারে রাশ্যাশ্রিত নামের আদ্যক্ষর নির্ণয়। যথা—

১। মেষ রাশি হইলে অ কিম্বা ল আদিতে রাখিয়া নাম রক্ষা হয়।

২। বৃষ রাশি হইলে উ কিম্বা ব আদিতে রাখিয়া নামকরণ হয়।

৩। মিথুন রাশি হইলে ক কিম্বা ছ আদিতে রাখিয়া নামকরণ হইয়া থাকে।

৪। কর্কট রাশি হইলে ড কিম্বা হ আদিতে রাখিয়া নাম হইবে।

৫। সিংহ রাশি হইলে ম কিম্বা ঠ আদিতে রাখিয়া নামকরণ হয়।

৬। কন্যা রাশি হইলে প কিম্বা থ আদিতে রাখিয়া নামকরণ হইয়া থাকে।

৭। তুলা রাশি হইলে র কিম্বা ত আদিতে রাখিয়া নামকরণ হইবে।

৮। বৃশ্চিক রাশি হইলে ন কিম্বা জ আদিতে রাখিয়া নামকরণ হইবে।

৯। ধনূরাশি হইলে ধ কিম্বা ভ আদিতে রাখিয়া নামকরণ হইবে।

১০। মকর রাশি হইলে খ কিম্বা ঘ আদিতে রাখিয়া নাম হইয়া থাকে।

১১। কুম্ভ রাশি হইলে গ কিম্বা শ আদিতে রাখিয়া নামকরণ হইবে।

১২। মীন রাশি হইলে দ কিম্বা চ আদিতে রাখিয়া নামকরণ হইয়া থাকে।

মতান্তরে। মীনরাশি হইলে ঘ, ঞ, ক্ষ আদিতে রাখিয়াও নামরক্ষা হয়। ধনূরাশি হইলে ফ কিম্বা ঢ আদিতে রাখিয়াও নামকরণ হয়। কন্যারাশি স্থলে ট, ন, ঙ আদিতে রাখিয়াও নামকরণ হইবে। বৃষ রাশি হইলে ই, কিম্বা উ, আদিতে রাখিয়াও নাম রক্ষা হয়।

জাতকের দশা, বর্ণ ও গণ নিত্য নিত্য দিন পঞ্জিকায় লেখা আছে। তদ্দৃষ্টে স্থির করিবার কোন আপত্তি নাই। জন্ম সময় নিরূপণে লগ্ন স্থির করিয়া কখন কিসের দশা, কি বর্ণ বা কি গণ গুপ্তপ্রেস ইত্যাদি ভাল পঞ্জিকা দৃষ্টি করিলেই প্রাপ্তব্য।

যিনি সংস্কৃত ভাষায় পূর্ব্বোক্ত সংক্ষেপ জন্ম পত্রিকা অর্থাৎ ঠিকুজী লিখিতে অক্ষম। তিনি বঙ্গভাষায় সন, মাস, পক্ষ, দিবা কি রজনী, সময়, বার, তিথি, নক্ষত্র, করণ, দশা, বর্ণ, গণ, লগ্ন, রাশি এবং কোন রাশির চন্দ্র ইত্যাদি উল্লেখ পূর্ব্বক সংক্ষেপ কোষ্ঠী ইচ্ছা করিলে বঙ্গভাষায় উত্তমরূপে লিখিতে পারেন। বঙ্গভাষায় কিরূপে কোষ্ঠী বা ঠিকুজী লিখিতে হইবে, তাহার উপদেশ লেখা অনাবশ্যক। যেহেতু মাতৃভাষা সকলের অভ্যস্ত।

জাতকের লগ্ন সহ রাশি চক্র স্থির হইলে ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্যগ্ গণনা হইয়া থাকে। জন্ম দিনের পঞ্জিকার অঙ্কপাত লেখাও আবশ্যক।

ভাটপাড়া নিবাসি-পরমপূজ্য-শ্রীযুক্ত নারায়ণ জ্যোতির্ভূষণ পণ্ডিত প্রবর গৃহস্থের প্রীত্যর্থে বঙ্গভাষায় কোষ্ঠী লিখিয়া প্রদান করেন ; এই কথা স্বয়ং তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে ফল স্থির করিয়া লগ্ন ও রাশিচক্রাদি লেখা আবশ্যক।

দ্বাদশরাশি-ফলং।

১। প্রথমতঃ মেষরাশি-ফলং।

ভবতি বিমলকেশী চঞ্চলো জ্ঞানশীলো,
নচ ভবতি সমৃদ্ধো নৈব দারিদ্র্যমস্তি।
ব্রজতি হিমশরীরং ভূতিযুক্তঃ প্রলাপী,
স ভবতি পুরুষোঽয়ং মেষরাশি র্মনুষ্যঃ॥

যাহার মেষরাশি হয়, তাহার কেশকলাপ নির্ম্মল, চঞ্চল-স্বভাব, জ্ঞানশীল এবং অধিক ঐশ্বর্য্যবান্ হয় না, দরিদ্রও হয় না। তাহার শরীর কফাধিক্য হইয়া থাকে। শেষাবস্থায় ঐশ্বর্য্যশালী ও প্রলাপী হয়।

২। বৃষ-রাশি-ফলং।

পৃথুল-গল-কপোলঃ স্থূল-নেত্রো হল্পবাদী,
স কুজন-পরিসেবী প্রায়শঃ সৌখ্যমেধী।
দ্বিজ-গুরু-জনভক্তঃ শ্লেষ্মবাতঃ স্বভাবঃ,
শিত-কুটিল-কচাগ্রো রাগশীলো বৃষাখ্যঃ॥

যাহার বৃষরাশি হইবে, তাহার কণ্ঠদেশ ও কপোলদ্বয় লম্বা, নেত্রদ্বয় বৃহৎ ও গোলাকার, অল্পভাষী, কুৎসিত লোকের সহিত সহবাস করিতে ইচ্ছুক, প্রায়ঃ-ই সুখাভিলাষী ও মেধাবী এবং দ্বিজগুরু জনভক্ত, বাতশ্লেষ্ম-যুক্তদেহ, কেশের অগ্রভাগ কটা ও কুটিল এবং কোপন-স্বভাব।

৩। মিথুনরাশি-ফলং।

মৃদু-রূপ-চিত-গাত্রঃ শ্লিষ্ট-বিস্পষ্টবাক্যঃ,
পরিজন-হিতকর্ত্তা পণ্ডিতো হাস্যযুক্তঃ।
প্রকৃতি-কফ-শরীর শ্লেষ্ম-পিত্ত-প্রপন্নো,
ভবতি মিথুন-রাশি গীতবাদ্যানুরক্তঃ॥

যাহার মিথুন রাশি হইবে, তাহার শরীর অতি কোমল, কথা জড়ানে ও অস্পষ্ট, পরিজন-বর্গের হিতকারী, পণ্ডিত ও হাস্যযুক্ত এবং তাহার প্রকৃতি কফাধিক্য, পিত্ত ও শ্লেষ্মযুক্ত দেহ এবং গীত ও বাদ্যে অনুরক্ত হইয়া থাকে।

৪। কর্কট-রাশি-ফলং।

পবন-কফ-শরীরো দেবদেহপ্রকাশঃ,
স্বয়মুপচিতবিত্তো দেবতা-বিপ্র-ভক্তঃ।
কুলপতি-বরতুল্যো মণ্ডলাকারমূর্ত্তি,
ভবতি বিপুলবিত্তঃ কর্কটো যস্য রাশিঃ॥

যাহার কর্কট-রাশি হইবে, তাহার শরীর বায়ু ও কফযুক্ত, দেহ অতি অপূর্ব্ব শ্রীমান্, স্বোপার্জ্জিত ধনভোগকারী, দেবতা-ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধাকারী, বংশের মধ্যে তিলক বিশেষ অর্থাৎ প্রধান, খর্ব্বাকার, স্থূলদেহ, এবং বিপুল ধনাধিপ হইয়া থাকে।

৫। সিংহ-রাশি-ফলং।

উদর-ভরণ-তুষ্টঃ ক্রোধনো মাংসলুব্ধো,
গহন-গিরি-গুহায়া মর্দ্দকো বন্ধুহীনঃ।
কপিল-নয়ন-ভঙ্গ স্তুঙ্গবক্ষঃ ক্ষতার্থো,
ভবতি চ সুরসেবী পিশুনঃ সিংহরাশিঃ॥

যাহার সিংহ রাশি হইবে; সেই ব্যক্তি উদরপরায়ণ, ক্রুদ্ধস্বভাব, মাংসলোলুপ, অরণ্যমধ্যে বা পর্ব্বতগুহাতে সহায়হীন হইয়া বাস করিবার যোগ্যপাত্র, কপিলবর্ণ বক্র-চক্ষুঃ, বক্ষঃস্থল উচ্চ, অসম্পূর্ণ অভিলাষ, দেবভক্ত, পিশুন অর্থাৎ খলস্বভাবযুক্ত হইয়া থাকে।

৬। কন্যা-রাশি-ফলং।

বিমলমতিঃ সুশীলো দৈন্যযুক্তঃ কবির্বা,
কৃশতনু-ধনযুক্তঃ ক্ষান্তিযুক্তঃ স্বভাবঃ।
ভবতি নয়নরোগী ধার্ম্মিকঃ শীলযুক্তো,
গুরুজন-হিতকারী কন্যকা যস্য রাশিঃ।

যাহার কন্যারাশি হইবে; তাহার মন নির্ম্মল, এবং তিনি সুশীল, দীনভাবযুক্ত, বক্তা, কৃশাঙ্গ, ধনাঢ্য, ক্ষমাবান্, চক্ষু-রোগাক্রান্ত, ধার্ম্মিক, শীলতাসম্পন্ন, গুরুজনের হিতকারী হন।

৭। তুলারাশি-ফলং।

ভবতি শিথিল গাত্রো নাতিদীর্ঘপ্রমাণো,
জনয়তি পরিতোষং বান্ধবানাং সুহৃৎসু।
অতিশয় বহুভোগী জ্যোতিষাং জ্ঞানযুক্তো,
ভবতি বিমলকেশী তৌলিকো যস্য রাশিঃ॥

যাহার তুলারাশি হইবে, সেই ব্যক্তির গাত্র অতি কোমল, দেহ নাতিদীর্ঘ, বান্ধবগণের সন্তোষকারক, বহুভোগী, জ্যোতি-ষাদিশাস্ত্রে সুদক্ষ, এবং তাহার কেশ-কলাপ নির্ম্মল হইয়া থাকে।

৮। বৃশ্চিক-রাশি-ফলং।

বহুজন-ধনদাতা স্ত্রীষু সৌভাগ্যযুক্তো,
অতিশয়-মতিপূর্ণো রাজসেবানুরক্তঃ।

অভিলসতি পরস্ত্রীং নিত্যমুদ্‌যোগ-যুক্তো,
দৃঢ়মতি রতিশূরো বৃশ্চিকো যস্য রাশিঃ॥

যাহার বৃশ্চিক রাশি হইবে, সেই ব্যক্তি অতিশয় দাতা, স্ত্রীহস্তে ধনরক্ষণকারী, অতিশয় মতিমান্, রাজসেবানুরক্ত, পরদারাভিলাষী, সতত উদ্‌যোগশীল, কঠিন হৃদয়, এবং অতিশয় বলাধান হইয়া থাকে।

৯। ধনূরাশি-ফলং।

ধনুরিব গুণযুক্তঃ কীর্ত্তিভাক্ পূজনীয়ঃ,
কুলপতি রতিরিক্তো বন্ধুবর্গৈকপাত্রঃ।
বহুধনজনযুক্তো দেব-বিপ্রস্য-সেবী,
মৃদুগতি রসহিষ্ণুঃ কার্ম্মুকো যস্য রাশিঃ॥

যাহার ধনূরাশি হইবে, সেই ব্যক্তি কীর্ত্তিভাজন, পূজনীয়, বংশমধ্যে শ্রেষ্ঠ, বন্ধুগণের একমাত্র প্রিয়পাত্র, বহুধন-জন-যুক্ত, দেবব্রাহ্মণ সেবক, ধীরগমন এবং অসহনকারী হইয়া থাকে।

১০। মকররাশি-ফলং।

অভিলসতি পরস্ত্রীং লব্ধসম্পত্তিভোগঃ,
কুলপতি রিব তুল্যো মৈথুন-প্রীতিযুক্তঃ।
কৃশমতি-তনু-যুক্তো বন্ধুবর্গৈকপাত্রো,
ভবতি মকররাশি র্মানবো বীরভাবঃ॥

যাহার মকর-রাশি হইবে, সেই ব্যক্তি পরদারানুরক্ত, প্রাপ্ত ধনভোগী, বংশপ্রধান, স্ত্রীসম্ভোগে প্রীতিকারক, হীনবুদ্ধি, ক্ষীণতনু, বন্ধুগণের একমাত্র প্রিয়পাত্র এবং বীরভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

১১। কুম্ভরাশি-ফলং।

উরগ ইব সহিষ্ণুঃ সুন্দরঃ শোভিতাস্যঃ,
স্থিরধনশ্চাভিমানী মানবঃ শুদ্ধচিত্তঃ।
বহুধনপতিভোগী জ্ঞাতিবর্গেষু মোদী,
বুধ-জন-হিতকারী কুম্ভরাশি র্মনুষ্যঃ॥

যাহার কুম্ভ রাশি হইবে; সেই ব্যক্তি ভুজঙ্গ সদৃশ সহিষ্ণু, সুপুরুষ, শোভনাস্য, স্থিরসম্পত্তিশালী, অভিমানী, নির্ম্মলচিত্ত, বিপুল-ধনাধিপ হইয়া ভোগী, জ্ঞাতিবর্গের আনন্দদায়ী, এবং পণ্ডিতগণের হিতকারী হইয়া থাকে।

১২। মীনরাশি-ফলং।

প্রচুর-ধন-জনাঢ্যো দৈবকার্য্যেষু ভক্তঃ,
সুচির-কুটিলদেহী পণ্ডিতঃ খ্যাতিনামা।
অভিভবতি সপত্নান্ চারু কান্তি র্বিনোদী,
কনক-রজত-ভোগী পণ্ডিতো মীনরাশিঃ॥

যাহার মীনরাশি হইবে; সেই ব্যক্তি বিপুল ধন ও জনের অধিপতি, দৈবকার্য্যে ভক্ত, দীর্ঘজীবী, কুটিল দেহধারী, খ্যাত-নামা, পণ্ডিত, চারুকান্তি, আনন্দদায়ী, কনক-রজত-ভোগী হইয়া শত্রু-জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করিয়া থাকেন।

১। অতি সংক্ষেপে প্রশ্ন গণনা চক্র।

৮	২	৭
৩	৬	৪
৯	৫	১

ঐ উপরিভাগে অঙ্কিত নয়টীগৃহ মধ্যে ১ হইতে ৯ পর্য্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে ন্যস্ত হইয়াছে। প্রশ্ন করার পর কিম্বা অব্যক্ত প্রশ্ন হৃন্মধ্যে ধারণা করার পর, প্রথমতঃ প্রশ্নকর্ত্তাকে আদেশ করিতে হইবে যে, "আপনার উপাস্য দেবদেবী স্মরণ পূর্ব্বক ঐ ৯ নয়টী গৃহমধ্যে যে গৃহে ইচ্ছা, সেই গৃহে সুপারি বা হরীতকী কিম্বা রম্ভা ইত্যাদি মঙ্গলজনক ফল ১টী রক্ষা কর।" আদেশ প্রাপ্ত প্রশ্ন কর্ত্তা কর্ত্তৃক ঐরূপে গৃহ মধ্যে শুভফল সুরক্ষিত হইলে পশ্চাৎ ঐ ফল উঠাইয়া দেখিতে হইবে যে, তথায় কি অঙ্কপাত রহিয়াছে। তদনুসারে নিম্নলিখিত বচন-প্রসাদে শুভ বা অশুভ ফল ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইবেন।

বচন যথা—

বসু দ্বিতীয়ে ন ভবতি কার্য্যং, সপ্তত্রয়শ্চেতি কথেতি বার্ত্তা।
রস-সমুদ্রে নিজ-কার্য্য-সিদ্ধিঃ, নবপঞ্চাদ্যে ত্বরিতং বদতি॥

১। বসু শব্দে ৮ আট, দ্বিতীয়-শব্দে লক্ষণা করিয়া ২ দুই, এই আট আর দুই বিশিষ্ট গৃহে যদি ফল প্রদত্ত হয়;

তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার "কার্য্যং ন ভবতি" অর্থাৎ কার্য্য হইবে না।

২। সপ্ত শব্দে ৭ সাত, ত্রয়ঃ শব্দে ৩ তিন; এই ২ দুই গৃহে যদি ফল প্রদত্ত হয়; তাহা হইলে "কথেতি বার্ত্তা" অর্থাৎ প্রশ্নকর্ত্তা যাহা প্রশ্ন করিয়াছেন, বা মনে ধারণা করিয়াছেন; সেই বিষয়ের কথা বার্ত্তা চলিতেছে; ভবিষ্যৎ কিঞ্চিৎ বিলম্বে হইবার আশা করা যায়।

৩। রসশব্দে ৬ ছয়, সমুদ্র শব্দে ৪ চারি; এই ২ দুই গৃহে যদি ফল প্রদত্ত হয়; তাহা হইলে "রস-সমুদ্রে নিজ কার্য্য-সিদ্ধিঃ" অর্থাৎ প্রশ্নকর্ত্তার কার্য্য নিশ্চয় সিদ্ধি হইবে।

৪। নবশব্দে ৯ নয়, পঞ্চশব্দে ৫ পাঁচ, আদ্য শব্দে ১ এক; এই ৩ তিন গৃহের মধ্যে ফল প্রদত্ত হইলে "ত্বরিতং বদতি" অর্থাৎ সত্বরেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

এই প্রশ্ন গণনার কৌশলের উপরি আমার দৃঢ়তর বিশ্বাস থাকা প্রযুক্ত সাধারণের জ্ঞানার্থ লিখিলাম। জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও আয়ুর্ব্বিদ্যা অতি কুটিল, এজন্য কেহ সহজে শিক্ষা দেন না; কিন্তু আমি সাধারণের মঙ্গলে-ই অস্মদাদিরমঙ্গল বিবেচনা করি।

২। প্রশ্ন গণনার দ্বিতীয় কৌশল।

চ	ণ
ক	জ

এই ৪ চারি ঘরের মধ্যে পূর্ব্ববৎ যে ঘরে প্রশ্নকর্ত্তার ইচ্ছা, সেই ঘরে গুরু স্মরণ পূর্ব্বক শুভফল ধারণ করিতে কহিবেন। প্রশ্নকর্ত্তার ইচ্ছাধীন উক্ত গৃহ চতুষ্টয়ের মধ্যে এক গৃহে ফলস্থাপন হইলে পরে, নিম্ন লিখিত বচনানুসারে ফল বর্ণনা করিতে হয়; যথা—

চ-কারে হ্যর্থলাভঃ স্যাৎ, ণ-কারে চঞ্চলোভবেৎ।
ক-কারেচ বিদেশী স্যাৎ, জ-কারে মরণং ধ্রুবং॥

১। যদি "চ" এই বর্ণের গৃহে প্রশ্নকর্ত্তা ফল ধারণ করেন; তাহা হইলে নিশ্চয় সেই প্রশ্ন বিষয়ে ধনাগম হইয়া থাকে।

২। যদি মূর্দ্ধন্য "ণ" এই বর্ণের গৃহে প্রশ্নকর্ত্তা ফল স্থাপন করেন; তাহা হইলে প্রশ্ন বিষয় চঞ্চল অর্থাৎ না হওয়া সম্ভব জানিবেন।

৩। যদি "ক" এই অক্ষরের গৃহে প্রশ্নকর্ত্তার দ্বারা ফল সুরক্ষিত হয়। তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের ফল বিদেশে সিদ্ধ হইবে।

৪। যদি "জ" এই বর্ণের ঘরে প্রশ্নকর্ত্তা ফল স্থাপন করেন, তাহা হইলে প্রশ্ন বিষয় ফলদায়ক হইবে না।

ত্রি-পঞ্চকে প্রশ্নগণনা।

রাশিচক্র।

১ মেষ। এই গৃহে মঙ্গলগ্রহ অধিপতি।

২ বৃষ। এই গৃহে শুক্র অধিপতি।

৩ মিথুন। এই গৃহে বুধগ্রহ অধিপতি।

৪ কর্কট। এই গৃহে চন্দ্রগ্রহ অধিপতি।

৫ সিংহ। এই গৃহে রবিগ্রহ অধিপতি।

৬ কন্যা। এই গৃহে বুধগ্রহ অধিপতি।

৭ তুলা। এই গৃহে শুক্রগ্রহ অধিপতি।

৮ বৃশ্চিক। এই গৃহে মঙ্গলগ্রহ অধিপতি।

৯ ধনুঃ। এই গৃহে বৃহস্পতি অধিপতি।

১০ মকর। এই গৃহে শনিগ্রহ অধিপতি।

১১ কুম্ভ। এই গৃহে শনিগ্রহ অধিপ।

১২ মীন। এই গৃহে বৃহস্পতি অধিপ।

শুদ্ধিদীপিকায়াং প্রমাণং যথা ;—

কুজ-শুক্র-বুধেন্দ্বর্ক, সৌম্যশুক্রাবনীভুবাং।
জীবার্কি-ভানুজেজ্যানাং, ক্ষেত্রাণি স্যুরজাদয়ঃ॥

অস্যার্থো যথা ;—কুজশুক্রবুধেন্দ্বর্ক সৌম্যশুক্রাবনীভুবাং অর্থাৎ মঙ্গল-শুক্র বুধ-চন্দ্র-রবি-বুধ-শুক্র-মঙ্গল-গ্রহাণাং, জীবার্কিভানুজে-জ্যানাং বৃহস্পতিশনি শনৈশ্চরজীবানাঞ্চ ; ক্ষেত্রাণি স্থানানি অজাদয়ো মেষাদয়ো রাশয়ঃ সর্ব্বে স্যুর্ভবন্তীত্যর্থঃ।

অস্য বঙ্গভাষা যথা—

১ কুজ শব্দে মঙ্গল। ২ শুক্র শব্দে ভার্গব। ৩ বুধ শব্দে সৌম্য। ৪ ইন্দু শব্দে চন্দ্র। ৫ অর্ক শব্দে সূর্য্য। ৬ সৌম্য শব্দে বুধ। ৭ শুক্র শব্দে ভার্গব। অবনী-ভূশব্দে মঙ্গল। ৯ জীব শব্দে বৃহস্পতি। ১০ আর্কি শব্দে শনি। ১১ ভানুজ শব্দে শনি। ১২ ইজ্য শব্দে বৃহস্পতি, এই দ্বাদশ শব্দ জন্য গ্রহ-সকল মেষাদি দ্বাদশ গহ স্থানের অধিপতি হইয়া থাকেন। যথা ;—

মেষ গৃহ মঙ্গল স্থান।	বৃষ গৃহ শুক্র স্থান।	মিথুন গৃহ বুধ স্থান।	কর্কট গৃহ চন্দ্র স্থান।
সিংহ গৃহ রবি স্থান।	কন্যা গৃহ বুধ স্থান।	তুলা গৃহ শুক্র স্থান।	বৃশ্চিক গৃহ মঙ্গল স্থান।
ধনু গৃহ বৃহস্পতি স্থান।	মকর গৃহ শনি স্থান।	কুম্ভ গৃহ শনি স্থান।	মীন গৃহ বৃহস্পতি স্থান

“হিত্বাচ পঞ্চমং লগ্না দাসীনঃ সুতপঞ্চকে।”

অস্যার্থঃ। লগ্নাৎ লগ্নাৎ (লগ্নমধিকৃত্য) কঃ শুভাশুভো গ্রহো হস্তীতি জ্ঞাত্বা এবং তৎ লগ্নং হিত্বাচ ; তস্মাৎ লগ্নাৎ পঞ্চমং পঞ্চম-গৃহং হিত্বা ত্যক্ত্বা ইতি সত্যং ; কিন্তু তত্র পঞ্চমগৃহে অর্থাৎ সুত-পঞ্চক গৃহে কঃ শুভাশুভো গ্রহোঽস্তীতি জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তৎ সুতপঞ্চকগৃহং হিত্বাচ, পরস্মিন্ পঞ্চমে গৃহে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম-গৃহাৎ পঞ্চমগৃহে অর্থাৎ লগ্নাৎ নবমগৃহে শুভাশুভঃ কোগ্রহোঽস্তীতিজ্ঞাত্বা প্রশ্নস্য শুভাশুভ ফলং বদেৎ।

অস্য মূলতাৎপর্য্যং যথা ;—পূর্ব্বোক্ত ত্রিপঞ্চক গৃহে যদ্যপি শুভো বা মিত্রগ্রহঃ স্যাৎ, তদা প্রশ্নকারিণঃ প্রশ্নঃ শুভ-ফল-দায়কঃ। যদ্যপ্যুক্ত-গৃহত্রয়েঽশুভগ্রহো বিদ্যতে, তদা তস্য প্রশ্নকর্ত্তুঃ স প্রশ্ন-বিষয়োঽমঙ্গলদায়ক ইতিভাবঃ।

এই ত্রিপঞ্চক নিয়মে প্রশ্ন গণনা করিতে হইলে, প্রথমে গ্রহগণের নাম ও রাশিচক্র মধ্যগত দ্বাদশ গৃহমধ্যে, কোন্ গৃহের কোন্ গ্রহ অধিপতি ইত্যাদি অবগত হইয়া, প্রথমতঃ ৭২ হইতে ৮৩ পৃষ্ঠার নিয়মানুসারে লগ্ন নিশ্চয় পূর্ব্বক লগ্নাধিপ শুভ গ্রহ, কি অশুভ গ্রহ জানিয়া, তৎ পশ্চাৎ সেই লগ্ন গৃহ হইতে পঞ্চম গৃহাধিপ শুভ গ্রহ, কি অশুভ গ্রহ অবগত হইয়া, তৎ পশ্চাৎ সেই পঞ্চম গৃহ হইতে, অপর পঞ্চম গৃহাধিপ অর্থাৎ লগ্ন হইতে নবম গৃহাধিপ শুভগ্রহ কি অশুভ-গ্রহ জানিয়া ফলাফল বর্ণনা করিতে হয়।

যদি এই গৃহত্রয়ের (লগ্ন গৃহ, লগ্ন হইতে পঞ্চমগৃহ ও লগ্ন হইতে নবমগৃহের) অধিপ শুভ গ্রহ বা মিত্রগ্রহ হন, তাহা হইলে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের শুভফল ঘটিয়া থাকে। আর ঐ গৃহত্রয়ের অধিপ যদি অশুভগ্রহ বা অমিত্রগ্রহ হন, তাহা হইলে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের ফল অশুভ হয়। এই তাৎপর্য্যে ফলাফল বর্ণনা করিতে হইবে।

এইরূপে প্রশ্নের শুভাশুভ ফল স্থির হইল সত্য ; কিন্তু সেই ফল, আশু (শীঘ্র) কি বিলম্বে ঘটিবে, তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে, উক্ত গৃহত্রয়ের অধিপ বা মিত্র গ্রহগণের সঞ্চার ধরিয়া * তাহাদের বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য কাল

* কোন্ দিবসে সেই গ্রহগণের সঞ্চার হইয়া কত দিন, সেই রাশিতে বাস করিতেছেন। তাহানিশ্চয় করিয়া গ্রহগণের বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্যভাব নিশ্চয় করিতে হয়।

অবগত হইয়া আশু কি বিলম্বে ঐ ফল প্রত্যক্ষ হইবে, তাহা বর্ণনা করিতে পারা যায়। যথা ;—

উক্ত গৃহত্রয়ের শুভ বা মিত্র গ্রহ হইয়া যদি সেই শুভ বা মিত্রগ্রহগণের বাল্য বা বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত্যবস্থায় প্রশ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিলম্বে বা কথঞ্চিৎ শুভফল হইয়া থাকে। আর যদি ঐ শুভ বা মিত্রগ্রহগণের যৌবনাবস্থায় প্রশ্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের শুভ ফল আশু প্রত্যক্ষ হইবে। ইহাতে সংশয়মাত্র নাই।

গ্রহগণের নাম।

১ রবিগ্রহ, ২ সোম (চন্দ্র) গ্রহ, ৩ মঙ্গলগ্রহ, ৪ বুধগ্রহ; ৫ বৃহস্পতিগ্রহ, ৬ শুক্রগ্রহ, ৭ শনিগ্রহ, ৮ রাহুগ্রহ, ৯ কেতু-গ্রহ ; এই নববিধ গ্রহরূপী নারায়ণ ত্রিজগতের শুভাশুভ ফলদাতা হইয়া থাকেন। গ্রহগণ যে, নারায়ণের অংশ ; ইহাতে কেহ সংশয় করিবেন না।

গ্রহাণাং পাপাদি সংজ্ঞা।

অর্দ্ধোনেন্দ্বর্ক সৌরারাঃ, পাপা জ্ঞস্তৈর্যুতোঽপরে।
শুভাঃ পাপৌ তমঃ কেতূ, বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরোদিতৌ॥

অস্যার্থো যথা ;—অর্দ্ধোন-চন্দ্রঃ, অর্কঃ সূর্য্যঃ, সৌরঃ শনিঃ, আরো মঙ্গলগ্রহঃ, এতে চত্বারো গ্রহাঃ পাপা ভবন্তি ; অপরে গ্রহাঃ শুভাঃ সন্তি, অর্থাৎ বৃহস্পতি-শুক্রৌ শুভৌ। তৈঃ পাপগ্রহৈর্যুতো জ্ঞো বুধগ্রহঃ পাপঃ স্যাৎ এবং তৈঃ শুভগ্রহৈর্যুতো জ্ঞো বুধগ্রহঃ শুভঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তমঃ-কেতূ রাহু-কেতূ পাপৌ পাপগ্রহৌ জ্ঞাতব্যৌ ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উদিতৌ কথিতৌ।

অস্য বঙ্গভাষা।

অর্দ্ধোনচন্দ্র অর্থাৎ অর্দ্ধাঙ্গহীন চন্দ্র, রবি, শনি ও মঙ্গল এই চারিগ্রহ পাপসংজ্ঞাপ্রাপ্তি হন; এবং বুধ পাপগ্রহযুক্ত হইলে পাপগ্রহ হন, শুভগ্রহযুক্ত হইলে শুভগ্রহ হন। এতদ্ভিন্ন গ্রহমাত্রে অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রগ্রহ শুভসংজ্ঞা প্রাপ্তি হইয়া থাকেন। রাহু আর কেতু এই উভয় সতত অশুভ অর্থাৎ পাপগ্রহ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

মিত্রগ্রহ লক্ষণং।

মিত্রাণি সূর্য্যাৎ শশি-ভৌম-জীবাঃ, সূর্য্যেন্দুজৌ সূর্য্য-শশাঙ্ক-জীবাঃ।
আদিত্য-শুক্রৌ রবি-চন্দ্র-ভৌমা, বুধার্কজৌ চন্দ্রজ-ভার্গবৌ চ॥

অস্য মর্ম্মার্থো যথা;—সূর্য্যাৎ সূর্য্যমধিকৃত্য শশি-ভৌম-জীবাশ্চন্দ্র-মঙ্গল-সুরাচার্য্যা মিত্রাণি বান্ধবা ভবন্তি। চন্দ্রস্য সূর্য্যেন্দুজৌ রবিবুধৌ মিত্রে বান্ধবৌ ভবতঃ। মঙ্গলস্য সূর্য্য-শশাঙ্ক-জীবা রবি-চন্দ্র-গুরুগ্রহা মিত্রাণি বান্ধবা ভবন্তি। বুধস্য আদিত্য-শুক্রৌ রবি-শুক্রৌ মিত্রে বান্ধবৌ ভবতঃ। জীবস্য বৃহস্পতে রবি-চন্দ্র-ভৌমা সূর্য্য সোম-মঙ্গল-গ্রহা মিত্রাণি সুহৃদ্গ্রহা ভবন্তি। শুক্রস্য বুধার্কজৌ শনি-বুধ-গ্রহৌ মিত্রে সুহৃদৌ ভবতঃ। শনেশ্চন্দ্রজ-ভার্গবৌ চ বুধ-শুক্রৌ মিত্রে বান্ধবৌ ভবতঃ। ইত্যন্বয়-শেষঃ।

অস্য বঙ্গভাষা।

রবিগ্রহের চন্দ্র মঙ্গল ও বৃহস্পতি এই গ্রহত্রয় মিত্র হন। চন্দ্রগ্রহের রবি ও বুধ মিত্র হন। মঙ্গলগ্রহের রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি ইহারা মিত্র হন। বুধগ্রহের রবি ও শুক্র সুহৃৎ হন। বৃহস্পতিগ্রহের রবি, সোম ও মঙ্গল এই তিন গ্রহ সুহৃৎ হইয়া থাকেন। শুক্রগ্রহের বুধ আর শনি এই

উভয় মিত্রগ্রহ হন। শনিগ্রহের বুধ ও শুক্র মৈত্র হইয়া থাকেন।

রাহুগ্রহস্য মিত্রামিত্রগ্রহ বর্ণনা।

মিত্রাণি রাহোঃ শনি-সৌম্য-জীবাঃ, তথা স্বভাবেন রিপূ রবীন্দূ।
কুজাসিতৌ তস্য সমোঽপি দৃষ্টঃ, তুঙ্গোঽঙ্গনায়াং বৃষ-সিংহ-কর্কী॥

অস্যার্থো যথা ;—রাহোঃ শনি-সৌম্য-জীবাঃ শনি-বৃহস্পতি-বুধ-গ্রহা মিত্রাণি বান্ধবা ভবন্তি। তথা স্বভাবেন কারণান্তরাভাবেণ রাহোঃ রবীন্দূ সূর্য্যচন্দ্রৌ রিপূ শত্রূ স্যাতাং। কুজাসিতৌ শনি-মঙ্গল-গ্রহৌ তস্য রাহোঃ সমোঽপি দৃষ্টঃ অর্থাৎ তৌ সমাবিত্যর্থঃ। অঙ্গনায়াং কন্যারাশিগৃহে যদি রাহুর্বিদ্যতে, তদা স রাহু রুচ্চফলদায়কশ্চ স্যাৎ। এবং বৃষ-সিংহ-কর্কী তুঙ্গঃ স্যাৎ অর্থাৎ বৃষরাশিগতঃ, সিংহরাশিগতঃ, কর্কট-রাশিগতশ্চ রাহুরুচ্চফলদায়কঃ স্যাৎ।

অস্য বঙ্গভাষা।

রাহুগ্রহের শনি, বুধ ও বৃহস্পতি এই গ্রহত্রয় মিত্র হন্। রবি ও চন্দ্র এই গ্রহদ্বয় স্বভাবত-ই রাহুগ্রহের শত্রু হন্। মঙ্গল আর শনি এই গ্রহদ্বয় রাহুর সম অর্থাৎ তুল্য। কন্যা-রাশি-গত, বৃষ-রাশিগত, সিংহ-রাশিগত অথবা কর্কট-রাশিগত রাহু হইলে উচ্চফল দায়ক হইয়া থাকেন।

কেতুগ্রহস্য মিত্রামিত্র গ্রহবর্ণনা।

মিত্রাণি কেতো রবি-চন্দ্র-ভৌমাঃ, সিতাসিতৌ তস্য রিপূ সমানৌ।
জীবেন্দু-পুত্রৌ ধনুরুচ্চসংজ্ঞা, সিংহস্ত্রিকোণং স্বগৃহঞ্চ মীনং॥

অস্যার্থো যথা ;—কেতোরবিচন্দ্রভৌমাঃ সূর্য্য-চন্দ্র-মঙ্গলগ্রহা মিত্রাণি বান্ধবাঃ সন্তি। সিতাসিতৌ শনি-শুক্র-গ্রহৌ তস্য কেতো রিপূ শত্রূ স্যাতাং। জীবেন্দু-পুত্রৌ বৃহস্পতি-বুধগ্রহৌ তস্য কেতোঃ

সমানৌ তুল্যৌ। ধনুরুচ্চসংজ্ঞা অর্থাৎ ধনূরাশিগৃহং তস্য কেতো-রুচ্চফল-দায়ক-স্থানং, সিংহস্ত্রিকোণং সিংহরাশিগৃহং তস্য কেতুগ্রহস্য ত্রিকোণাখ্যগৃহং। তস্য স্বগৃহং মীনং মীনাখ্যগৃহং।

অস্য বঙ্গভাষা।—

রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল এই গ্রহত্রয় কেতুগ্রহের মিত্র হন। শুক্র ও শনি এই গ্রহদ্বয় কেতুগ্রহের শত্রু হন। বৃহস্পতি আর বুধ এই উভয় গ্রহ কেতুর সমান হন। ধনূরাশির গৃহ কেতুর উচ্চ স্থান, সিংহরাশির গৃহ কেতুর ত্রিকোণাখ্য গৃহ, আর মীনরাশির গৃহ কেতুর স্বস্থান।

গ্রহাণাং শত্রু-লক্ষণং।

সিতাসিতৌ চন্দ্রমসো ন কশ্চিৎ, বুধঃ শশী সৌম্য-সিতৌ রবীন্দূ।
রবীন্দুভৌমা রবিতস্ত্বমিত্রা, মিত্রারি-শেষাশ্চ সমাঃ প্রদিষ্টাঃ॥

অস্যার্থো যথা ;—রবিতো রবিগ্রহস্য সিতাসিতৌ শনিশুক্রৌ অমিত্রৌ শত্রূ, চন্দ্রমসো ন কশ্চিৎ অর্থাৎ চন্দ্রস্য কোঽপি গ্রহো নামিত্রঃ স্যাৎ, মঙ্গলস্য বুধোঽমিত্রঃ শত্রুঃ স্যাৎ। বুধস্য শশী অমিত্রঃ শত্রুঃ স্যাৎ। বৃহস্পতেঃ সৌম্যসিতৌ বুধশুক্রৌ অমিত্রৌ ভবতঃ। শুক্রস্য রবীন্দূ শত্রূ স্যাতাং। শনিগ্রহস্য রবীন্দু-ভৌমাঃ সূর্য্য-চন্দ্র-মঙ্গলগ্রহা অমিত্রাঃ শত্রবঃ সন্তি। মিত্রারিশেষাশ্চ গ্রহাঃ সমাস্তুল্যাঃ প্রদিষ্টাঃ কথিতাঃ। ইত্যন্বয়শেষঃ।

অস্য বঙ্গ-ভাষা।

রবিগ্রহের শুক্র আর শনি অমিত্র হন ; চন্দ্রের কোন গ্রহ-ই শত্রু হয় না ; মঙ্গলগ্রহের বুধ শত্রু হন ; বুধগ্রহের শশী অমিত্র হন ; বৃহস্পতিগ্রহের বুধ আর শুক্র এই উভয় শত্রু হন ; শুক্রগ্রহের রবি ও চন্দ্র এই উভয়গ্রহ অমিত্র হন ;

শনিগ্রহের রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল এই গ্রহত্রয় শত্রু হইয়া থাকেন। মিত্রগ্রহ আর অরিগ্রহ ভিন্ন সম্যক্ গ্রহ সমান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

গ্রহাণাং সমলক্ষণং।

বুধঃ কুজেজ্যাস্ফুজিদর্কপুত্রাঃ, শুক্রার্কজৌ ভৌমসুরেজ্যমন্দাঃ।
শনিঃ কুজেজ্যৌ সুররাজমন্ত্রী, রব্যাদিতো হমী সমসঙ্গিতাঃ স্যুঃ॥

অস্য বচনস্য শেষচরণং প্রথমতো ব্যাখ্যাস্যামি। শেষচরণং যথা ;—রব্যাদিতো হমী সমসঙ্গিতাঃ স্যুঃ।

অস্য বঙ্গভাষা যথা ;—

রবি প্রভৃতি সপ্তগ্রহের মধ্যে যিনি যাঁহার সমান, নিম্নে তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

অপর-চরণ-ত্রয়াণাং মর্ম্মার্থো যথা ;—রবিগ্রহস্য বুধঃ সমঃ। সোমস্য কুজেজ্যাস্ফুজিদর্কপুত্রা মঙ্গল-বৃহস্পতি-শুক্র-শনৈশ্চরাঃ সমা ভবন্তি। মঙ্গলস্য শুক্রার্কজৌ শনি-শুক্রৌ সমৌ ভবতঃ। বুধস্য ভৌম-সুরেজ্য-মন্দাঃ মঙ্গল-বৃহস্পতি-শনি-গ্রহাঃ সমা ভবন্তি। বৃহস্পতেঃ শনিঃ সমঃ স্যাৎ। শুক্রস্য কুজেজ্যৌ বৃহস্পতি-মঙ্গল-গ্রহৌ সমৌ। শনেঃ সুর-রাজ-মন্ত্রী বৃহস্পতিঃ সমো ভবতি।

অস্য বঙ্গভাষা।

রবিগ্রহের সমান বুধগ্রহ। চন্দ্রগ্রহের সমান মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। মঙ্গলগ্রহের সমান শুক্র ও শনি। বুধের সমান মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। বৃহস্পতির সম শনি। শুক্রের সম মঙ্গল ও বৃহস্পতি। শনিগ্রহের সমান বৃহস্পতি।

গ্রহগণের রাশি পরিবর্ত্তন সময়।

জ্যোতিষতত্ত্বে ধৃত-বচনং যথা ;—

রবির্মাসং নিশানাথঃ, স-পাদ-দিবস-দ্বয়ং।
পক্ষত্রয়ং ভূমিপুত্রো, বুধোঽষ্টাদশ-বাসরান্॥
বর্ষমেকং সুরাচার্য্যঃ, অষ্টাবিংশদ্দিনং ভৃগুঃ।
শনিঃ সার্দ্ধদ্বয়ং বর্ষং, সার্দ্ধৈকবৎসরং তমঃ॥

জ্যোতিষতত্ত্বে লিখিয়াছেন যে, রবি একমাস পরে, চন্দ্র স-দুই (২।০) দিন পরে, মঙ্গল পঞ্চচত্বারিংশৎ (৪৫) দিন পরে, বুধ অষ্টাদশ (১৮) দিন পরে, বৃহস্পতি এক (১) বর্ষ পরে, ভৃগু অষ্টাবিংশতি (২৮) দিন পরে, শনি তিরিশ মাস (২॥০ আড়াই বর্ষ) পরে এবং রাহু আঠার (১৮) মাস পরে রাশি পরিবর্ত্তন করেন।

ইতি পঞ্জিকা-দর্শনবিভ্রাট-সংশোধক
প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

সদ্‌রঞ্জ-কৌতুক।

অশ্বের চৌষট্টি ঘর ভ্রমণ।

অস্মদ্দেশে সভ্যমণ্ডলী মধ্যে সদ্‌রঞ্জ (দাবা) ক্রীড়ার প্রায় পরিচালনা আছে। ইহা সতত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই ক্রীড়া মধ্যে অশ্বের ৬৪ চৌষট্টি ঘর ভ্রমণরূপ অপূর্ব্ব ও সুদৃশ্য এক রহস্য আছে। তাহা প্রায় কেহ-ই জানেন না; কিন্তু প্রায়ঃ সকলে-ই জানিতে ইচ্ছুক।

সেই হেতুক তাহা নানাপ্রকার কৌশলে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করণোদ্দেশে বিবৃত করিতে কৃত-যত্ন হইলাম। এই সামান্য ক্রীড়া বিষয়ে লেখনী ধারণে প্রথমতঃ স্বয়ং-ই কিন্তু-ভাবাপন্ন হইয়া লজ্জিত হইতেছি। পাঠক মহাত্ম-গণ ভবিষ্যৎ লজ্জা প্রদান না করেন; ইহাই প্রার্থনা।

সদ্‌রঞ্জ ক্রীড়ার উৎপত্তি বিবরণ।

সদ্‌রঞ্জ ক্রীড়া অল্প ও বিস্তর অর্থাৎ ভাল ও মন্দ প্রায় সকলেই জ্ঞাত আছেন। সে বিষয়ে আমার বক্তব্য কিছুই নাই। এই ক্রীড়ার উৎপত্তি বিষয় যাহা শ্রুতি হইয়াছে; তাহা কিঞ্চিন্মাত্র বক্তব্য। এই ক্রীড়া পৌরাণিক শাস্ত্র সঙ্গত; এজন্য ধর্ম্ম-শাস্ত্র-ব্যবস্থাপক স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য তিথিতত্ত্ব গ্রন্থে শ্যামাপূজার পরদিন প্রতিপৎ তিথিতে এই দূত ক্রীড়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পুরাকালে যুদ্ধ-প্রিয় লঙ্কাধিপতি মহাবীর রাবণ দিগ্‌-

বিজয়ী হইবার অভিলাষে সতত স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল এই ত্রি-ভুবন পরিভ্রমণ করিয়া কালাতিপাত করিতেন। কদাচিৎ বহুকালান্তে এক এক বার লঙ্কাপুরীতে শুভাগমন করিতেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই যুদ্ধকামী রাবণ পুনর্ব্বার লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাতথা রণোদ্যত হইয়া গমন করিতেন। ফলকথা যুদ্ধপ্রিয় রাবণ যুদ্ধ না করিলে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না।

এ বিধায়ে সতী সাধ্বী পতিব্রতা রাজ্ঞী মন্দোদরী স্বামি-বিয়োগিনী হইয়া অত্যন্ত মর্ম্মবেদনায় প্রপীড়িতা হইতেন। লঙ্কাধীশ্বর রাবণকে কি উপায়ে গৃহে রক্ষা করা হইবে; এই চিন্তায় মন্দোদরী সতত নিমগ্না থাকিয়া যুদ্ধ সংঘটিত এই সদ্‌রঞ্জ (দাবা) ক্রীড়ার সৃষ্টি করিয়া পুনঃ-প্রত্যাগত রাবণকে যুদ্ধে বিব্রত করিয়া বহুকাল লঙ্কায় রক্ষা করিতেন। ইহাই শ্রুতিগোচর হইয়াছে।

সেই সদ্‌রঞ্জ ক্রীড়ার মধ্যে সৈন্য চালনা জন্য অশ্বরূপ এক প্রকার বল বা সৈন্য আছে। তাহার গতি আড়াই ঘরে হইয়া থাকে। সদ্‌রঞ্জ ক্রীড়ার গৃহ ৬৪ চৌষট্টি; তাহার মধ্যে ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক ভীষণ সংগ্রাম দেখাইতে পারিলেই উত্তম ক্রীড়ক হইলেন।

এই ৬৪ চৌষট্টি গৃহে আড়াই ঘর অশ্ব নামক বল পরিভ্রমণ করিবে; কিন্তু এক গৃহে দুইবার কদাপি যাইবে না।

ইহার গমন পন্থাঃ আবিষ্কার করা অতি সুকঠিন এবং ধীমানের চিন্তনীয়; এজন্য তাহা ত্রি-বিধরূপে আবিষ্কার করিয়া ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করিতেছি।

১। অশ্বের চৌষট্টি ঘর পরিভ্রমণের প্রথম কৌশল। যথা—

অগ্রে ১ হইতে ৬৪ পর্য্যন্ত, চৌষট্টি ঘরে অঙ্কপাত করিতে হইবে। যথা—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২
৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০
৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮
৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬
৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪

ইহার পরে নিম্নলিখিত ছকের অঙ্কানুসারে অর্থাৎ ৮ বিশিষ্ট ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া, ৩৫ বিশিষ্ট ঘর পর্য্যন্ত, এই ৬৪ গৃহে আড়াই ঘর গতি নিয়মে অশ্বচালনা করিলে, প্রত্যেক গৃহে একবার ভিন্ন দুইবার গমন করিবে না। এই কৌশলে সকলে-ই সহজে ঘোড়াকে ৬৪ চৌষট্টি ঘরে ভ্রমণ করাইতে পারিবেন।

৮	২৩	৪০	৫৫	৬১	৫১	৫৭	৪২
২৫	১০	৪	১৪	২৪	৩৯	৫৬	৬২
৫২	৫৮	৪১	২৬	৯	৩	১৩	৭
২২	৩২	৪৭	৬৪	৫৪	৬০	৫০	৩৩
১৮	১	১১	৫	১৫	৩০	৪৫	২৮
৪৩	৪৯	৫৯	৫৩	৬৩	৪৮	৩১	১৬
৬	১২	২	১৭	৩৪	১৯	৩৬	৪৬
২৯	৪৪	৩৮	২১	২৭	৩৭	২০	৩৫

ঐ উপরিভাগে প্রদর্শিত ছকের মধ্যগত যে ঘরে ৮ আছে, সেই ঘর হইতে ২৩ বিশিষ্ট ঘরে, ২৩ হইতে ৪০ বিশিষ্ট ঘরে, ৪০ বিশিষ্ট ঘর হইতে ৫৫ যুক্ত ঘরে ইত্যাদি ক্রমে এই ছকের পর পর অঙ্কপাত দেখিয়া অশ্বচালনা করিলে অকাতরে চৌষট্টি ঘরে-ই অশ্ব পরিভ্রমণ করিবে। এ কৌশল অবলম্বনে মানব মাত্রেই ঘোড়াকে ৬৪ চৌষট্টি ঘরে-ই ভ্রমণ করাইতে পারিবেন।

বর্ণমালার প্রথানুসারে আড়াই ঘর গতি নিয়মে অশ্বচালনা করিলে অবশ্য ৬৪ ঘরে অশ্ব পরিভ্রমণ করিবে।

বর্ণমালা যথা—

রা	ঙ্গ	হ	কু	রা	সূ	স্ত	সা
ন	দ	য়	ন্দ	ক্র	রে	মু	না
ধু	ন	রে	স	ন	ণা	ম	স
কে	হ	ঙ্গ	রা	ন্দ	য়	দ	ন
সা	স্ত	সূ	রা	কু	বৈ	শ	ণ্ঠ
কং	ন	ণা	ম	ম	ক্র	রে	মু
না	ধু	ন	রে	ম	কং	ণ্ঠ	কে
কু	ব	বৈ	শ	বা	কু	ব	বা

এই বর্ণমালার প্রথানুসারে অর্থাৎ প্রথমবর্ণ রা হইতে ঙ্গ বিশিষ্ট ঘরে; সেই ঙ্গ বিশিষ্ট ঘর হইতে হ বিশিষ্ট ঘরে, সেই হ বিশিষ্ট-ঘর হইতে কুবিশিষ্ট ঘরে ইত্যাদি ক্রমে ছকের লিখিত ঐ [illegible]সারে অশ্বচালনা করিলে অবশ্যই ৬৪ ঘরে অশ্ব প[illegible]ভ্রমণ করিবে; কদাপি অন্যথা হইবে না। রা হইতে আড়াই ঘরে ঙ্গ, আবার ঙ্গ যুক্ত ঘর হইতে আড়াই ঘরে হ; সেই হ বিশিষ্ট-ঘর ইত্যাদিক্রম ধরিয়া ৬৪ ঘর পর্য্যন্ত সুচারুরূপে অশ্ববল পরিভ্রমণ করিবে; ইহাতে সংশয় নাই।

৩। অশ্বকে চৌষট্টি ঘরভ্রমণ করাইবার তৃতীয় কৌশল সুকঠিন। যথা—

একটী কোণের ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া অশ্বের দক্ষিণ অর্থাৎ ডাইন দিকের অথচ ছকের পার্শ্বস্থ ঘর দেখিয়া, দেখিয়া ক্রমাগত অশ্ব চালনা পূর্ব্বক প্রত্যেক ঘরে কড়ি ইত্যাদি দ্বারা চিহ্ন বসাইয়া যাইতে হইবে।

এইরূপে সকল ঘর ভ্রমণ করাইয়া যখন ১০ ঘর বাকি থাকিবে; ১।—সে সময়ে অশ্বকে একবার বামে গতি করাইবেন। ২।—আবার ডাইন্ দিকের ঘরে গতি হইবে। ৩।—আর একবার বামে গতি হইবে। ৪।—আবার দক্ষিণে গতি হইবে। ৫।—তৎপরে বামে, ৬।—তৎপরে বামে ৭।—তৎপরে দক্ষিণে গতি হইলেই অবশিষ্ট ৩ ঘরে ভ্রমণ করান কার্য্য অতি সহজ; যখন শূন্য ৩টী ঘর দেখিতে পাইবেন। তখন যে ঘরে অশ্ব চালনা করিলে, চৌষট্টি ঘর পূরণ হয়, সেই রূপে অবশিষ্ট ৩ তিন ঘরে অশ্বচালনা করিয়া চৌষট্টি (৬৪) ঘর পূরণ করিয়া লইবেন। তখন সকলের পক্ষে-ই সহজ।

ফলকথা ১০ ঘর বাকি থাকিতে ধীমানে চেষ্টা করিলে পূর্ব্বকথিত ডাইনদিক বামদিক এই নিয়ম পরিত্যাগ করিয়াও বহু প্রকারে শেষ ঘর ১০টী ভ্রমণ করাইতে পারিবেন, ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল।

কিন্তু প্রথম কোণের ঘর হইতে আরম্ভ করিয়া ৫৪ ঘর পর্য্যন্ত পূর্ব্বকথিত নিয়মে অশ্বচালনা না করিলে কোনরূপে অশ্বের চৌষট্টি ঘর ভ্রমণ হইবে না।

চৌষট্টি ঘরে, এই ত্রিবিধ অশ্বচালনার মধ্যে শেষ কৌশলটী প্রশংসনীয়; অতএব ধীমান ব্যক্তির পাঠ্য, জ্ঞাতব্য এবং কর্ত্তব্য। স্থূল-বুদ্ধি-মানবের পক্ষে ইহা অতীব সুকঠিন বিবেচনা করা যায়।

এই রহস্য সকল কোণ হইতে-ই সুসঙ্গত।

মধ্যগৃহে অশ্ব যাইয়া, একবার সময়ক্রমে বামে যায়। এরূপ দেখা হইল। ঐ নিয়মে চেষ্টা করিলে অনেক প্রকারে আবিষ্কার হইতে পারে। আমার আর লেখা অনাবশ্যক।